নগর সংস্করণ

বুধবার
২৩ অক্টোবর ২০২৪
৭ কার্তিক ১৪৩১, ১৯ রবিউস সানি ১৪৪৬
প্র অধুনাসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪২

রাষ্ট্রপতির অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনের সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। একপর্যায়ে তাঁরা প্রতিবন্ধক ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে। ছবি : দীপু মালাকার

পদত্যাগের ক্ষেত্র প্রস্তুত

রাষ্ট্রপতি নিজে পদত্যাগ করবেন, নাকি সরকার উদ্যোগ নেবে, তা স্পষ্ট হতে পারে শিগগিরই।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

মো. সাহাবুদ্দিন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণে চাপ বাড়ছে। রাষ্ট্রপতি নিজে থেকে পদত্যাগ করবেন, নাকি সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবে—এটাই মূল আলোচনা। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের পদ্ধতি কী হবে, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে তা স্পষ্ট হতে পারে।

রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সমাবেশ ও বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে এ সপ্তাহের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ দাবি করা হয়। একই দাবিতে শাহবাগ ও বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে ইনকিলাব মঞ্চসহ কয়েকটি সংগঠন। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, ফেনী, মেহেরপুর, নড়াইল ও ঝিনাইদহ থেকে বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে গতকাল দুপুর থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে বঙ্গভবনের সামনের সড়কে অবস্থান নেন কয়েক শ বিক্ষোভকারী। রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁদের একটি অংশ বঙ্গভবনের সামনের ব্যারিকেড (প্রতিবন্ধক) ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাত পৌনে ২টার দিকে বিক্ষোভকারীরা বঙ্গভবন এলাকা ছেড়ে যান।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, গত দুই দিনে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের বক্তব্য এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাপক বিক্ষোভে রাষ্ট্রপতির বিদায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি নিজে থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে ভালো। না হলে সরকারের পক্ষ থেকে এ সপ্তাহের মধ্যেই একটা অবস্থান পরিষ্কার করা হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকার পতনের পর থেকেই শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রপতিকে বহাল রাখার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিক নানা বাধ্যবাধকতার কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করার পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই, এমন মন্তব্য করার পর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে সরকার ও শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কারও কারও সন্দেহ, হঠাৎ রাষ্ট্রপতির এ ধরনের বক্তব্য অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে নতুন কোনো ষড়যন্ত্রও হতে পারে।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল গত সোমবার সচিবালয়ে নিজের দপ্তরে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি, এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল।'

আইন উপদেষ্টার পর রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন যুব, ক্রীড়া ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ। বঙ্গভবনের বিলাসিতা ছেড়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে নিজের রাস্তা দেখার কথাও বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

অভিমত

রাজনৈতিক ঐকমত্য থাকলে সংবিধান কোনো বাধা নয়

এম এ মতিন, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

এম এ মতিন

বিগত স্বৈরাচারী সরকার জুলাই-আগস্ট মাসে সশস্ত্র পন্থায় ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেছিল। এতে শত শত মানুষ প্রাণ হারান, হাজার হাজার মানুষ আহত হন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সে সময় রাষ্ট্রপতি দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

এরপর রাষ্ট্রপতি নতুন সরকার গঠনের বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা চেয়ে সংবিধানের ১০৬ ধারায় সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি রেফারেন্স পাঠান। সেই রেফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, এমন কথা উল্লেখ করে তিনি সৃষ্ট পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানতে চান। সুপ্রিম কোর্ট মত দেন, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, তাই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে তাঁর সরকার শপথ নেয়।

প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র তিনি পাননি—সরকার গঠনের আড়াই মাস পর রাষ্ট্রপতির এমন কথা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। তাঁর এ কথা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তাঁরা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভও করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির অপসারণ বা পদত্যাগের সাংবিধানিক বা আইনগত প্রক্রিয়াটা কী?

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

গণমাধ্যমের হালচাল ৪

বিটিভি

বিটিভির দর্শক নেই, স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব অন্ধকারে

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম, *ঢাকা*

নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সম্প্রচারিত তুমুল জনপ্রিয় নাটক ছিল *আজ রবিবার*, *কোথাও কেউ নেই*। তারও আগে জনপ্রিয় হয়েছে *অয়োময়*, *এইসব দিনরাত্রি*। ছিল 'এসো গান শিখি', 'মাটি ও মানুষ', 'ভরা নদীর বাঁকে', 'মীনা' কার্টুনের মতো অনুষ্ঠান। নব্বইয়ের দশকে সাড়ে তিন হাজার মানুষের মধ্যে করা এক জরিপে দেখা গেছে, বিটিভির অনুষ্ঠান নিয়ে দর্শকের সন্তুষ্টির হার ৫৪ শতাংশ। বর্তমানে এমন কোনো জরিপ নেই। তবে ২টি কেন্দ্র ও ১৪টি উপকেন্দ্র নিয়ে পরিচালিত বিটিভির বরাদ্দ আছে যথেষ্ট। চলতি বছর প্রতিষ্ঠানের বাজেট ৩২০ কোটি টাকার বেশি।

দর্শক বলছে, বিটিভি 'সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স' থেকে 'বাতাবিলেবুর বাম্পার ফলন' তকমা পেয়েছে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দর্শক টানতে না পারার কারণ, সব সরকারই বিটিভিকে নিজেদের প্রচারযন্ত্র বানিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় এই গণমাধ্যমকে নতুন করে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বঙ্গভবনের সামনে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ, স্লোগান

রাত পৌনে দুইটায় বিক্ষোভকারীরা বঙ্গভবন এলাকা ছেড়ে যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর থেকে বঙ্গভবনের সামনের সড়কে বিক্ষোভ করছিলেন কয়েক শ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ রাত সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ বঙ্গভবনের সামনের ব্যারিকেড (প্রতিবন্ধক) ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাক্কাধাক্কি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিষয়টি সামাল দেন।

শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীদের কেউ বঙ্গভবনের গেটের কাছে যেতে পারেননি। তবে ব্যারিকেডের উল্টো পাশেই অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। এ সময় তাঁরা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা একাধিক ব্যানারে সেখানে অবস্থান করেন। বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মতো করে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের জন্য আলটিমেটাম (সময় বেঁধে দেওয়া) দেন। কেউ আধা ঘণ্টা, কেউ এক ঘণ্টা, কেউ ছয় ঘণ্টা, কেউবা ২৪ ঘণ্টার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

» রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আইন উপদেষ্টার বক্তব্যের সঙ্গে সরকার একমত পৃষ্ঠা ৪

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৫ দফা

১. বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধান বাতিল করে '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নতুন সংবিধান লিখতে হবে।

২. এই সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩. ফ্যাসিবাদের সংবিধানের দোসর রাষ্ট্রপতিকে (মো. সাহাবুদ্দিন) এই সপ্তাহের মধ্যে পদচ্যুত করতে হবে।

৪. অভ্যুত্থান ও জুলাই বিপ্লবের চেতনার আলোকে প্রক্লেমেশন অব রিপাবলিক ঘোষণা করতে হবে।

৫. ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। এই তিন নির্বাচনে যাঁরা সংসদ সদস্য ছিলেন, তাঁদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁরা যেন ২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক না হতে পারেন ও নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সে জন্য আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগ নিষিদ্ধসহ ৫ দাবি শিক্ষার্থীদের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'বিপ্লবী ছাত্র-জনতার গণজমায়েত' কর্মসূচিতে এ দাবি তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, ছাত্রলীগ নিষিদ্ধসহ পাঁচ দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমাবেশ। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'বিপ্লবী ছাত্র-জনতার গণজমায়েত' কর্মসূচি থেকে গতকাল মঙ্গলবার পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

দাবিগুলো হলো—১. যে সংবিধানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলবৎ রয়েছেন, সেই 'মুজিববাদী' বাহাত্তরের সংবিধানকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সেই সংবিধানের জায়গায় ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নতুন করে সংবিধান লিখতে হবে; ২. রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে এই সপ্তাহের মধ্যে পদচ্যুত করতে হবে; ৩. এই সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে; ৪. অভ্যুত্থান ও জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটের (চেতনা) আলোকে ২০২৪-পরবর্তী বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে 'প্রক্লেমেশন অব রিপাবলিক' ঘোষণা করতে হবে। এর ভিত্তিতে দেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের ও মতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে; ৫. ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। এই তিন নির্বাচনে যাঁরা সংসদ সদস্য ছিলেন, তাঁদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁরা যেন ২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক না হতে পারেন ও নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সে জন্য আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এই পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'এই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দফা বাস্তবায়ন না হলে আমরা রাস্তায় নেমে আসব।'

শুধু ঢাকা নয়, গতকাল বিভিন্ন জেলায় গণজমায়েত, বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ট্রাম্পের 'ট্রাইফ্যাক্টা' কি সম্ভব

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

হাসান ফেরদৌস
নিউইয়র্ক থেকে

ট্রাম্প ভোটে জিতলে তাঁর প্রভাবে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদও রিপাবলিকানদের কবজায় যেতে পারে, যা হবে ট্রাম্পের 'ট্রাইফ্যাক্টা'।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি মাত্র দুই সপ্তাহ। এখন পর্যন্ত জনমত জরিপে কোনো পরিষ্কার বিজয়ীর নাম উঠে আসেনি। সোমবার (২১ অক্টোবর) *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ অনুসারে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে সমর্থন ৪৭: ৪৭ শতাংশ। যে সাতটি অমীমাংসিত (ব্যাটলগ্রাউন্ড) অঙ্গরাজ্যের কথা আমরা বারবার বলেছি, সেখানেও অবস্থা কার্যত অপরিবর্তিত। একটি অঙ্গরাজ্যে এগিয়ে ট্রাম্প, চারটিতে এগিয়ে কমলা, একটিতে ফলাফল 'টাই', অর্থাৎ দুজনেই সমান-সমান; কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ব্যবধানের মাত্রা অতি সামান্য, চূড়ান্ত ফল যেকোনো দিকেই হেলে পড়তে পারে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের হিসাব এখনো পরিষ্কার না হলেও সিনেট নিয়ে তেমন কোনো ধোঁয়াশা নেই। খুব নাটকীয় কিছু না ঘটলে এবারের নির্বাচনে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে রিপাবলিকানদের হাতে। বর্তমানে ৫১-৪৯ আসনের ব্যবধানে নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছেন ডেমোক্র্যাটরা। তাঁদের মধ্যে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মধ্যপন্থী জো ম্যানশিন ভোটে দাঁড়াচ্ছেন না। ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত এই অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী জিম জাস্টিসের জয়ের সম্ভাবনা; জরিপকারীদের হিসাবে ৯৯ শতাংশ। বিপদের মুখে রয়েছেন মন্টানার ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর জন টেস্টার, তাঁর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান টিম শিহির জয়ের সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ।

উইসকনসিনে গত সোমবার নির্বাচনী প্রচারে কমলা হ্যারিস। ছবি : এএফপি

মিশিগান ও ওহাইওতেও সিনেট আসন হারাতে পারেন ডেমোক্র্যাটরা। মিশিগানে ডেমোক্র্যাটদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে কমলার ভাগ্যের সঙ্গে। এখানে মুসলিম ও আরব অসন্তোষের কারণে তিনি বিপদে আছেন। কমলার ভাগ্য বিপর্যয় হলে মিশিগানে ডেমোক্র্যাট সিনেট প্রার্থী এলিসা স্লটকিনের একই দশা হতে পারে। স্লটকিন নিজে বলেছেন, মিশিগানে তাঁর দল এই মুহূর্তে 'জলের নিচে'। ওহাইওর মধ্যপন্থী সিনেটর শ্যারড ব্রাউনের অবস্থাও তথৈবচ।

প্রেসিডেন্ট ও সিনেট নির্বাচনের ফলাফল প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের মোট ভোটের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে জনমতে যে দল বা দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী স্বস্তিকর ব্যবধানে এগিয়ে, কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই তাদের ভালো করার কথা। অর্থাৎ কমলা যদি জনমতে ৫ বা ৭ শতাংশে এগিয়ে থাকতেন, তাহলে মোটামুটি আস্থার সঙ্গে বলা যেত, তিনি জিতবেন এবং তাঁর জয়ের প্রভাবে সিনেটেও তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে।

একই কথা অবশ্য প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ে বলা যাবে না। এখানে ভোটের ফলাফল নির্ভর করবে স্থানীয় ভোটারদের সিদ্ধান্তের ওপর। একই অঙ্গরাজ্যের একাংশে ডেমোক্র্যাট, অন্য অংশে

ফ্লোরিডায় লাতিন সম্প্রদায়ের ভোটারদের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি : রয়টার্স

রিপাবলিকান প্রভাব থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। যেমন নিউইয়র্কে প্রতিনিধি পরিষদে মোট ২৬টি আসন রয়েছে, যার অধিকাংশ শহুরে ও মিশ্র বর্ণের এলাকা হওয়ায় সেখানে ডেমোক্রেটিক সমর্থন প্রায় নিরঙ্কুশ; কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যের গ্রামীণ, কৃষিপ্রধান অঞ্চলে পাঁচ-ছয়টি আসন রয়েছে, যেখানে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ রক্ষণশীল ও খ্রিষ্টীয় ভাবধারায় প্রভাবিত। ফলে তাঁদের ভোটে এসব আসনে রিপাবলিকানদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত সপ্তাহে আমি রিপাবলিকান প্রভাবাধীন হিসেবে বিবেচিত নিউইয়র্কের কয়েকটি কাউন্টিতে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। কোন দল বা প্রার্থী কেমন করছে তা বোঝার একটা উপায় হলো—কোন আঙিনায় কার নামফলক পোঁতা হয়েছে, তার হিসাব নেওয়া। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এমন এলাকা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

» মতামত : কমলা হ্যারিস কেন স্বাধীনতার পক্ষের প্রার্থী পৃষ্ঠা ৮
» প্রতিটি ভোটের জন্য ছুটতে হচ্ছে কমলা ও ট্রাম্পকে পৃষ্ঠা ১১

আজকের আবহাওয়া

রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৫ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ০০ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৬° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৭.৮° সেলসিয়াস

পঞ্চদশ সংশোধনী

রুলের ওপর শুনানি ৩০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুলের ওপর শুনানির জন্য ৩০ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত সোমবার শুনানির এ দিন নির্ধারণ করেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ সালে সংবিধানের ওই সংশোধনী আনা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি গত আগস্টে রিট করেন।

রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১৯ আগস্ট হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।

রিট আবেদনকারী পক্ষ রুল শুনানির জন্য বিষয়টি গত রোববার আদালতে উপস্থাপন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার রিটটি আদালতের কার্যতালিকায় ১০৭ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। আদালত রিটের পক্ষে আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম এবং রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান উপস্থিত ছিলেন।

রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম গতকাল মঙ্গলবার বলেন, আদালত রুল শুনানির জন্য ৩০ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন। রুলের জবাব এখনো হাতে আসেনি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আজারবাইজানের রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসেইনলির সাক্ষাৎ। গতকাল রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : পিআইডি

বাণিজ্য সম্পর্ক আরও নিবিড় করার ওপর গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশ-আজারবাইজান

আজারবাইজানের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসেইনলি গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বাসস, *ঢাকা*

আজারবাইজানকে ভালো বন্ধু উল্লেখ করে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশে আজারবাইজানের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এলচিন হুসেইনলি গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা আজারবাইজানের জনগণ, দেশটির নেতৃত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন।

এ সময় দুজন আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠেয় কপ-২৯ সম্মেলন; জ্বালানি, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা এবং দুই দেশের মধ্যে উড়োজাহাজ পরিষেবা চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা আজারবাইজানে অনুষ্ঠেয় কপ-২৯ সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অন্তত ৩২ হাজার মানুষ জলবায়ু অর্থায়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

রাষ্ট্রদূত হুসেইনলি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক আরও নিবিড় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ উন্মোচন এবং আরও বেশি ব্যবসার উপায় খোঁজার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

হুসেইনলি জানান, জুন মাসে বাকুতে দুই দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর পর্যায়ে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আজারবাইজান বাংলাদেশের সঙ্গে একটি উড়োজাহাজ পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে।

জামায়াতের নিবন্ধন

২৮৬ দিন বিলম্ব মার্জনা, আপিল পুনরুজ্জীবিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল পুনরুজ্জীবিত করে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ।

২৮৬ দিন দেরি মার্জনা করে আপিল পুনরুজ্জীবিত চেয়ে দলটির পক্ষ থেকে করা আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল ও লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) গত বছরের ১৯ নভেম্বর খারিজ করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। আপিলকারীর পক্ষে সেদিন কোনো আইনজীবী না থাকায় আপিল বিভাগ ওই আদেশ (ডিসমিসড ফর ডিফল্ট) দেন।

এরপর ২৮৬ দিন দেরি মার্জনা করে আপিল এবং ২৯৪ দিন দেরি মার্জনা করে লিভ টু আপিল পুনরুজ্জীবিত চেয়ে দলটির পক্ষ থেকে পৃথক আবেদন করা হয়। আবেদন দুটি গত ১ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে ওঠে। সেদিন চেম্বার আদালত আবেদন দুটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য ২১ অক্টোবর দিন রাখেন। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল আবেদন দুটি শুনানির জন্য ওঠে।

আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী এহসান এ সিদ্দিক, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

আদেশের পর আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, 'জামায়াতের আপিল শুনানির জন্য যে দিন ধার্য ছিল, সেদিন (গত বছরের ১৯ নভেম্বর) দেশব্যাপী হরতাল ছিল, যে কারণে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী হাজির হতে পারেননি। এ জন্য শুনানি মুলতবির দরখাস্তও দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও আপিল বিভাগ ডিসমিসড ফর ডিফল্ট হিসেবে আপিল খারিজ করে দেন।'

আপিল ও লিভ টু আপিল পুনরুজ্জীবিত চেয়ে করা আবেদন মঞ্জুরের বিষয়টি জানিয়ে শিশির মনির বলেন, 'একটি সার্টিফিকেট আপিল। এখানে সাংবিধানিক ইস্যু জড়িত থাকায় সরাসরি আপিল করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগই সার্টিফিকেট দিয়েছিল। অর্থাৎ লিভ টু আপিল না করে সরাসরি আপিল করা যাবে। হাইকোর্ট বিভাগ যেখানে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এ ধরনের মামলা শুনানি ছাড়া খারিজ করা যায় না। পরবর্তী সময়ে নিয়মিত লিভ টু আপিলও করা হয়। আপিল বিভাগ বিলম্ব মার্জনা করে আপিল ও লিভ টু আপিল পুনরুজ্জীবিত করে আদেশ দিয়েছেন।'

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বিএনপিসহ বড় দলগুলো

হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতির বক্তব্য

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্রের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে বিএনপিসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো খোলামেলা মন্তব্য করছে না। তারা হঠাৎ করে সৃষ্ট ঘটনার ওপর নজর রাখছে।

এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। আপাতত দলটি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে। বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের দুজন নেতার সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। তবে তাঁরা নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা কথা বলব না। এটা হয়তো টেকনিক্যাল রিজন (কৌশলগত কারণ) হতে পারে।'

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে। বঙ্গভবনের সামনেও বিক্ষোভ হয়েছে। রাতেও তা অব্যাহত ছিল।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের *প্রথম আলোকে* বলেন, এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রপতির আর পদে থাকা সমীচীন হবে না।

বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলতে চান না বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কাছে স্পর্শকাতর মনে হয়েছে। এ বিষয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কাছে 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করা, না করা' এই সময়ের মূল এজেন্ডা নয় মনে করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারিনি। তবে সাধারণভাবে বলতে পারি, এটা আমাদের কাছে প্রধান এজেন্ডা নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রধান এজেন্ডা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে একটা ভালো নির্বাচন দেওয়া।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে তাঁরা এখনো আলোচনা করেননি। আলোচনা না করে তিনি কিছু বলতে চান না।

বঙ্গভবনকেন্দ্রিক যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার মূলে রাষ্ট্রপতির উসকানিমূলক স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে বলে মনে করেন এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, এমনিতেই অবৈধ সরকারের বানানো পুতুল রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে পুরো ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার ক্ষোভ রয়েছে। তিনি একটা চরম স্পর্শকাতর সময়ে যে ইচ্ছাকৃত বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন, এখন তাঁর পদত্যাগই হলো সবচেয়ে উত্তম সমাধান।

অবশ্য গণ অধিকার পরিষদের একাংশের সভাপতি নুরুল হক মনে করেন, 'যেহেতু রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে, তাঁর ইন্টেগ্রেটি (সততা) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সে ক্ষেত্রে সরকারের উচিত রাজনৈতিক বা আন্দোলনকারী দলগুলোকে ডেকে দ্রুত আলোচনা করে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। কিন্তু উৎসুক জনতার একটা গ্রুপ গিয়ে ওখানে আন্দোলন করা, গেট ধাক্কাধাক্কি করা, এটা আমার কাছে উপযুক্ত কাজ মনে হয় না।'

নুরুল হক বলেন, এতে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে, যা সবার জন্য আরেকটা বিপদের কারণ হতে পারে। এখন সরকারকে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ছাত্রলীগ নিষিদ্ধসহ ৫ দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সোমবার এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। তার আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়।

১৯ অক্টোবর *দৈনিক মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, তিনি শুনেছেন, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। এই কথোপকথন পত্রিকাটির রাজনৈতিক ম্যাগাজিন *জনতার চোখ*-এ প্রকাশিত হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, রাষ্ট্রপতি মিথ্যাচার করেছেন। ওই দিন রাতেই কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

শহীদ মিনারে গণজমায়েত

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের দোসর রাষ্ট্রপতি চুপ্পুর (মো. সাহাবুদ্দিনের ডাকনাম) পদত্যাগের দাবিতে বিপ্লবী ছাত্র-জনতার গণজমায়েত' শিরোনামে কর্মসূচি ছিল গতকাল বিকেলে। এতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা ও জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক বক্তব্য দেন।

গণজমায়েতে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার ও ছাত্রলীগ ২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রাসঙ্গিক হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ১৭ জুলাই, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী-জঙ্গিরা নগ্নভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে। সারা দেশে তারা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। তখনই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এই জঙ্গি সংগঠন ও এই সংগঠনের 'মাদার' শেখ হাসিনার ঠাঁই এই বাংলায় হবে না।'

হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, 'আমরা জীবন বাজি রেখে রাস্তায় রক্ত দিয়ে সেটি নিশ্চিত করেছি। এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা নিশ্চিত করতে চাই, ছাত্রলীগ-যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও মুজিববাদী চেতনার সব সাংস্কৃতিক সংগঠন, মিডিয়া সংগঠন, মুজিববাদী মিডিয়া ও সংস্কৃতি, মুজিববাদী সংবিধান, মুজিববাদী জীবনাচারণ এই বাংলার মাটি থেকে স্থায়ীভাবে উৎখাত হয়ে যাবে।'

বিপ্লব এখনো শেষ হয়নি উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, '৫ আগস্ট আমরা মাফিয়া শেখ হাসিনাকে উৎখাত করেছি। কিন্তু এখনো আমরা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি করতে পারিনি। অনেক রাজনৈতিক দল ১৬ বছর ধরে নির্যাতিত-নিগৃহীত ও নিপীড়িত হয়েছে। আমরা বিএনপি, জামায়াতকে নিগৃহীত-নির্যাতিত হতে দেখেছি। আমার ছাত্রদলের ভাইয়েরা ক্যাম্পাসে আসতে পারেননি। তাঁদের পশুর মতো রাস্তায় ফেলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পেটাত। শিবিরকে হত্যা করা জায়েজ করে ফেলা হয়েছিল।'

হাসনাত আরও বলেন, 'সারা দেশে ও ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক দলগুলো আছে—বিএনপি, জামায়াত, ডানপন্থী, বামপন্থী, উভয়পন্থী, যে মতাদর্শেরই হোক না কেন, যারা বাংলাদেশের প্রশ্নে আপসহীন, ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য যাঁরা রাজনীতি করেন, যত দিন না তাঁদের সুস্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারছি, তত দিন পর্যন্ত আমাদের বিপ্লব শেষ হয়ে হবে না।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেন, দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর খুনি হাসিনা ও তাঁর কোনো দোসর গর্ত থেকে বের হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে ছাত্র-জনতা আবার ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামবে। তিনি বলেন, 'চুপ্পুসহ ফ্যাসিবাদের সব দোসরকে একটি কথা বলে দিতে চাই, ফ্যাসিস্টদের উৎপাত দেখা গেলে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবে।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েত কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'সব সমস্যার মূল কারিগর ফ্যাসিস্ট বাকশালি সংবিধান বাতিল করে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসে একটি 'প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্স' ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি।'

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করাসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে তা এ মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের সময় বেঁধে দেন।

গণজমায়েতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার, লুৎফর রহমান, আশরেফা খাতুন, রিফাত রশীদ, আবদুল হান্নান মাসউদ, আরিফ সোহেল, প্রমুখ বক্তৃতা দেন। শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়।

শাহবাগে বিকেলে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। বিজয়নগরে বিক্ষোভ করেছে এবি পার্টির যুব সংগঠন এবি যুবপার্টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল রাতে রাষ্ট্রপতির কুশপুত্তলিকা দাহ করেন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।

জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল বিকেল পৌনে পাঁচটায় নগরের ষোলশহরের রেলওয়ে স্টেশনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ না করলে 'আলটিমেটাম' ছাড়াই বঙ্গভবন ঘেরাও করার হুমকি দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও (চুয়েট)। একই দাবিতে খুলনায় গণজমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে তাঁর নিজ জেলা পাবনায় মশালমিছিল হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে এই কর্মসূচি থেকে রাষ্ট্রপতিকে ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ এবং ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধের দাবি জানানো হয়।

গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে শহরের সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের প্রধান ফটকে জমায়েত হন শিক্ষার্থীরা। এরপর তাঁরা মশাল হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে গতকাল কক্সবাজারে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলায়।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে টাঙ্গাইলে মশালমিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, মেহেরপুর, নড়াইল ও ঝিনাইদহ থেকেও বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।

বিক্ষোভকারীদের সরাতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। গতকাল রাতে বঙ্গভবন এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

পুলিশের গাড়িতে বিক্ষোভকারীদের হামলা। গতকাল রাতে বঙ্গভবনের কাছে। ছবি : প্রথম আলো

বঙ্গভবনের সামনে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ, স্লোগান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সময় বেঁধে দেওয়ায় সেখানকার পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গত রাত সাড়ে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এ অবস্থা চলে। উল্লেখ্য, বঙ্গভবন একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও বাসভবন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাত সাড়ে ১০টার পর দুই দফায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চারজন প্রতিনিধি বঙ্গভবনের সামনে যান। বিক্ষোভকারীদের দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে পদচ্যুত করা হবে, এমন প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিক্ষোভকারীদের বড় একটি অংশ গত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গভবন এলাকা ছেড়ে যায়। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ বঙ্গভবনের সামনের সড়কে অবস্থান করছিল। রাত পৌনে দুইটার দিকে তাঁরা বঙ্গভবন এলাকা ছেড়ে যান।

বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে বঙ্গভবনের সামনে থেকে সরিয়ে নিতে গত রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রথমে সেখানে যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল ও মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসউদ (গত রাতে কমিটি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন)। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে রাত ১১টার দিকে সড়কের রাখা লোহার প্রতিবন্ধকের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন আব্দুল হান্নান। তিনি বলেন, বঙ্গভবনের সামনের পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। এমন পরিস্থিতি থাকলে সুবিধাবাদীরা সুযোগ নেবে। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শপথ ভঙ্গ করেছেন। তিনি পদে থাকতে পারবেন না। তাঁকে চলে যেতে হবে। সুতরাং বঙ্গভবনের সামনে আর অবস্থান করার কিছু নেই। যাঁরা এখানে থাকবেন, তাঁদের নিজ দায়িত্বে থাকতে হবে।

আব্দুল হান্নান ও আরিফ সোহেলের সঙ্গে কিছু বিক্ষোভকারী চলে যান। তবে বিক্ষোভকারীদের বড় অংশই তখনো সেখানে অবস্থান করছিল। এমন পরিস্থিতিতে রাত সোয়া ১১টার দিকে বঙ্গভবনের সামনে আসেন যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের' সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। দুজনই বঙ্গভবনের সামনের সড়কে লোহার প্রতিবন্ধকের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন।

প্রথমে বক্তব্য দেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত হওয়ার আগে যদি এই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রপতিহীন করে ফেলা হয়, তাহলে বিদেশি শক্তিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তা হতে দেওয়া যাবে না। তাই আগামী দুই দিন বুধ ও বৃহস্পতিবার সবার সঙ্গে পরামর্শ করে এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি করা হবে, যাঁকে নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকবে না। তারপর মো. সাহাবুদ্দিনকে পদচ্যুত করা হবে।

এ সময় বিক্ষোভকারীদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। পরে বক্তব্য দেন সারজিস আলম। তিনি বলেন, পদত্যাগের জন্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে বুধ ও বৃহস্পতি, এই দুই দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ না করলে ছাত্র-জনতা এক হয়ে আবার আন্দোলনে নামবে। তিনিও বিক্ষোভকারীদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

হাসনাত ও সারজিসের বক্তব্যের পর বিক্ষোভকারীদের বড় অংশই চলে যায়। রাত পৌনে দুইটার দিকে বাকিরাও বঙ্গভবন এলাকা ছেড়ে যান।

বিক্ষোভ দুপুর থেকে

গতকাল দুপুর থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে বঙ্গভবনের সামনের সড়কে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। এর মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে একদল ছাত্র এবং রক্তিম জুলাই '২৪-এর ব্যানারে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরা অবস্থান নেন। এ ছাড়া ৩৬ জুলাই পরিষদ, জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ পরিষদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার মঞ্চ, ছাত্র-জনতার ঐক্য মঞ্চ ও গণ অধিকার পরিষদের (ফারুক) ব্যানারেও অনেকে বঙ্গভবনের সামনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিক্ষোভ-স্লোগানের এক পর্যায়ে রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে হঠাৎ বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ বঙ্গভবনের বাইরের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাধা দেন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেডের বাইরে থাকা পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার চেষ্টা করেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে রাত ৮টা ২৫ মিনিটের দিকে পুলিশ একটি সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও সাউন্ড গ্রেনেডের আঘাতে আহত হন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজন শিক্ষার্থী।

সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ার পর বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা পুলিশের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তখন সেনাবাহিনীর সহায়তায় পুলিশ সদস্যদের ব্যারিকেডের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বঙ্গভবনের ব্যারিকেডের বাইরের সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

পরে রাত ৮টা ৪০ মিনিটের দিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একজন হ্যান্ডমাইক নিয়ে বিক্ষোভকারীদের চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান। তবে বিক্ষোভকারীরা বঙ্গভবনের সামনে থেকে সরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁদের কেউ কেউ রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের জন্য সময় বেঁধে দিয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। কেউ আধা ঘণ্টা, কেউ এক ঘণ্টা, আবার কেউ ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে আলটিমেটাম দিচ্ছিলেন। এর মধ্যেই বঙ্গভবনের বাইরে সড়কে রাখা লোহার প্রতিবন্ধকের ওপর এক তরুণীসহ কয়েকজন উঠে পড়েন এবং হ্যান্ডমাইকে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের জন্য আলটিমেটাম ঘোষণা করছিলেন।

পুলিশের ওপর হামলা

রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে অন্তত ৫০ জন পুলিশ সদস্য রাজউক ভবনের উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে বঙ্গভবন-সংলগ্ন গুলিস্তানের দিকে এগোচ্ছিলেন। এ সময় বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ পুলিশ সদস্যদের ধাওয়া দেয় এবং হামলা করে। বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে পেটানো হয়। অতর্কিত আক্রমণের মুখে পুলিশ সদস্যরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এর কিছুক্ষণ পর বঙ্গভবনের কাছে পুলিশের একটি গাড়িতেও হামলা চালানো হয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকেন। তবে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

এক দফা এক দাবি

এর আগে গতকাল দুপুরের দিকে রাজউক ভবন পেরিয়ে বঙ্গভবনে যাওয়ার সড়কের মুখে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নেন। তাঁরা বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গুলিস্তানমুখী সড়কের এক পাশ বন্ধ করে দেন। রাত আটটার দিকে দুই পাশের সড়কই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বঙ্গভবনের আশপাশ এলাকায় যানজট তৈরি হয়।

বিকেলে বঙ্গভবনের সামনে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্টের মাধ্যমে বঙ্গভবনের সামনে আসার জন্য আহ্বান জানান। সন্ধ্যায় বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে আরও লোক বঙ্গভবনের সামনে জড়ো হন। সন্ধ্যার দিকে বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা ছিল কয়েক শ। তাঁরা স্লোগান দেন, 'এক দফা এক দাবি, চুপ্পু তুই কবে যাবি'।

বিক্ষোভকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শপথ ভঙ্গ করেছেন। এখন তিনি রাষ্ট্রপতির পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন।

'রক্তিম জুলাই-২৪'-এর ব্যানারে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের কয়েকজন বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নেন। তাঁদের একজন সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ এমদাদ। তিনি গতকাল রাত আটটার দিকে *প্রথম আলোকে* বলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগের আড়াই মাস পর এসে রাষ্ট্রপতি বলছেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এমন মন্তব্য করে তিনি নৈতিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। এমন মন্তব্যের একমাত্র সমাধান হচ্ছে সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ। তিনি পদত্যাগ করলেই রাজপথ থেকে তাঁরা সরে যাবেন। তা না হলে রাজপথ ছাড়বেন না।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন ছাত্র-জনতার ঐক্যমঞ্চের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের একজন আরিফুল ইসলাম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন শেখ হাসিনার দোসর। শেখ হাসিনা যাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, সেই স্বপ্ন থেকে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাওয়া যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ না করবেন, ততক্ষণ তাঁরা রাজপথ ছাড়বেন না।

এর আগে গতকাল বিকেলে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ইনকিলাব মঞ্চ। পরে সেখান থেকে মঞ্চের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের সামনে আসেন। দেড় ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন শেষে সন্ধ্যায় চলে যান তাঁরা।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের তিনজন উপদেষ্টা বুধবার (আজ) বিকেলে তাঁদের সঙ্গে বসবেন। এমন আশ্বাস পেয়ে তাঁরা বঙ্গভবনের সামনে থেকে চলে যাচ্ছেন। ওই উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে তাঁরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

রাজনৈতিক ঐকমত্য থাকলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবিধান অনুসারে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন (অপসারণ) করা যায়। কিন্তু বর্তমানে কোনো সংসদ বহাল নেই। তাই সংবিধান অনুসারে তাঁকে অভিশংসন করার কোনো সুযোগ নেই।

রাষ্ট্রপতি যদি তাঁর শপথ ভঙ্গ করেন বা তাঁর পদের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে তিনি নিজে থেকেও পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সেটাও না করেন, তাহলে কী হবে?

মনে রাখতে হবে, বর্তমানে দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। একটি গণ-অভ্যুত্থান যখন সফল হয়, তখন সেটা নিজেই তার বৈধতা সৃষ্টি করে। সংবিধান, প্রচলিত রীতিনীতি বা আইনকানুন তখন অকেজো এবং অকার্যকর হয়ে যায়।

এ রকম অবস্থায় পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা বিদ্যমান সংবিধানকে পুরোপুরি বা আংশিক গ্রহণ বা বর্জনও করতে পারেন। সে পদ্ধতি অনুসারেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সৃষ্টি এবং কার্যকর হয়েছে।

একই কথা রাষ্ট্রপতির অপসারণ বা পদত্যাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি যদি নিজে থেকে পদত্যাগ না করেন, তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রপতিকে অব্যাহতি দিয়ে আদেশ জারি করতে পারে।

রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগের আদেশ দেওয়ার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে কি না, সেটি একটি বিবেচনার বিষয়। এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো, পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের এই আদেশকে বৈধতা দিতে হবে। শুধু রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ নয়, একইভাবে সরকারের সব কাজেরই পরবর্তী সংসদ কর্তৃক বৈধতা দানের প্রয়োজন পড়বে বলে আমি মনে করি।

এ কারণে সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে এবং রাজনৈতিক ঐকমত্যের প্রয়োজন হবে। রাজনৈতিক ঐক্যমত থাকলে সংবিধান বা আইন কখনো কোনো কাজে অন্তরায় বা বাধা হতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাসেও এ রকম ঘটনার উদাহরণ রয়েছে। সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী সেভাবেই হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের দুজন উপদেষ্টা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, আসিফ নজরুল যে বক্তব্য দিয়েছেন, সরকারের অবস্থানও এমনই। আসলে সরকারের উপদেষ্টাদের মত হচ্ছে—আসিফ নজরুলের বক্তব্যের পর রাষ্ট্রপতির নিজে থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সেটা না হলে উপদেষ্টা পরিষদের আগামীকালের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তখন সব দিক বিবেচনা করে সরকারের করণীয় ঠিক করা হবে।

এদিকে সরকারের অন্য একটি সূত্র জানায়, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম গতকাল দুপুরে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রপতির অপসারণের বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হতে পারে বলে ধারণা করছেন কেউ কেউ।

সরকারের একাধিক উপদেষ্টা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়া হবে কি না—বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিকভাবে বহুবার আলোচনা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়া হবে কিংবা হবে না—এমন সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কোনো কোনো উপদেষ্টা এসব আলোচনায় মত দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতিকে রেখে দিলে যেকোনো সময় অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারেন। আবার কারও কারও মত ছিল, সংসদ না থাকায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের একমাত্র পথ হচ্ছে পদত্যাগ। আর পদত্যাগ করলে সংসদের স্পিকার দায়িত্ব নেবেন—এমনটা সংবিধানে আছে। কিন্তু স্পিকারও পদত্যাগ করেছেন। ফলে রাষ্ট্রপতিকে সরানোর চেয়ে সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকেই সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সরকারকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

উপদেষ্টা পরিষদের একজন দায়িত্বশীল সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতি নিজে থেকে পদত্যাগ করবেন কি না, এটা একটা বড় প্রশ্ন। সরকার থেকে পদত্যাগে চাপ দেওয়া যেতে পারে। তবে তা অতীতে বিভিন্ন বাহিনীর মাধ্যমে হয়েছে। এখন ছাত্ররা রাজপথে নামার ফলেও চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রপতির বিদায়ের সুস্পষ্ট পথ তৈরি হলো বলে মনে হচ্ছে।

গতকাল সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বার্তা এখনো পাওয়া যায়নি। ছাত্রদের বিক্ষোভ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতিও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেননি।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্রের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটাকে অনেকেই মনে করছেন বিশ্বাসঘাতকতা। কারও মতে, এটা শপথ ভঙ্গের শামিল। এ জন্য মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তবে সরকার এখনো এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করেনি বলে জানান তিনি। এই উপদেষ্টা বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভ হচ্ছে। এর ফলে সরকারের অবস্থান কী হবে, সেটা উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হতে পারে। এরপরই সরকারের অবস্থান প্রকাশ করা হবে।

> আওয়ামী শক্তিকে দেশ থেকে স্থায়ীভাবে উৎখাত করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

হাসনাত আবদুল্লাহ, আহ্বায়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন; গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক কর্মসূচিতে

গুলশান লেকের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

রাজধানী

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অবৈধ টিন ও জালের বেড়া সরিয়ে লেকটি দখলমুক্ত করা হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজধানীর গুলশান লেকের দখলদারকে উচ্ছেদ করেছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। টিন-জালের অবৈধ বেড়া ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওই স্থাপনার পাশের নার্সারিও সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গুলশান-মহাখালী পথে এ কে খন্দকার বীর উত্তম সড়কের কালভার্টের কাছেই অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছিলেন সৈয়দ আহম্মেদ নামের এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি, ১৬ দশমিক ৫০ শতাংশ জমির মালিক তিনি। এ নিয়ে গত সোমবার *প্রথম আলোতে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ওই স্থানে গিয়ে দেখা যায়, কিছু শ্রমিক টিনের ঘর, বেড়া ভেঙে দিয়েছেন। লেক থেকে বাঁশের খুঁটি ও জাল তোলার কাজ করছেন। তখন পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল বিকেলে রাজউক অঞ্চল-৪-এর পরিচালক মো. কামরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই জায়গা নিয়ে আদালতে একটি মামলা ছিল। মামলায় রাজউককে বিবাদী করে একটি স্থগিতাদেশ জারি ছিল। আজকের (মঙ্গলবার) শুনানিতে ওই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরপর বেলা একটার দিকে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে অবৈধ টিন ও জালের বেড়া সরিয়ে লেকটি দখলমুক্ত করা হয়েছে। এই সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

এই অবৈধ স্থাপনার পাশেই সম্প্রতি 'নতুন বাংলাদেশ' নামের একটি নার্সারি গড়ে তুলেছিলেন কিছু ব্যক্তি। ওই নার্সারির মালিকেরা ২০ অক্টোবর *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, গুলশান সোসাইটির মৌখিক অনুমতি নিয়ে তাঁরা নার্সারি গড়ে তুলেছেন। ২১ অক্টোবর গুলশান সোসাইটি লিখিতভাবে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে, এটা মিথ্যা। তারা কোনো অনুমতি দেয়নি। গতকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে নার্সারির সব গাছ সরিয়ে জায়গা ফাঁকা করার নির্দেশ দিয়েছে রাজউক।

এ কে খন্দকার বীর উত্তম সড়কের কালভার্টের কাছেই গুলশান লেকে গড়ে তোলা হয়েছিল অবৈধ স্থাপনা। অবৈধভাবে দেওয়া টিনের বেড়া ও জাল দিয়ে ঘেরা অংশ ভেঙে দিয়েছে রাজউক। গতকাল দুপুরে গুলশান-১ এলাকায়। ছবি : শিশির মোড়ল

সংক্ষেপে

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৫৭ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন ১৫৭ বাংলাদেশি নাগরিক। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফেরেন তাঁরা। ফিরে আসা বাংলাদেশিদের ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) কর্মকর্তারা। লিবিয়ার মিসরাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে ইচ্ছুক ১৫৭ বাংলাদেশিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রিপোলির বাংলাদেশ দূতাবাস ও আইওএমের সহযোগিতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ফিরে আসা বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই লিবিয়ায় বিভিন্ন সময় অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আইওএমের পক্ষ থেকে লিবিয়া থেকে ফেরা প্রত্যেককে ছয় হাজার টাকা ও কিছু খাবার উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। তাঁদের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে অস্থায়ী আবাসের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।
ইউএনবি, *ঢাকা*

মালামাল লুটের সময় ছাত্রদল নেতা আটক

নেত্রকোনায় চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় সহযোগীসহ ছাত্রদলের এক নেতাকে আটক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে শহরের অজহর রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে সেনাবাহিনী। ছাত্রদলের আটক নেতার নাম রফিক খান মিলকী ওরফে ঝুনু (৩৫)। তিনি নেত্রকোনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক। তাঁর সহযোগীর নাম সমীরণ তালুকদার (৩২)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল ভোরে রফিক খানের নেতৃত্বে ছয়-সাতজন যুবক একজন ট্রাকচালক ও চালকের সহযোগীকে জিম্মি করে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে যুবকেরা চালক ও তাঁর সহযোগীকে আটকে রেখে ট্রাক থেকে গুড়, পেঁয়াজ, রসুনসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যান। এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে নেত্রকোনা অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের একটি টহল দল ঘটনাস্থল থেকে রফিক খান ও তাঁর সহযোগী সমীরণ তালুকদারকে আটক করে। নেত্রকোনা মডেল থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, এ বিষয়ে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
প্রতিনিধি, *নেত্রকোনা*

ভ্রমর

তিল ফুলে মধুর খোঁজে ভ্রমর। গতকাল বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চর বাটিয়ায়। ছবি : সোয়েল রানা

১৮ কোটি টাকার গেমিং প্ল্যাটফর্ম ২ বছরেই বন্ধ

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ

প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে ওয়েব পোর্টালেই ছয় গুণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। শেখ হাসিনার জন্মদিনে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটির উদ্বোধন করা হয়।

- গল্প ও গেমের বিষয়বস্তু ছিল শেখ হাসিনার জীবনাদর্শ, কর্মকাণ্ড ও ডিজিটাল বাংলাদেশ।
- দরপত্রে অংশ নিয়ে দুটি কাজই পায় গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

শিশু-কিশোরদের জন্য 'হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' নামের গেমিং প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছিল ১৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে। অথচ দুই বছরের মধ্যেই ইন্টারনেট থেকে উধাও হয়ে গেছে সেটি। সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বলছেন, প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে শুধু ওয়েব পোর্টালের জন্যই ছয় গুণের বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

ওয়েব পোর্টাল ও সেই সঙ্গে ১২টি ইন্টারঅ্যাকটিভ গেমিং অ্যাপ্লিকেশনের সমন্বয়ে প্ল্যাটফর্মটি তৈরিতে পৃথক দরপত্র আহ্বান করেছিল তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ। ২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ গেমিং প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়েছিল।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল গেমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন (২য় সংশোধন)' প্রকল্পের আওতায় 'হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' (১২টি গেম) শিরোনামে একটি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল ২০২১ সালের ৩ মার্চ। চার মাসের মধ্যে একই বছরের ২৬ জুলাই 'ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া)' প্রকল্প থেকে প্ল্যাটফর্মটির জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরিতে আরেকটি দরপত্র আহ্বান করা হয়। আবেদনকারীদের জন্য দুটি দরপত্রের বর্ণনা ছিল হুবহু একই।

ওই দরপত্রে অংশ নিয়ে দুটি কাজই পায় গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান। ১২টি গেমিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ১১ কোটি ৯০ লাখ টাকা ও ওয়েব পোর্টাল তৈরিতে ৬ কোটি ৪৫ টাকা ব্যয় ধরা হয়। ২০ শতাংশ ব্যবস্থাপনা বাবদ খরচ ছাড়া বাকি অর্থ প্রতিষ্ঠানটিকে পরিশোধ করা হয়েছে।

প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ কেন, তা জানতে চাইলে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল গেমস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, 'সম্ভবত (রাজনৈতিক) পরিস্থিতির কারণে ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দিয়েছে তারা (গোল্ডেন হারভেস্ট ইনফোটেক)।'

ওয়েবসাইট ডিজাইন ও গেম তৈরির সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি বলছেন, সাধারণ মানের ওয়েব পোর্টাল ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকায় তৈরি হয়। মাঝারি মানের হলে প্রাথমিক সেটআপে খরচ এক লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অতি উন্নত মানের হলে ২৭ শতাংশ কর ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ধরে ওয়েব পোর্টাল ১০ থেকে ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে হতে পারে। ব্র্যান্ড ভ্যালু রয়েছে—এমন প্রতিষ্ঠান কাজটি করলে সে ক্ষেত্রে বেশি দাম ধরেও ওয়েব পোর্টালের খরচ এক কোটি টাকার বেশি হতে পারে না। অর্থাৎ হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের শুধু ওয়েব পোর্টাল তৈরিতেই কমপক্ষে ছয় গুণ বেশি খরচ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আইডিয়া প্রকল্পের পরামর্শক মোমিনুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, যেহেতু এটা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নামে ছিল, তাই এটি বেশ উন্নত মানের ও অনেক ফিচারসমৃদ্ধ ছিল। এটা সাধারণ ওয়েব পোর্টাল ছিল না। সাধারণ ওয়েব পোর্টাল অনেক কম টাকায় করা যায়।

একই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ শেষ হলে তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ ধরা হয়েছিল, সেটা সম্পর্কে তাঁর জানা নেই।

এদিকে পুরো প্ল্যাটফর্ম বাবদ যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সেটিও খুবই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন সফটিমাইজ নামে একটি সফটওয়্যার সলিউশন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আসিফ উল ইসলাম। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, উন্নত ওয়েব পোর্টাল ও ১২টি (৩২টি গল্প) গেমিং অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাকটিভ প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে খুব বেশি হলেও ১ কোটি ২১ লাখ টাকার বেশি খরচ হতে পারে না।

তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের তথ্য অনুসারে, www.hasinaandfriends.gov.bd পারস্পরিক যোগাযোগের এ গেমিং প্ল্যাটফর্ম বাংলা ভাষায় প্রথম ছিল। এতে ইংরেজি ভাষাও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ৬ থেকে ১৬ বছরের শিশু-কিশোরদের ইন্টারঅ্যাকটিভ গল্প ও গেমের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানানো।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য ইন্টারঅ্যাকটিভ গেমিং প্ল্যাটফর্ম জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সংযোগ নিয়ে দেশে যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছিল, তা তথ্য বা ধারণা প্রচারের জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এটি তৈরিতে রাষ্ট্রের অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাই প্ল্যাটফর্মটি বন্ধ না করে, বরং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যেতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেটি করা উচিত।

ব্যারিস্টার সুমনের ৫ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হকের (ব্যারিস্টার সুমন) পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রাজধানীর মিরপুর থানায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় গতকাল মঙ্গলবার তাঁর এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার সিএমএম আদালত।

গতকাল সকালে কড়া নিরাপত্তায় ব্যারিস্টার সুমনকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে তাঁকে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ।

এর আগে গত সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর মিরপুর ৬ নম্বর এলাকা থেকে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ডেঙ্গুতে আরও ৭ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে ডেঙ্গুতে ৯৪ জনের মৃত্যু হলো। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২৫৭ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া সাতজনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে দুজন ও খুলনা বিভাগের (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুজন রয়েছেন। বাকি তিনজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ছাড়া ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগে মারা যান।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১৩৯ জন নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা বিভাগের মানুষ, ২৫৫ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই থেকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। জুলাইয়ে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। আগস্টে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়, যার পরিমাণ ৬ হাজার ৫২১। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭। চলতি মাসে এরই মধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ১২২।

আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জন। গত সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫২ হাজার ৫৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

সেন্ট মার্টিন চার মাস সীমিত থাকবে পর্যটকদের জন্য

উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে চার মাস পর্যটকদের যাতায়াত ও অবস্থান সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে নভেম্বরে পর্যটকেরা যেতে পারলেও রাত যাপন করতে পারবেন না। আর ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে যেতে পারবেন, থাকতেও পারবেন। তবে এ সময় দিনে ২ হাজারের বেশি পর্যটক দ্বীপে যেতে পারবেন না। আর ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো পর্যটক সেন্ট মার্টিনে যেতে পারবেন না।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর। এ সময় আরেক উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেন্ট মার্টিনে পর্যটক সীমিত করা হবে। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সীমিত থাকবে। দ্বীপ পরিবেশবান্ধব করার জন্য এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাসস জানায়, এক প্রশ্নের জবাবে অপূর্ব জাহাঙ্গীর জানান, বছরের অন্যান্য মাসের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। মূলত এ সময়ে পর্যটকদের চাপ অনেক বেশি থাকে, সে জন্য এই চার মাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উপ-প্রেস সচিব বলেন, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং এই দ্বীপের প্রবালগুলো রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে পর্যটকদের অতিরিক্ত চাপে এটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সরকার সেন্ট মার্টিনে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে। পরিবেশগত উদ্বেগের কারণে সরকার এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আশা সড়ক পরিবহন উপদেষ্টার

আগামী প্রজন্ম নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে ব্যর্থ হবে না

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ফাওজুল কবির

অন্তর্বর্তী সরকার জাতিকে নিরাশ করবে না বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা ব্যর্থ হলেও আগামী প্রজন্ম নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে ব্যর্থ হবে না।

'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৪' উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

ফাওজুল কবির বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যখন একটি স্বৈরাচারী সরকার ছিল, তখন তিনি অন্তত মনে করেছিলেন, এর শেষ দেখে যেতে পারবেন না; কিন্তু জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে, স্বৈরাচারেরও পতন সম্ভব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ব্যর্থ হলেও আমাদের আগামী প্রজন্ম নিরাপদ সড়ক উপহার দিতে ব্যর্থ হবে না।'

এ সময় ফওজুল কবির বলেন, 'আমরা জাতি হিসেবে একটি সন্ধিক্ষণে আছি। সন্ধিক্ষণ বলার কারণ হচ্ছে, একটি সময় থেকে অন্য আরেকটি সময়ে উত্তরণের বেগে আছি। আমরা মনে করি, আমাদের প্রজন্ম অনেক কিছুতে ব্যর্থ হয়েছে। এর বড় দৃষ্টান্ত সড়কের ন্যূনতম নিরাপত্তাব্যবস্থা করতে না পারা; কিন্তু ২০১৮ সালে আমাদের ছাত্ররাই তাঁদের আত্মদানের মাধ্যমে ও সড়ক নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়ে দিয়েছে, আসলে কাজটা কীভাবে করা উচিত।'

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা যে কিছু করিনি বা করতে চেষ্টা করছি না, এমন নয়। আমরা প্রথম যে পরিবর্তনটা করতে চাইছি, সড়কের দুর্ঘটনা এখন আর আমাদের কাছে কোনো পরিসংখ্যান নয়। আমরা এটিকে এখন আর পরিসংখ্যান হিসেবে দেখছি না। আমরা এটাকে একটি মানবিক বিষয় হিসেবে দেখছি। আমরা দেখছি যে সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তি কারও সন্তান, কারও বাবা, কারও ভাই। এর মাধ্যমে একটি সম্ভাবনারও মৃত্যু হয়।'

'সমন্বয়ক' পদবি থাকছে না, ৪ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

অভ্যুত্থান সফল করতে ভূমিকা রাখা 'যোগ্য ও উপযুক্ত' ব্যক্তিদের সংগঠিত করে কমিটি শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ করা হবে।

হাসনাত আবদুল্লাহ

আরিফ সোহেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চার সদস্যের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর মধ্য দিয়ে সারা দেশে তাদের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। এর ফলে অবসান হতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত 'সমন্বয়ক' পদবির।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চার সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন সমন্বয়ক সারজিস আলম। কমিটিতে হাসনাত আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক, আরিফ সোহেলকে সদস্যসচিব, আবদুল হান্নান মাসউদকে মুখ্য সংগঠক ও উমামা ফাতেমাকে মুখপাত্র করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে গত ১ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলন পরিচালনায় গত ৮ জুলাই ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে ৩ আগস্ট তা বাড়িয়ে ১৫৮ সদস্যের করা হয়। ৫ আগস্টের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমন্বয়ক পরিচয়ে অনেকে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়ান—এমন খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

অভ্যুত্থান সফল করতে ভূমিকা রাখা 'যোগ্য ও উপযুক্ত' মানুষদের সংগঠিত করে এই কমিটি শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ করা হবে বলে জানান সারজিস। তিনি বলেন, 'অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধরে রেখে সামনের দিনে সুসংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সব ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিহত করতে হলে এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আমাদের কাঠামো প্রয়োজন।'

নতুন আহ্বায়ক কমিটির বিষয়ে সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'সমন্বয়ক টিমের ১৫৮ জনের মতামতের ভিত্তিতে এই কমিটি করা হয়েছে। তাঁদের কাজ পুরো দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করা এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন। এই চারজনের নেতৃত্বে ও বাকিদের সহযোগিতায় আন্দোলন পরিচালিত হবে। আমাদের কমিটিতে জেন-জিরা অগ্রাধিকার পাবে।'

১ জুলাই যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়, তখন নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল কোটা আন্দোলন শেষ হওয়ামাত্র এই ব্যানার অকার্যকর হয়ে যাবে। বিষয়টি উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে সমন্বয়ক আবদুল কাদের বলেন, কিন্তু আন্দোলন শুধু কোটা সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই ব্যানার ফ্যাসিবাদের পতন ত্বরান্বিত করে। দেশের মানুষ মনে করে, এই ব্যানারের কার্যক্রম এখানে স্থগিত হওয়ার সুযোগ নেই।

চার সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার ফলে ১৫৮ সদস্যের সমন্বয়ক টিম অকার্যকর হয়ে গেছে বলে রাতে *প্রথম আলো*কে জানান অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল কাদের। তিনি বলেন, সমন্বয়ক পদবির অবসান ঘটল। তবে অন্যান্য ইউনিটে যে টিমগুলো আছে, সেগুলো এখনো বহাল আছে। সেখানেও ধীরে ধীরে আহ্বায়ক কমিটি করা হবে।

আহ্বায়ক-সদস্যসচিবের দুই অগ্রাধিকার

কমিটি ঘোষণার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আমার দায়িত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার পাবে অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংগঠিত ও পুনর্গঠিত করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাঁদের যথাযথ স্থান নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কাজ থাকবে, মুজিববাদী অপশক্তিকে বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটনে লড়াই জারি রাখা। সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও জেন-জিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আমি কাজ করব।'

সদস্যসচিব আরিফ সোহেল বলেন, 'আমার অন্যতম কর্তব্য হবে, দেশের আনাচকানাচে অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিকে সুসংগঠিত করা। মুজিববাদী ফ্যাসিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও ইনক্লুসিভ (অংশগ্রহণমূলক) আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাওয়া। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোতে জবাবদিহি নিশ্চিত করা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যও আমরা কাজ করব।'

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটির মুখ্য সংগঠক ও মুখপাত্রও বক্তব্য দেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আইন উপদেষ্টার বক্তব্যের সঙ্গে সরকার একমত

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্রের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বক্তব্যকে 'মিথ্যাচার' এবং 'শপথ লঙ্ঘনের শামিল' বলে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে সরকার একমত পোষণ করে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর এ কথাগুলো বলেন। এ সময় আরেক উপ-প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আড়াই মাসের মাথায় ১৯ অক্টোবর *দৈনিক মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপকালে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, তিনি শুনেছেন, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। এই কথোপকথন পত্রিকাটির রাজনৈতিক ম্যাগাজিন 'জনতার চোখ'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিষয়ে গত সোমবার সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি, এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, তিনি নিজেই ৫ আগস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পেছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন।'

আইন উপদেষ্টা আরও বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা আছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছিলেন, আইন উপদেষ্টার এই বক্তব্য সরকারের কি না, জবাবে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, আইন উপদেষ্টা যা বলেছেন, সেটির সঙ্গে সরকার একমত পোষণ করে। তাহলে রাষ্ট্রপতিকে সরানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভবিষ্যতে চিন্তা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, সেটা ভবিষ্যতেই বলা যাবে।

স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে রিট

পিলখানা হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারির 'গণহত্যা' তদন্তে জাতীয় স্বাধীন কমিশন গঠনের নির্দেশনা চেয়ে রিট হয়েছে। গত রোববার রিটটি করা হয়।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে এ রিটের ওপর শুনানি হতে পারে।

রিট আবেদনে ওই 'গণহত্যা' তদন্তে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি, সেনা-পুলিশ-বিজিবির একজন করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সমন্বয়ে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

ট্রাম্পের 'ট্রাইফ্যাক্টা' কি সম্ভব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাদ দিলে এসব এলাকার খুব কম জায়গাতেই কমলা হ্যারিসের প্রচারের কোনো 'ইয়ার্ড সাইন' আমার নজরে এসেছে।

একই অবস্থা ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখানে পাম স্প্রিংস, অরেঞ্জ কাউন্টি ও সেন্ট্রাল ভ্যালির তিন বা চারটি আসনে রিপাবলিকানদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় হিস্পানিক ভোটারদের প্রাধান্য, যাঁরা অনেকেই তুলনামূলকভাবে অধিক রক্ষণশীল। তাঁরাও রিপাবলিকান দল ও ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকছেন, সে কথার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্য কথায়, প্রবল রকম 'নীল' বা ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসেবে পরিচিত এই দুই অঙ্গরাজ্যই হয়তো 'লাল' বা রিপাবলিকানদের ভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

মজার ব্যাপার হলো নিজেদের গা বাঁচাতে বিপদগ্রস্ত সিনেটর বা কংগ্রেস সদস্য—তা তাঁরা রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট যা-ই হোন, তাঁদের নিজ দলের ঘোষিত অবস্থান থেকে সম্মানজনক দূরত্বে রাখার চেষ্টা করছেন। মন ঠিক করে ওঠেননি এমন ডেমোক্র্যাটদের কাছে টানতে রিপাবলিকান প্রার্থীরা ট্রাম্পের বা নিজ দলের নাম ভুলেও মুখে আনছেন না। একইভাবে রিপাবলিকান ভোটারদের কাছে নিজের 'ইমেজ' কিছুটা নমনীয় করতে ডেমোক্রেটিক পার্টির কোনো কোনো প্রার্থী কমলার নাম মুখে আনা বাদ দিয়েছেন।

এই রণকৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলীয় প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্নে নিজেদের 'স্বাতন্ত্র্য' অবস্থানের কথা ভোটারদের জানাতে চান। এতে যদি দু-চারটে অতিরিক্ত ভোট পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের গ্রামীণ ও কম শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ ভোটাররা গর্ভপাত ও অভিবাসনবিরোধী। ফলে ভোট পেতে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলের প্রার্থীরাই নিজেদের গর্ভপাত ও অভিবাসনবিরোধী হিসেবে প্রমাণে ব্যস্ত। আবার ক্যালিফোর্নিয়ায় রিপাবলিকান প্রার্থীরা নিজেদের ট্রাম্পের তুলনায় অনেক নমনীয় ও মধ্যপন্থী প্রমাণে ব্যস্ত। এই রণকৌশল যে কাজে দেয়, তার প্রমাণ আমরা নিউইয়র্কে দেখেছি। এখানে বাইডেন বেশ বড় ব্যবধানে জিতেছেন এমন একাধিক আসনে ২০২২ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে নেন 'মধ্যপন্থী' রিপাবলিকানরা। এবারেও সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রাম্প যদি সামান্য ব্যবধানেও হোয়াইট হাউস জিতে নেন, তার প্রভাবে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ দুটিই রিপাবলিকানদের কবজায় যাওয়ার সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্য কথায়, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিটি কেন্দ্রেই রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ হতে পারে। আর এটি হবে ট্রাম্পের 'ট্রাইফ্যাক্টা'।

এখানেই ভয়। এই ট্রাইফ্যাক্টার প্রভাবে ট্রাম্পকে ঠেকানোর আর কেউ থাকবে না। এমনকি শেষ আশা যে সুপ্রিম কোর্ট, সেখানেও তাঁর সমর্থকে ঠাসা। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি এক দিনের জন্য হলেও 'ডিক্টেটর' হতে চান। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এবং সব বিরুদ্ধতা ঠেকাতে প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করবেন, এমন কথাও তিনি বলেছেন। মুখে বলেননি কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, নির্বাচিত হলে প্রথম দিনই তাঁর বিরুদ্ধে এখনো বহাল রয়েছে, এমন সব মামলা তিনি খালাসের নির্দেশ দেবেন। পাশাপাশি মামলা ঠুকবেন সেই সব ডেমোক্র্যাটের বিরুদ্ধে, যাঁরা তাঁর অভিশংসনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

একজন ভাষ্যকার এমন সম্ভাব্য চিত্রকে 'অভাবনীয় এক গজব' বলে বর্ণনা করেছেন। এই গজব ঠেকানোর একটাই পথ—ব্যালটে ট্রাম্প ও তাঁর দলকে পরাস্ত করা।

বিটিভির দর্শক নেই, স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব অন্ধকারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরের বছর সেই কমিশন বিটিভিকে স্বায়ত্তশাসনে পরিচালনাসহ অনেকগুলো সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিয়েছিল। সেই প্রতিবেদন পরে আর আলোর মুখ দেখেনি। গত ২৭ বছর ধরে অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

দলীয় প্রভাবই শেষ কথা

বিটিভির দৈনিক নয়টি খবরের বুলেটিন প্রচারিত হয়। এর মধ্যে বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে চারটি বুলেটিন ৩০ মিনিট করে সম্প্রচারিত হয়। বাকিগুলো সংক্ষিপ্ত বুলেটিন। চলতি বছরের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে এক সপ্তাহ বেলা দুইটার বুলেটিন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রথম ১৫ মিনিটের বরাদ্দ শুধু উন্নয়ন প্রচারণায়। সংবাদ বুলেটিনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে স্থান পায়নি জনগুরুত্বপূর্ণ খবর। এক যুগ ধরে দেশের সব বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বাধ্যতামূলকভাবে বিটিভির বেলা দুইটার সংবাদ সম্প্রচার করতে হয়েছে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার হয়েছে গত ১৮ সেপ্টেম্বর।

বিটিভির সাবেক এক মহাপরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, বিটিভির সংবাদ কখনোই সরকার প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে খবর প্রচার করতে পারেনি। বিটিভির বার্তাকক্ষের একটি বড় অংশের নিয়োগ ছিল রাজনৈতিক বিবেচনায়। ফলে সব সরকারের আমলেই খবর ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভেতরে ও বাইরে দুই দিক থেকেই দলীয় ব্যক্তিদের প্রভাব ছিল।

বিটিভির বার্তাকক্ষ থেকে জানা যায়, এখানে ৪৫ জন প্রতিবেদক ও ৩৭ জন উপস্থাপকসহ সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন প্রায় ২০০ জন; কিন্তু চারটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তাকক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একেকটি বেসরকারি চ্যানেলে সংবাদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেন ১২০ থেকে ১৩০ জন।

সারা বছরের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময়-সংক্রান্ত বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিটিভিতে 'শিক্ষামূলক' অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে ৯১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। 'ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও পরিবেশ' বিষয়ক অনুষ্ঠান ৬৭ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট আর উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়েছে ১০২ ঘণ্টার বেশি। পরের বছরের চিত্রও প্রায় একই রকম। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বিভিন্ন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধনও রয়েছে।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ-প্রচার এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান নির্মাণ ও পরিবেশনের ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব রয়েছে। সংবাদ-প্রচারের ক্ষেত্রে 'নিউজ ভ্যালু'র পরিবর্তে 'প্রটোকল ভ্যালু' গুরুত্ব পেয়ে থাকে। প্রভাবশালী মহলের পক্ষ থেকে ক্যামেরার জন্য, ছবি প্রদর্শনের জন্য, গুরুত্ব সহকারে তাদের সংবাদ প্রচারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়, বলে জানা যায়।

এ বিষয়ে বিটিভির উপমহাপরিচালক হিসেবে ২০০৯ সালে অবসরে যাওয়া কামরুন্নেছা হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'রাজনৈতিক চাপ সব সময়ই ছিল; কিন্তু অনুষ্ঠানে কোন শিল্পীদের আনা হবে, তা নির্ভর করে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর। আমাদের সময়ে অন্তত তেমনই ছিল।' তিনি বলেন, বিটিভির খবর নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে; কিন্তু আশি বা নব্বইয়ের দশকেও বরেণ্য শিল্পী ফিরোজা বেগম, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীনের মতো গুণী শিল্পীরা বিটিভিতে অনুষ্ঠান করেছেন। পরে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে অনেক শিল্পীকে কালোতালিকাভুক্ত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। শাহনাজ রহমতউল্লাহ বা নিয়াজ মোহাম্মদের মতো শিল্পীদের ডাকত না। সেই শিল্পীরাও একপর্যায়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এ ছাড়া পর্যাপ্ত গবেষণা না করে অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে শিল্পী নির্বাচন ও তাঁদের দিয়ে অনুষ্ঠান তৈরির অভিযোগ গত ১৫ বছরে আরও বেড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে শিল্পী সম্মানীর অর্থ গায়েব, টাকার বিনিময়ে তালিকাভুক্তকরণসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে চলতি বছরেই *প্রথম আলো*সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আয় কম, ব্যয় বেশি

বিটিভির সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২৫) বিটিভির বাজেট ৩২০ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আগের বছরের চেয়ে বরাদ্দ বেড়েছে ৯ কোটি টাকা। ২টি পূর্ণাঙ্গ ও ১৪টি উপকেন্দ্রের মধ্যে রাজধানীর রামপুরায় অবস্থিত বিটিভির ঢাকা কেন্দ্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বরাদ্দও বেশি। গত অর্থবছরে এই কেন্দ্রের ব্যয় ছিল ১৩৬ কোটি টাকা। আয় হয়েছে সাড়ে ১৩ লাখ টাকা।

গত অর্থবছরের সব কটি কেন্দ্রের মোট আয় ও ব্যয় কত ছিল, সেটা জানা যায়নি। এ বিষয়ে একাধিকবার আশ্বাস দিয়েও বিটিভির ঢাকা কেন্দ্রের বর্তমান জেনারেল ম্যানেজার নূরুল আজম শেষ পর্যন্ত কোনো তথ্য দেননি।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিটিভি বিনা মূল্যে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা সম্প্রচার করার সুযোগ পায়; কিন্তু ২০২২ সালের ৯৮ কোটি টাকা দিয়ে বিটিভি বিশ্বকাপ সম্প্রচারের প্রচারস্বত্ব কেনে তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। এর আগে-পরে টাকা দিয়ে বিশ্বকাপ প্রচারের স্বত্ব আর কেনা হয়নি। কেবল তমা কনস্ট্রাকশনকে ব্যবসায়িক সুবিধা দিতেই এটা করা হয়। এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজমের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ওই প্রচার স্বত্ব কেনার সময় বিটিভির মহাপরিচালক ছিলেন সোহরাব হোসেন। তিনি সম্প্রতি *প্রথম আলো*কে বলেন, বিটিভির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, বিনা মূল্যে খেলা সম্প্রচারের কথা; কিন্তু তখন একনেকে (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে) প্রচার স্বত্ব কেনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাস হয়, যা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুমোদন করেছিলেন।

২০১৬-২১ পর্যন্ত বিটিভির মহাপরিচালক ছিলেন হারুন অর রশিদ। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ১৯৬৪ সাল থেকে বিটিভি চলছে। কোনো দিন টাকা দিয়ে খেলা কিনতে হয়নি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে বিনা মূল্যে স্বত্ব নিয়ে খেলা সম্প্রচার করে বিটিভি যথাক্রমে সাড়ে চার কোটি ও পৌনে আট কোটি টাকা আয় করে। অথচ ২০২২ সালে ৯৮ কোটি টাকা দিয়ে খেলা কিনে বিটিভি আয় করে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এর মধ্যে আড়াই কোটি টাকা আবার সরকারি বিজ্ঞাপন।

এখনো আছে দর্শকের মায়া

কত দর্শক বিটিভি দেখেন তা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের জরিপ নেই। তবে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান কান্তার গ্রুপ লিমিটেডের জরিপে দেখা গেছে, ২০২১ সালে দেশের ১ কোটি ১৩ লাখ মানুষ টেলিভিশন খুললে কখনো না কখনো বিটিভি দেখতেন। ২০২৩ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮০ লাখে।

বিটিভি দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের দর্শক ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা ৭৪ বছর বয়সী জালোওয়াশান আখতার খান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিটিভি হচ্ছে সরকারের গীতের বাক্স। এখন আর দেখি না। চরিত্র বদলে জনপ্রিয় হতে চাইলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচারে মনোযোগ দিতে হবে। সব ধরনের মতামতের প্রতিফলন থাকতে হবে টেলিভিশনের পর্দায়।'

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী আনোয়ার হোসেন (৪৫) বলেন, আশির দশকে বিটিভিতে দেখাত প্রেসিডেন্ট এরশাদ কীভাবে পানিতে নেমে ত্রাণ বিতরণ করছেন। তখন বিটিভিকে 'সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স' বলা হতো। এরপর হয়েছে বেগম জিয়া টিভি। পরে আওয়ামী টিভি থেকে হয়েছে 'বাতাবিলেবুর বাম্পার ফলন'। তারপরও বিটিভির প্রতি মানুষের একধরনের মায়া আছে। এটা কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত।

তবে আর্থিক প্রযুক্তি খাতের সঙ্গে যুক্ত ত্রিশোর্ধ্ব ইসতিয়াক আহমেদ জানান, তিনি ২০০৬ সালের পর আর বিটিভি দেখেননি। তাঁর ভাষ্য, 'মাঝে অনেক দিন ধরে মনে হতো কেন দেখব? এখন আবার একটু একটু হয়তো পরিবর্তন হচ্ছে। বিটিভির নিজের কনটেন্ট বাড়াতে হবে।'

কমিশনের সুপারিশ

গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এইচ এম এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসানের পর তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভির স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে একমত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠান দুটিকে সৃজনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ করতে স্বায়ত্তশাসনের নীতিমালাসংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিশন গঠন করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তৎকালীন সচিব মোহাম্মদ আসাফ্উদ্দৌলাহর নেতৃত্বে এই কমিশন ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন একটি প্রতিবেদন জমা দেয়।

ওই কমিশন তাদের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক ও জনবান্ধব করতে স্বায়ত্তশাসনের অধীন আনার সুপারিশ করেছিল। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও এর যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও সুপারিশমালায় উল্লেখ ছিল। এ ছাড়া বেতার ও বিটিভির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মান সমন্বয় কমিটি গঠন এবং তার ক্ষমতা ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করাসহ অনেকগুলো সুপারিশ ছিল।

ওই কমিশন যখন প্রতিবেদন জমা দেয়, তখন বিটিভির মহাপরিচালক ছিলেন নাট্য নির্মাতা নওয়াজীশ আলী খান। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, এখন অনুষ্ঠানের নামে বিটিভিতে যা দেখানো হয়, তা সস্তা বিনোদন। সময়ের পরিবর্তনটা ধরতে পারেনি বিটিভি। স্বজনপ্রীতি না করে দক্ষ জনবল, নিবেদিত শিল্পীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে ভালো অনুষ্ঠান হবে না। তিনি আরও বলেন, বিটিভি চালাতে বাজেট প্রয়োজন আছে; কিন্তু শুধু বাজেট দিয়ে ভালো নাটক বা অনুষ্ঠান হয় না। নির্মাণশৈলী থেকে শুরু করে পাণ্ডুলিপির মান, শিল্পীর দক্ষতা, পরিচালকের রুচি সবকিছুরই মানোত্তীর্ণ হতে হবে।

বিটিভির সাবেক উপমহাপরিচালক কামরুন্নেছা হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আসাফ্উদ্দৌলাহ কমিশন বিবিসির আদলে বিটিভিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছিল। কোনো সরকার সেই সুপারিশ আমলে নেয়নি।'

ওই কমিশন ২০০৯ সালে একবার আলোচনায় এসেছিল। তখন এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট জানতে চেয়েছিল, ওই কমিশন কী কী কাজ করেছে। পরে অবশ্য এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা শোনা যায়নি।

গত ৩ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বৈঠক হয়। বৈঠকে বিটিভি, বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব আসে। এরপর ২৭ বছর আগের সেই কমিশনের দেওয়া প্রতিবেদন এ সুপারিশমালা আবার আলোচনায় আসে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের মিডিয়া ও চলচ্চিত্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফাহমিদুল হকের মতে, বিটিভিকে সফল করতে স্বায়ত্তশাসন একটি মাধ্যম হতে পারে। তবে কেবল কাগজে-কলমে এই ব্যবস্থা হলে হবে না। এর ব্যবহারিক দিক ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এখন গ্রামের মানুষও মুঠোফোনে ইউটিউব দেখেন। বিটিভির পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন। তবে যেহেতু এর বাজেট এবং অন্যান্য সক্ষমতা আছে, সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য মিডিয়া কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।'

আগামী পর্ব: **বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার বেশি, তবু শ্রোতা নেই বেতারে**

বাংলা পাঠ্যপুস্তক : এলেম আমি কোথা থেকে

ইতিহাস পর্যালোচনা

বিগত সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নতুন কারিকুলাম চালু নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। শেখ হাসিনার পতনের পর পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও কারিকুলাম সংস্কার নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের যাত্রা কীভাবে, সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভূমিকা কী, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কখন ও কীভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন শুরু হলো, তা নিয়ে পর্যালোচনামূলক এ লেখা লিখেছেন **রাখাল রাহা**

এ দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে গুরু বা ওস্তাদদের কারও কারও কাছে হাতে লেখা একধরনের পুস্তক থাকত, যাকে ঠিক পাঠ্যপুস্তক বলা চলে না। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের *আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ* বইকেই অনেকে ছাপার হরফে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পাঠ্যপুস্তক বলে মনে করেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বলতে যা বোঝায়, এটা তা ছিল না।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৬ সালে প্রকাশিত *লিপিধারাই* হচ্ছে ছাপার হরফে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পাঠ্যপুস্তক। সে হিসাবে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার ২০০ বছর পার হয়ে গেছে অগোচরেই। *লিপিধারা* প্রকাশের পর উনবিংশ শতাব্দীজুড়ে প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে ৫০০-এর মতো বলে ধারণা করা হয়।

শিশুশিক্ষার বইয়ের যাত্রা শুরু যেভাবে

১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর পরের বছরই কলিকাতা স্কুল সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর মিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অনেকেই পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসেন। ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে স্টুয়ার্টের লেখা *বর্ণমালা* বইটি প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বসু লিখেছিলেন *শব্দসার*। সে বছরই শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে লেখা হয় *বঙ্গ বর্ণমালা*।

এরপর ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করলে তার পাঠ্য হিসেবে পরের বছরই তিন খণ্ডের একটি সিরিজ লেখা হয়, যার নাম ছিল *শিশুসেবধি-১*, *শিশুসেবধি-২* ও *শিশুসেবধি-৩*। প্রথম দুই খণ্ডের লেখক ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তবে তৃতীয় খণ্ডটির লেখকের নাম জানা যায়নি।

একইভাবে ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য লেখা হয়েছিল দুই খণ্ডের নতুন বর্ণমালা সিরিজ। ধারণা করা হয়, খণ্ড দুটি অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন। ১৮৪১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় *জ্ঞানারুণোদয়*। এরপর ১৯৪৬ সালে স্কুল বুক সোসাইটি নতুনভাবে বের করে *বর্ণমালার* দুটি খণ্ড।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিখ্যাত *শিশুশিক্ষা* সিরিজের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে এবং এর পরের বছর ১৮৫০ সালেই সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই সিরিজ রচনার মধ্য দিয়ে বলা যায়, প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

এর ঠিক ৫ বছর পরে ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখলেন *বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম ভাগ এবং এরপর দ্বিতীয় ভাগ। *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়* সিরিজের গুণগত মান ও সাফল্যের ফলে প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় একধরনের জোয়ার তৈরি হয়। তবে এ দুটি সিরিজের কাছাকাছি মান ও সাফল্য আর কোনো পাঠ্যপুস্তক অদ্যাবধি পেয়েছে বলে মনে হয় না।

শিশুশিক্ষা ও *বর্ণপরিচয়* সিরিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে একটি সংকলিত পাঠ্যপুস্তক, যার নাম *শিশুবোধক*। ধারণা করা হয়, ১৮৩০ সালের দিকে বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ এটি সংকলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের লেখা *প্রথম পাঠ*, *দ্বিতীয় পাঠ* ও *তৃতীয় পাঠ* সিরিজটিও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। আনুমানিক ১৮৬২ সালে সিরিজটি প্রকাশিত হয়।

জনপ্রিয় এসব বাংলা পাঠ্যপুস্তক কিন্তু সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বের হয়নি। এগুলো ছিল সাধারণ মানুষকে মূলত ভাষাশিক্ষা প্রদানের আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাজাত। আর এগুলো তখনকার বিভিন্ন ধরনের স্কুল, পাঠশালা, টোল ও মাদ্রাসায় পড়ানো হতো। অন্যদিকে মিশনারি ও স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্যপুস্তকগুলো তাদের নিজ নিজ স্কুলেই মূলত ব্যবহৃত হতো। কিন্তু *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়* সিরিজের ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ব্যবহার একেবারেই সীমিত হয়ে পড়ে।

শিশুশিক্ষা ও *বর্ণপরিচয়* সিরিজ প্রকাশের প্রায় দুই যুগ পর ১৮৭৭ সালে রামসুন্দর বসাক ঢাকা থেকে *বাল্যশিক্ষা* প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস ও ঢাকা স্কুল কমিটি থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর বইটি ছাপা হয়। পরে এটি উভয় বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া রামগতি ন্যায়রত্নের *শিশুপাঠ* আনুমানিক ১৮৭২-৭৩ সালের দিকে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এর ৬টি সংস্করণ হয়। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। তাঁর বইয়ের নাম ছিল *বর্ণবোধ*। তবে বিশাল জনপ্রিয়তা দিয়েও তাঁর বই তেমন চলেনি। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। সেটিও খুব বেশি চলেছিল—এমন জানা যায় না।

এর অর্থ হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকের জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক এবং সেই জগতের নাড়িনক্ষত্র না জেনেই শিশুশিক্ষার্থীরা বুঝিয়ে দিতে পারে তার পছন্দ-অপছন্দ এবং পরোক্ষভাবে এর মান কেমন, সেটাও।

শিশুশিক্ষা ও *বর্ণপরিচয়*-এর পর প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যাপক আলোচিত ও জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *হাসিখুশি ১* ও *হাসিখুশি ২*। *হাসিখুশি ১* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে এবং *হাসিখুশি ২* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এরপর ১৯৩০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজ পাঠ ১-২* যথেষ্ট আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু *শিশুশিক্ষা*, *বর্ণপরিচয়*, *হাসিখুশি* ও *সহজ পাঠ*—জনপ্রিয় এই সিরিজগুলোর লেখক একজনও মুসলমান না হওয়ায় এবং এগুলোয় যথেষ্ট পরিমাণ ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সংস্কৃতি অনুপস্থিত থাকায় অনেক মুসলমান লেখক তখন পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন অন্যতম। তবে তাঁর রচিত *মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা* তেমন চলেনি। পরবর্তী পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামও পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। সেগুলোও খুব বেশি আলোচিত ও পঠিত হয়নি।

দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তির নিজস্ব জানা-বোঝা ও কাণ্ডজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকগুলোই সমাজ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে *শিশুশিক্ষা*, *বর্ণপরিচয়*, *হাসিখুশি* ও *সহজ পাঠ*—এই চার সিরিজের গুণগত উৎকর্ষ ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে গত শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত সরকার বা প্রতিষ্ঠান আর কোনো পাঠ্যপুস্তক রচনা বা সংকলনের প্রয়োজন মনে করেনি।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। পশ্চিম বাংলায় ওই চার সিরিজ, যত দূর জানা যায়, সত্তরের দশক পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রাখে। আশির দশকের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিমার্জনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার *কিশলয়* সিরিজ প্রকাশ করে।

অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক রচনা আবার শুরু হয়। *কিশলয়*-এর পাশাপাশি বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ধ্রুপদি চারটি সিরিজ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের *সহজপাঠ*, পশ্চিম বাংলায় বিগত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্তও পড়ানো হতো। এখনো হয়তো তা কোনোভাবে থেকে থাকতে পারে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব বাংলার চিত্র পশ্চিম বাংলার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এখানে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন শুরু হয়। ১৯৪৭ সালেই পাঠ্যপুস্তক তৈরির উদ্দেশ্য সামনে রেখে পূর্ববঙ্গ স্কুল টেক্সটবুক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৪ সালে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড প্রথমে *কচিকথা* সিরিজ প্রকাশ করে। ১৯৫৬, ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। এ সময় লেখা হয় *সবুজ সাথী* সিরিজ।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর *সবুজ সাথী* সিরিজ কিঞ্চিৎ পরিমার্জনাসহ ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য ছিল। এরপর নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী ১৯৭৭ সাল থেকে *আমার বই* সিরিজ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯১ সালে প্রাথমিক স্তরের জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রকাশ করা হয়। এই শিখনক্রম বা কারিকুলাম অনুযায়ী *আমার বই* সিরিজ নতুন করে লেখা হয় এবং ১৯৯১ সাল থেকে পাঠ্য হয়।

এরপর ২০০১ সালে কারিকুলাম পরিমার্জন ও নবায়নের মাধ্যমে ২০০২ সালে *আমার বাংলা বই* সিরিজ প্রকাশিত হয়। প্রকৃত অর্থে গত শতকের ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে রাষ্ট্র নিজে পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ নেওয়ার পর ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষাভাবনা ও পাঠ্যপুস্তক রচনার ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ছেদ পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আশির দশক থেকে ব্যাপকতা লাভ করে। নব্বইয়ের দশকে এই উদ্যোগ উভয় বাংলায়, বিশেষত বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা আবার শুরু হয়। আশি ও নব্বইয়ের দশকেই বিভিন্ন এনজিও তাদের শিক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃত করে। তারাও তাদের স্কুলগুলোর জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে। এই পাঠ্যপুস্তকগুলো নতুন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ফল।

সুতরাং গত দুই শতাব্দীব্যাপী ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রায় সমান্তরালভাবে চললেও এর নানা বাঁকবদল ও উত্থান-পতন রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক নানা বিষয় ও মাত্রা প্রভাব ফেলেছে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা, বিষয় ও রচনাপদ্ধতির ওপর।

লেখক যখন নিজ উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক লেখেন, তখন তিনি যতটা স্বাধীনভাবে বিষয়জ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে টেক্সট পরিকল্পনা ও নির্মাণ করতে পারেন এবং সর্বোপরি নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারেন, তা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নানা কারণে সম্ভব হয় না। আবার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা, নির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কাঠামোর মধ্যে, কখনো কখনো দলগতভাবে টেক্সট নির্মাণ করা যায়, তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা যায় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তির প্রবণতা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিষয়, শিক্ষা, শিক্ষার্থী ইত্যাদি উপেক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য, এমনকি অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যও প্রকট হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের প্রকৃতিগত এসব পার্থক্যের কারণে উভয় উদ্যোগে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের মানেরও পার্থক্য হয়। বিশেষ করে রাষ্ট্র ও তার নানা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যেসব দেশে ভালোভাবে দাঁড়ায়নি, সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক রচনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এটা শিক্ষার মানের উন্নয়নের চেয়ে অবনমন ঘটাতে পারে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান এবং উভয় ধরনের পাঠ্যপুস্তকের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখন অতি জরুরি।

● **রাখাল রাহা** লেখক ও গবেষক

চুল পেকে যাচ্ছে, কী করবেন

ভালো থাকুন

ডা. জাহেদ পারভেজ, *সহকারী অধ্যাপক, ত্বক-চর্ম-যৌন ও হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা*

আজকাল অনেকেরই অল্প বয়সে চুল পাকতে শুরু করে। চুল পাকার বড় কারণ বংশগত। এ ছাড়া স্ট্রেস, নানা রকম কেমিক্যালযুক্ত প্রসাধনীও চুল পাকার একটা কারণ।

আমাদের চুলে কালো রং আসে মেলানিন নামের একটি রঞ্জক কণিকা থেকে। শরীর যখন এই পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তখন চুল রংহীন হয়ে যায়, অর্থাৎ পেকে যায়। পাকা চুল আসলে একটু হলদেটে। কারণ, চুল তৈরি হয় কেরাটিন নামের একটি প্রোটিন দিয়ে, তা হলদেটে। মেলানিন না থাকার কারণে পাকা চুল এ রকম হলদে দেখায়।

কারও মা-বাবার যদি অল্প বয়সে চুল পাকার ইতিহাস থাকে, তবে তারও কম বয়সে পাকতে পারে। অন্যদিকে শরীরে ভিটামিন বি-এর অভাব হলেও কম বয়সে চুল পাকতে পারে।

> কারও মা-বাবার যদি অল্প বয়সে চুল পাকার ইতিহাস থাকে, তবে তারও কম বয়সে পাকতে পারে। অন্যদিকে শরীরে ভিটামিন বি-এর অভাব হলেও কম বয়সে চুল পাকতে পারে।

কী করণীয়

- পাকা চুল উপড়ে ফেলা যাবে না। যদি বারবার পাকা চুল তুলে ফেলেন, তবে চুলের গোড়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং চুল পাতলা হয়ে যাবে।
- চুল ডাই করা যেতে পারে। অবশ্যই ভালো মানের ডাই ব্যবহার করুন। পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ভালো কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে।
- অনেকে চুলে হাইলাইটার ব্যবহার করেন। যদি চুলে রং করাতে না চান, তবে হালকা রং দিয়ে হাইলাইট করে ফেলতে পারেন। এতে পাকা চুলের উপস্থিতি চোখে পড়ে না। অস্থায়ী কনসিলার ব্যবহার করা যায়। প্রতি ছয় থেকে আট সপ্তাহ পর চুলে রং করতে পারেন, এর চেয়ে ঘন ঘন নয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আবার পাকা চুলের গোড়া দেখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে অস্থায়ী হেয়ার কালার স্প্রে বা পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। যদি তা না থাকে, সিঁথির পাকা চুল ঢাকতে অল্প পরিমাণে গাঢ় রঙের আইশ্যাডো ব্যবহার করতে পারেন।
- চুল পাকা শুরু করলে আরও একটি কাজ করতে হবে, তা হলো, সান প্রোটেকশন। মাথার ৫০ শতাংশের বেশি চুল যদি পেকে যায়, তবে তা সূর্যের আলোতে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই এ সময়ে ছাতা, টুপি বা স্কার্ফ ব্যবহার করতে পারেন। পাশাপাশি নিতে পারেন চিকিৎসকের পরামর্শ।

» **আগামীকাল পড়ুন** : হাড় ভাঙার পর জোড়া লাগতে দেরি হয় কেন

বিদায়ী আলিঙ্গনের সময় ৩ মিনিট

বিচিত্র

দ্য গার্ডিয়ান

কারও প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে মানুষ আলিঙ্গন করে। প্রিয় কেউ দূরে চলে যাচ্ছেন; বিমানবন্দরে তাঁকে ছেড়ে আসতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে আমরা কম-বেশি সবাই আলিঙ্গন করি। তবে সেই আলিঙ্গন শেষ করতে যদি আপনার দীর্ঘ সময় লাগে, তবে নিউজিল্যান্ডের ডুনেডিন বিমানবন্দরে আপনি সমস্যায় পড়তে চলেছেন। সাউথ আইল্যান্ডের এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আলিঙ্গনের জন্য সর্বোচ্চ তিন মিনিট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দরের ড্রপ-অফ জোনে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও উন্নত করতে এবং সেখানে ভিড় এড়াতে নতুন এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। বিমানবন্দরে ঢোকার আগে যাত্রীরা যেখানে নামেন (ড্রপ-অফ জোন), সেখানে একটি সাইনবোর্ডও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেখা আছে 'আলিঙ্গনের সর্বোচ্চ সময় ৩ মিনিট।'

সাইনবোর্ডের নিচের দিকে লেখা, 'অতিশয় অনুরাগী আলিঙ্গনের জন্য দয়া করে কার পার্ক (গাড়ি রাখার জায়গা) ব্যবহার করুন।'

গত মাস থেকে ডুনেডিন বিমানবন্দরে এই সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। অনেকে সাইনের ছবি তুলে বা ভিডিও করে তা অনলাইনে পোস্ট করছেন। ঘটনাটি অনলাইনে বেশ আলোড়ন তুলেছে। কেউ কেউ তীব্র সমালোচনা করে একে 'অমানবিক' বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, কেউ কতক্ষণ আলিঙ্গন করবেন, সেটা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দিতে পারে না।

তবে কেউ কেউ ডুনেডিন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই আচরণকে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' বলে এর প্রশংসা করেছেন। কারণ, বিশ্বের অনেক বিমানবন্দরে ড্রপ-অফ জোনে যেতে ফি (নির্দিষ্ট অর্থ) দিতে হয়।

বিমানবন্দরে এই সাইনবোর্ড টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবি : এপি

ড্রপ-অফ জোনে তিন মিনিটের মধ্যে আলিঙ্গন শেষ করার নিয়ম চালু করলেও সেটা বাস্তবায়নে বিমানবন্দরে বিশেষ কোনো বাহিনী থাকবে না। ডুনেডিন বিমানবন্দরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যান ডে বোনো এ কথাই বলেছেন। তবে কর্মীরা হয়তো খুব ভদ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ আলিঙ্গনকারীদের গাড়ি রাখার জায়গায় যেতে বলতে পারেন।

ডে বোনো বলেন, 'আমরা এখানে লোকজনকে কতক্ষণ আলিঙ্গন করা উচিত, সেটা বলতে চাইছি না; বরং এটা বার্তা দেওয়া যে দয়া করে সামনে যান এবং অন্যদের সুযোগ দিন।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫০২

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কীভাবে বুঝব আমার স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়েছে?

চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গেছে!

রোগী তাঁর নিজের সমস্যাগুলো অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারেন না। যিনি তাঁর পাশে ঘুমিয়ে থাকেন, অধিকাংশ সময় তিনিই লক্ষণগুলো খেয়াল করেন। লক্ষণ অনুযায়ী সন্দেহ হলে চিকিৎসক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। স্লিপ অ্যাপনিয়া নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করার জন্য পলিসমনোগ্রাফি বা স্লিপ টেস্ট করানোর প্রয়োজন পড়ে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩	৪		৫	
	৬	৭		৮	৯		১০
১১							
				১২		১৩	
	১৪		১৫			১৬	১৭
১৮					১৯		
		২০		২১			
	২২					২৩	

বাঁ থেকে ডানে : ১. সঙ্গী। ৩. মনের অবস্থা। ৬. তাম্র। ৮. স্বভাব। ১১. কল্পিত, মিথ্যা। ১২. করপুট। ১৪. কূটকৌশল। ১৬. কপালের ফোঁটা বা তার মতো অলংকার। ১৮. নিকট। ১৯. বড় দা। ২১. জাগ্রত হওয়া। ২২. শেষ। ২৩. প্রতিজ্ঞা।

ওপর থেকে নিচে : ২. ক্রমে শান্ত হয়ে আসা। ৪. অধঃপাতে যাওয়া। ৫. কীটপতঙ্গের সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গ। ৭. মায়ার বন্ধন। ৯. লজ্জাযুক্ত। ১০. ঘুমের আবেশ। ১১. পাকলে ফেটে যায় এমন শসাজাতীয় ফল। ১২. অনুমান। ১৩. লোহার শলাকাযুক্ত কাঠের খেলনা। ১৪. মৎস্য। ১৫. উলুক। ১৭. উপস্থিত হওয়া। ১৮. কাষ্ঠ। ১৯. রাগ করা। ২০. পূর্ব দিক। ২১. জীবন।

গত সমস্যার সমাধান

প	রি	চ	য়		ঘা	স	
য়		লা		কু	ম	ন্ত্র	ণা
ম	ধু	চ	ন্দ্রি	মা		স্ত	
ন্ত		ল		রী	তি		গ
	হা		সা		তা	রু	ণ্য
রূ	প	মা	ধু	রী		ধি	
প	র		বা		ফি	র	তি
সী		ক	দ	র্য	তা		নি

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

জাপানের ৯০ শতাংশ মুঠোফোন পানিরোধী; কারণ, দেশটির অনেকেই গোসলের সময় মুঠোফোন ব্যবহার করে!

জার্মান ভাষায় 'গিফট'-এর মানে 'বিষ'!

পতু জাতের গাধার বাস ফরাসি দ্বীপ ইল দ্য রে-তে। পোকামাকড়ের অত্যাচার থেকে রেহাই দিতে এসব গাধাকে প্যান্ট পরানো হয়।

কথা অমৃত

পাগলামি হলো বারবার একই কাজ করা এবং ভিন্ন ফলাফলের আশা করা।

আলবার্ট আইনস্টাইন
জার্মান-মার্কিন বিজ্ঞানী (১৮৭৯-১৯৫৫)

সুডোকু

			7		4		8	5
4			2		1	9		
		9	8		6		1	
								4
7		2		8		3		1
6								
	5		6		9	2		
		6	5		8			7
8	4		3		7			

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

1	9	2	6	7	5	4	3	8
7	5	6	4	3	8	9	2	1
3	4	8	2	9	1	6	5	7
6	8	5	7	1	2	3	4	9
4	1	9	3	5	6	7	8	2
2	3	7	8	4	9	5	1	6
8	7	3	9	2	4	1	6	5
9	6	1	5	8	3	2	7	4
5	2	4	1	6	7	8	9	3

ভেংচি

জাফর সাহেব গেছেন পাহাড়ে। দেখেশুনে একটা চমৎকার রিসোর্টে উঠেছেন।
রাতে ম্যানেজার এসে বললেন, 'স্যার, সব ঠিকঠাক আছে তো?'
জাফর সাহেব বললেন, 'সব ঠিকঠাক। ভালো কথা, কাল একদম ভোরে ঘুরতে বেরোব।'
ম্যানেজার বললেন, 'তো স্যার, রুমবয়কে কি বলব, ভোরে আপনাকে ডেকে তুলবে?'
জাফর সাহেব বললেন, 'না, ধন্যবাদ, ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভেঙে যায়।'
ম্যানেজার নিশ্চিন্ত হলেন, 'তাহলে কি আপনিই রুমবয়কে সকালে ওই সময় ডেকে দেবেন?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রম শুরু | ডেঙ্গু প্রতিরোধে গতকাল মশকনিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন। প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

মানিকগঞ্জ

নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে করণীয় নিয়ে সভা

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ ও সমাধান নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও জেলা বিআরটিএ। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও বিআরটিএর পরিচালক মো. নোওয়াব আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আবদুল ওয়ারেস, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মো. আশিক হাসান, জেলা সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহারিয়া আলম, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের প্রভাষক বাবুল হোসেন, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শাহীনুল ইসলাম প্রমুখ।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

দোহার

অবৈধভাবে বালু তোলায় ২১ জন দণ্ডিত

ঢাকার দোহারে পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার দায়ে ২১ জনকে জরিমানা ও কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত সোমবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার নয়াবাড়ি ইউনিয়নের বাহ্রা ঘাট, অরঙ্গাবাদ এলাকা-সংলগ্ন পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়েছিল। আটক ১৮ জনকে ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও ৩ জনকে এক মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া অবৈধভাবে বালু তোলা ও বিপণনের অপরাধে দুটি ড্রেজার মেশিন জব্দ করা হয়। দোহার ইউএনও ইলোরা ইয়াসমিন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
প্রতিনিধি, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

৩১ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, জলকামান ব্যবহার

সাভারের আশুলিয়া

কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে গত সোমবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল মোড়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন একটি কারখানার শ্রমিকেরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার বাইপাইল মোড়ে নবীনগর থেকে চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করা শ্রমিকদের ৩১ ঘণ্টা পর সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান দিয়ে পানি নিক্ষেপ করে। এতে প্রায় ৩১ ঘণ্টা পর মহাসড়কটিতে যান চলাচল শুরু হয়।

এর আগে গত সোমবার সকাল ১০টা থেকে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড নামের তৈরি পোশাক কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকেরা এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা জানান, এক মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া রেখে দুই মাস আগে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এতে টানা তিন মাস ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন শ্রমিকেরা। এর জেরে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া বেতনের দাবিতে সোমবার সকাল ১০টার দিকে শ্রমিকেরা আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় জড়ো হয়ে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। রাতেও তাঁরা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন। গতকাল সকালে আরও অনেক শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। পরে বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে পুলিশ জলকামান দিয়ে পানি ছিটিয়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ ও আশুলিয়া থানা-পুলিশের সদস্যরা বিভিন্ন সময় বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের মহাসড়ক ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকেরা সড়ক ছাড়বেন না বলে জানান। এতে নবীনগর থেকে চন্দ্রা মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন বিভিন্ন পরিবহনের চালক ও যাত্রীরা।

গতকাল শ্রমিকদের জানানো হয়, কারখানার মালিকের বোন, কারখানার ডিএমডিকে আইনের আওতায় এনেছে যৌথ বাহিনী। এ ছাড়া বাকিদের আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনে কারখানা বিক্রি করে বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। এ সময় শ্রমিকদের একটি পক্ষ সড়ক ছেড়ে কারখানার সামনে অবস্থান নিতে রাজি হলেও অপর একটি পক্ষ সড়ক ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। শ্রমিকেরা এ সময় বেশ কয়েকটি গাড়ির কাচ ভাঙচুর করেন।

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, অবরোধকারী শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবির প্রতি সবাই সহানুভূতিশীল। তাঁদের দাবি পূরণের পদক্ষেপ হিসেবে কারখানার মালিকের বোন, কারখানার ডিএমডিকে আইনের আওতায় এনেছে যৌথ বাহিনী। প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কারখানার মালামাল ও কারখানা বিক্রি করে বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করার বিষয়টি শ্রমিকদের জানানো হয়। একটি পক্ষ বিষয়টি মেনে নিলেও অপর একটি পক্ষ সড়ক ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়।

ওসি বলেন, নিরীহ শ্রমিকদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে একটি পক্ষ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। এ ছাড়া জনদুর্ভোগের বিষয়টি চিন্তা করে একপর্যায়ে জলকামান ব্যবহার করে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইয়ুব আলী প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর নবীনগর থেকে চন্দ্রাগামী সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধের ৩১ ঘণ্টা পর জলকামান ব্যবহার করে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। গতকাল বিকেলে আশুলিয়ার বাইপাইল মোড়ে। ছবি : প্রথম আলো

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড মামলা

নথি তদন্ত সংস্থায় পাঠাতে ট্রাইব্যুনালে আদেশ চাইবেন চিফ প্রসিকিউটর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘিরে বিভিন্ন থানা ও আদালতে যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোর নথি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় পাঠানোর আদেশ চেয়ে আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুজন সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা ও শাহিনূর সুমী। তাঁরা আন্দোলনে গণহত্যার বিষয়ে যা কিছু দেখেছেন, সেসব চিফ প্রসিকিউটরকে অবহিত করেছেন। পাশাপাশি ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের অজ্ঞাতে মামলায় ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করা এবং সেটাকে পুঁজি করে চাঁদাবাজির ঘটনায় উদ্বেগের কথা চিফ প্রসিকিউটরের কাছে তুলে ধরেন সমন্বয়কেরা। সাক্ষাৎ শেষে সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রকৃত আসামির নাম না এসে দেখা যাচ্ছে অনেক নির্দোষ লোক এখানে আসামি হয়ে যাচ্ছেন। এটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু মামলার বাণিজ্য সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।'

এ বিষয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, দেশজুড়ে ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বিভিন্ন স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অনেক মানুষ জানেন না, কোথায় আসলে এই অপরাধের বিচার চাইতে হবে। অনেকেই এই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠিত হওয়ার আগে বিভিন্ন থানায় গিয়ে মামলা করেছেন। অনেকেই মামলা করতে পারেননি ভয়ে। অনেক জায়গায় স্থানীয় অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি মামলাটি তাঁদের পক্ষ হয়ে নিজেরা দায়ের করেছেন, অসংখ্য নিষ্পাপ লোককে মামলায় পক্ষভুক্ত করেছেন। ভুয়া মামলা করেছেন, মামলায় নাম ঢুকিয়ে তাঁদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করেছেন—এ ধরনের অভিযোগ নানাভাবে এসেছে।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, 'পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, এই গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের এখতিয়ার শুধু আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। এই মামলার অভিযোগগুলোর তদন্তের দায়িত্ব ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশনের। সুতরাং দেশের যেসব থানায় যত মামলা হয়েছে, কোনো মামলার কোনো তদন্ত ওই পুলিশ করতে পারবে না। কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। ট্রাইব্যুনালের আদেশ চাইব, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলো থেকে জুডিশিয়াল নথি এবং থানায় সংরক্ষিত মামলার যে নথি আছে, সবগুলো ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।'

চিফ প্রসিকিউটর আরও বলেন, যাঁরা এখনো মামলা করেননি তাঁরা কোনো থানায় বা পুলিশের কাছে তাঁদের মামলা করার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা অবশ্যই ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে (ধানমন্ডি-১১/এ, বাড়ি নং-৮৭) গিয়ে অভিযোগ দিতে পারেন। অথবা ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এসে সরাসরি দাখিল করতে পারবেন।

ইন্টারনেট বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে ও শিখতে উঠান বৈঠকে এসেছিলেন জ্যোতি ইয়াসমিনের মতো অনেক নারী। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নে। ছবি : প্রথম আলো

অনলাইন ব্যবসায় স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন জ্যোতি

গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

শাহাবুল শাহীন, *গাইবান্ধা*

গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের কাছেই মধ্যপাড়া গ্রাম। এটি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত। সবুজ প্রকৃতিঘেরা গ্রামটিতে আসার উদ্দেশ্য স্থানীয় একজন গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ। মহাসড়ক থেকে কিছুক্ষণ হাঁটলেই তাঁর আধা পাকা বাড়ি। ঘরের সামনে ছোট্ট আঙিনা। গভীর মনোযোগে সেলাইয়ের কাজ করছেন জ্যোতি ইয়াসমিন (২৫)।

'আপা, একটু কথা বলা যাবে?'

জ্যোতি মুখ তুলে তাকান। হাসিমুখে বলেন, 'ভাই আর বলিয়েন না। অনলাইনে একজন জামার অর্ডার দিয়েছে। আগামীকাল কুরিয়ারে পাঠাতে হবে। সময়মতো দিতে না পারলে হয়তো উনি আর অর্ডার দেবেন না। তাই দ্রুত কাজ করছি।' পাশে রাখা একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসেন, হাতের কাজটা শেষ করে কথা বলছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতের কাজ শেষ হলো জ্যোতির। কথা শুরু করলাম।

ছয় বছর আগে বিয়ে হয় তাঁর। শ্বশুরবাড়ি একই জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কুঞ্জমহিপুর গ্রামে। স্বামী সজীব মণ্ডল ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিন বছর বয়সী ছেলে শাফায়েতকে নিয়ে জ্যোতি থাকেন বাবার বাড়িতে। সংসারের নানা ব্যস্ততা সামলে পোশাক সেলাইয়ের কাজ করেন তিনি। তৈরি করা পোশাক অনলাইনে বিক্রি করেন।

জানতে চাই, শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

জ্যোতি বলেন, 'কয়েক বছর ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করি। কম দামের একটি সেট ছিল। সেটির ডিসপ্লেটাও ঠিকঠাক কাজ করত না। কোনোরকমে ফেসবুক চালাতাম আর ইউটিউবে নানা অনুষ্ঠান দেখতাম। তিন মাস আগের কথা, ইউটিউবে হঠাৎ একদিন এক নারী উদ্যোক্তার ভিডিও দেখি। সাহস পাই। পরিকল্পনা করি, ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে ড্রেস ও কসমেটিক বিক্রি করব। এরপর রওজা আরবি (RouZa AroBi) নামে একটা ফেসবুক চালু করি।'

অনলাইনে ব্যবসার শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না জ্যোতির। তিনি নিজেই নারীদের বিভিন্ন পোশাক তৈরি করেন। বাজার থেকে পাইকারি দামে প্রসাধনসামগ্রী কিনে আনেন। সেগুলো বিক্রির জন্য সরাসরি ও ফেসবুকে প্রচার করেন। তবে প্রথম দিকে তেমন একটা সাড়া পাননি। ধীরে ধীরে পরিচিতি বাড়ে। অর্ডার আসতে থাকে। দুই মাস ধরে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার জিনিস বিক্রি করছেন। কাজগুলো করতে গিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি না হলেও একটা ভালো স্মার্টফোনের অভাববোধ করতেন তিনি।

১৪ অক্টোবর সেই 'অভাব'টা ঘুচেছে। এদিন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন জ্যোতি। ইন্টারনেটের নানা বিষয় শেখার ও জানার এই আয়োজনে কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে জিতেছেন ঢাকা ব্যাংকের সৌজন্যে একটি স্মার্টফোন।

স্মার্টফোন পেয়ে দারুণ খুশি জ্যোতি ইয়াসমিন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আগের স্মার্টফোনটা দিয়ে কাজ করতে বেশ অসুবিধা হতো। উঠান বৈঠকে পুরস্কার হিসেবে নতুন স্মার্টফোনটা পেয়ে এখন স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারব। স্বপ্ন দেখি, একদিন আমিও দেশের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হব।'

জ্যোতির মতো অসংখ্য গ্রামীণ নারীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু করতে সাহস ও উৎসাহ জোগানো এই প্রচারাভিযানের নাম 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার'। ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা যাতে জীবনে চলার পথের ছোটখাটো সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারেন, সেটিই এই আয়োজনের লক্ষ্য। গ্রামীণফোনের এই উদ্যোগের মাধ্যমে সারা দেশের দুই হাজার ইউনিয়নে চলছে উঠান বৈঠক। সহযোগিতায় রয়েছে *প্রথম আলো*, নকিয়া ও ঢাকা ব্যাংক। গতকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিভাগের ১ হাজার ৪২৫টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবায় উন্নত দেশের মতো জিপি মডেল চালুর পরামর্শ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

স্বাস্থ্যসেবা খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে 'সাধারণ চিকিৎসক' বা 'জেনারেল প্র্যাকটিশনার'কেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। নতুন এ ব্যবস্থা চালু করার এখনই উপযুক্ত সময়। এর জন্য দরকার দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ, সরকারি কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা এ কথা বলেন। নাগরিক সংগঠন অ্যালায়েন্স ফর হেলথ রিফর্মস বাংলাদেশ এ সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

মূল উপস্থাপনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা সাধারণ চিকিৎসককেন্দ্রিক সেবাব্যবস্থা যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, কানাডা, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনে চালু আছে। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বা ভৌগোলিক এলাকার মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিকিৎসকসহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিযুক্ত রাখা হয়। এখানে বিশেষায়িত কোনো চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় না। বিশেষায়িত সেবার জন্য রোগীকে উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা হয়। উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করা রোগী দেখার বাধ্যবাধকতা থাকে।

একাধিক আলোচক বলেন, দেশে এখন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার নিয়ে কথা হচ্ছে। 'সাধারণ চিকিৎসক' বা 'জেনারেল প্র্যাকটিশনার'কেন্দ্রিক ব্যবস্থা বা জিপি ব্যবস্থা চালু করার এখনই উপযুক্ত সময়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, জিপি ব্যবস্থা আছে, এমন প্রতিটি দেশের সরকারই চালু করেছে। এসব দেশে বড় বড় এনজিওর কোনো সংযুক্ততা ছিল না, দরকারও হয়নি।

দুই পক্ষের গোলাগুলিতে নৌডাকাত নিহত

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে নৌ ডাকাত বাবলা বাহিনীর প্রধান বাবলা খাঁ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে উপজেলার ইমামপুর ইউনিয়নের মল্লিকের চরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বাবলা খাঁ (৪০) চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার মোহনপুর গ্রামের বাচ্চু খাঁর ছেলে। তিনি মল্লিকের চরে থাকতেন। বিভিন্ন অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে ২৪টির বেশি মামলা রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে মল্লিকের চরের রহিম বাদশার বাড়িতে ছিলেন বাবলা। গতকাল সকাল পৌনে আটটার দিকে ট্রলারে ১০-১২ জনের একটি দল হেলমেট পরা অবস্থায় এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে রহিম বাদশার বাড়ির দিকে আসে। বাবলাও তাঁদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছোড়েন। পরে বাড়ির একটি কক্ষে বাবলার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়।

পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে নারী প্রতিকৃতির মাথায় হিজাব পরানোর ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি। প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষেপে

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাধ্যতামূলক অবসরে সমাজকল্যাণসচিব

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বিসিএস ১১তম ব্যাচের কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন এর আগে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়। পরে ১ অক্টোবর তিনি মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'সমাজকল্যাণ সচিবের চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। সরকার জনস্বার্থে তাঁকে চাকরি থেকে অবসরে পাঠানো প্রয়োজন বলে মনে করে। সরকারি চাকরি আইন ২০১৮-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতাবলে তাঁকে সরকারি চাকরি থেকে অবসরে পাঠানো হলো। সচিব বিধি অনুযায়ী অবসরজনিত সুবিধা পাবেন।' এদিকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের (পিএসসি) সচিব মো. আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরীকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। গতকাল আলাদা এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে ওএসডি করা হয়। এর আগে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে ছিলেন। গত জুনে তাঁকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে পিএসসিতে বদলি করা হয়। বিসিএস ১১তম ব্যাচের কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর ছোট ভাই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

চেয়ারম্যান হলেন ফারুক হাসান

ফারুক হাসান

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ও জায়ান্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক হাসান। গত সোমবার বিইউএফটির ৫৪তম বোর্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ফারুক হাসান এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্প খাতের সঙ্গে আরও নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। **বিজ্ঞপ্তি**

মশালমিছিল নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মশালমিছিল। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

'পুরোনো টিমকে তো সরে যেতেই হবে'

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা শারমীন

উপদেষ্টা বলেন, গত দুই মাসে ষোলো আনার মধ্যে চার আনা কাজ করতে পেরেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদ্যমান সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেন, 'যেকোনো সরকার যখন দায়িত্ব নেবে, তার নিজস্ব টিম (দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী) লাগবে। তাহলে পুরোনো টিমকে তো সরে যেতেই হবে।'

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে একটি গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানে শারমীন মুরশিদ এ কথা বলেন। সংখ্যালঘু, নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও যুবকেরা সরকারি সেবা কতটুকু পান, সে বিষয়ে গবেষণাটি করেছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (আরআইবি)। এতে সহযোগিতা করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে), একশনএইড বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

গত দুই মাসে ষোলো আনার মধ্যে চার আনা কাজ করতে পেরেছেন বলে উল্লেখ করেন উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ। নিজস্ব টিম লাগবে উল্লেখ করে শারমীন মুরশিদ বলেন, 'যে কারণে আমাদের বাচ্চারা প্রাণ দিল—কোটা নয় মেধা, প্রতিযোগিতা ও মেধা; আমি যদি ওটাকে ধারণ করি এবং আমি যদি পেশাগত জায়গায় দেশকে নিয়ে যেতে চাই; আমি এটা ধারণ করব এবং সে ক্ষেত্রে আমাকে এই মানুষগুলোকে সরাতে হবে।'

গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ সেবাবঞ্চিত

সরকারি সেবায় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতাবিষয়ক এ গবেষণার ফলাফল গতকালের অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন আরআইবির কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রুহি নাজ।

গবেষণায় পিছিয়ে থাকা ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও যুবক—এই চার ধরনের মানুষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা, বাসস্থান ও সম্পদের মালিকানা এবং নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের মতো পাঁচ ধরনের সেবা কতটুকু পান, তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে নগরে বসবাসকারী ৭০ শতাংশ মানুষ এসব সেবা পান না। আর তাঁদের মধ্যে গ্রামে বসবাসকারী ৯০ শতাংশ মানুষ এসব সেবা পান না।

সভাপতির বক্তব্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. রওনক জাহান বলেন, এসব আলোচনা সাধারণত সরকার ও উন্নয়নকর্মীদের মধ্যে হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সচেতনতার প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে উল্লেখ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিজের নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান বলেন, সফলতার সেসব বিষয় নিয়ে সামনের দিকে তাকানো যেতে পারে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব সেবাস্টিন রেমা, একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, মানবাধিকারকর্মী ইলিরা দেওয়ানসহ অনেকে।

সৈয়দ আবুল মকসুদের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা

স্বৈরতন্ত্র যেন ফিরতে না পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সৈয়দ আবুল মকসুদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে তরুণসমাজ তার আত্মশক্তির পরিচয় দিয়েছে। এই বিজয়কে সংহত করতে হবে। স্বৈরশাসনের সব উপাদান নির্মূল করতে হবে। আগামী দিনে যেন স্বৈরশাসন ফিরে আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর সারা জীবন এ ধরনের এককেন্দ্রিক শাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রেরণা হয়ে থাকবে।

আজ বুধবার লেখক, সাংবাদিক, গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের ৭৮তম জন্মদিন। ১৯৪৬ সালের ২৩ অক্টোবর তাঁর জন্ম। জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে 'গণ-অভ্যুত্থানের গণ-আকাঙ্ক্ষা' শীর্ষক আলোচনার আয়োজনে বক্তারা এই মন্তব্য করেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ স্মৃতি সংসদ এই আয়োজন করে।

সভাপতির বক্তব্যে সৈয়দ আবুল মকসুদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের স্মৃতির আলোকে সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, তিনি শুধু লেখক ছিলেন না, সক্রিয় রাজনীতিকও ছিলেন। বিপ্লবী ছিলেন। শুধু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না। যাঁরা মনেপ্রাণে মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে লালন করেন, তাঁরাই বিপ্লবী। সৈয়দ আবুল মকসুদ সারা জীবন মানবমুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। যেখানে অন্যায়, সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করতেন।

জাতীয় কবিতা পরিষদের আহ্বায়ক কবি মোহন রায়হান সৈয়দ আবুল মকসুদের 'বিকেলবেলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা পাঠ করে বলেন, তিনি যে উঁচুমানের কবিও ছিলেন, সেই পরিচয় তাঁর প্রবন্ধ, গবেষণামূলক কাজ ও সমাজকর্মী পরিচয়ের আড়ালে পড়ে গেছে।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করেছেন। সাহসিকতার সঙ্গে সমাজের বিদ্যমান অসংগতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেবল লেখনী ধারণ করেননি, সরাসরি পথে নেমে আন্দোলন করেছেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির বলেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ ছিলেন সব্যসাচী মানুষ। সমাজ, রাজনীতি, পরিবেশ থেকে সাহিত্য, সব বিষয়ে গভীর চিন্তক ছিলেন। কাজল রশীদ বলেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ জনবুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছেন।

মূল প্রবন্ধ পড়েন গবেষক ও সাংবাদিক সামসুদ্দোজা সাজেন। আরও বক্তব্য দেন কবি ইমরান মাহফুজ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আরিফ সোহেল। পরিবারের পক্ষে অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান। সঞ্চালনা করেন লেখক জুবায়ের ইবনে কামাল। স্মৃতি সংসদ থেকে জন্মদিন উপলক্ষে সৈয়দ আবুল মকসুদের বিভিন্ন রচনা ও বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে 'গণতন্ত্র ও গণ-আকাঙ্ক্ষা' নামে ইমরান মাহফুজের সম্পাদনায় একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ শিশু মুসাকে পাঠানো হলো সিঙ্গাপুর

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

মুসা ঢাকা মেডিকেল ও পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় একাধিকবার সংবাদ প্রকাশ করে প্রথম আলো।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মুসাকে নেওয়া হচ্ছে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে। ছবি : সংগৃহীত

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে মাথায় গুলিবিদ্ধ শিশু বাসিত খান মুসাকে (৭) উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে মুসার চিকিৎসা হবে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়।

মুসাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহায়তা করেছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আই। সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রবাসী বাংলাদেশি ও দেশের সাধারণ মানুষ মুসার চিকিৎসায় অর্থসহায়তা দিয়ে পাশে থেকেছেন।

তিন মাসের বেশি সময় ধরে সংকটাপন্ন মুসাকে দেশে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। লাইফ সাপোর্টে থাকা মুসা বারবার সংক্রমণের সম্মুখীন হয়। শরীর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে যাওয়ার পর দেশে আর চিকিৎসা সম্ভব নয় বলে জানান চিকিৎসকেরা। তাঁরা সিঙ্গাপুরে পাঠানোর সুপারিশ করেন। তবে এত বিপুলসংখ্যক অর্থসহায়তা কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

মুসা ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে ও পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় একাধিকবার সংবাদ প্রকাশ করে *প্রথম আলো*। সর্বশেষ ৭ অক্টোবর 'আন্দোলনকালে গুলিবিদ্ধ শিশু মুসাকে সিঙ্গাপুরে নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা, কে দেবে এত টাকা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এ খবরটি পড়ে তার চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতার করার জন্য *প্রথম আলো*র সঙ্গে যোগাযোগ করেন ইমপ্রেস টেলিফিল্মের পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর।

চ্যানেল আইয়ের পরিচালক জহিরউদ্দিন মামুন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্রথম আলোতে প্রকাশিত শিশুটির সংবাদ পড়ে মনে হয়েছে ওর পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। সরকার চিকিৎসার উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহায়তা দিয়েছি।'

মুস্তাফিজুর রহমান ও নিশামনি দম্পতির একমাত্র সন্তান বাসিত খান মুসা। গত ১৯ জুলাই রাজধানীর রামপুরায় মেরাদিয়া হাট এলাকায় নিজ বাসার নিচে মুসাকে আইসক্রিম কিনে দিতে নেমে দাদি মায়া ইসলাম (৬০) ও মুসা গুলিবিদ্ধ হয়। মায়া ইসলাম পরদিন মারা যান। আর মাথায় বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মুসাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়।

সংকটাপন্ন মুসাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সিএমএইচের নিউরোসার্জন বিভাগে (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য) স্থানান্তর করা হয় গত ২৬ আগস্ট। আর গত ৪ সেপ্টেম্বর তাকে স্থানান্তর করা হয় হাসপাতালের শিশু নিউরোলজি বিভাগে। সিএমএইচে মুসা মূলত জ্যেষ্ঠ নিউরোসার্জন অধ্যাপক কর্নেল মো. আল আমিন সালেক এবং পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক কর্নেল নাজমুল হামিদের অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁরা মুসাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেন।

কর্নেল নাজমুল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকের যে দলটি মুসার চিকিৎসা করবে, তাঁদের একজন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে এসেছেন। তাঁকে মুসার চিকিৎসার সব কাগজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় আনুমানিক ৫০ দিনের জন্য চিকিৎসা হবে। মুসার সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয়ে আমরা খুবই আশাবাদী।'

মুসার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন মুসার মা নিশামনি। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, 'আমার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কঠিন সময় পার করছি। এ অবস্থায় আমার সন্তানের প্রতি সরকার, সমাজ যে ভালোবাসা দেখিয়েছে, আর্থিক ও মানসিক সহায়তার হাত বাড়িয়েছে, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।'

নিশামনি বলেন, 'শুরুতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ ও নিউরোসার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ও নার্স এবং পরে সিএমএইচের চিকিৎসক ও নার্সরা মুসাকে চিকিৎসা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মুসাকে নিয়ে প্রথম আলোয় সংবাদ প্রকাশের পর মুসার কথা মানুষ জানতে পেরেছে। চ্যানেল আই এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহায়তা করেছে।'

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট # ই/৫-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৪০০.০৭.০১০.২৪.১৩৫১ তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ১৬ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

তালিকাভুক্তির বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)'র দাপ্তরিক ক্রয়কার্য সম্পাদনের স্বার্থে নিম্নে উল্লেখিত ক্যাটাগরী (কাজ) ও সময়কাল (মেয়াদ) এর জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির নিমিত্তে আগ্রহী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৃত সরবরাহকারী/মেরামতকারী/ঠিকাদারী/ট্রাভেল এজেন্ট/প্রিন্টিং প্রেস/ওয়ার্কশপ/ ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে সীলমোহরযুক্ত তালিকাভুক্তির প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে।

ক্যাটাগরী	কাজের বিবরণ	সময়কাল	মন্তব্য
ক	অফিস ষ্টেশনারী মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	০১ ডিসেম্বর ২০২৪ - ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত।	প্রতিটি ক্যাটাগরীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
খ	মুদ্রণকাজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (প্রিন্টিং প্রেস)		
গ	কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিসি টিভি/এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এবং আইটি সংশ্লিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়, সরবরাহ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান		
ঘ	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান (ওয়ার্কশপ)		
ঙ	এয়ার টিকেট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান (ট্রাভেল এজেন্ট)		
চ	ইভেন্ট ম্যানেজম্যান্ট প্রতিষ্ঠান		

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কাজের ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (বিস্তারিত বিবরণ সিডিউলের উল্লেখিত থাকবে)। আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সমূহকে শর্তসম্বলিত তালিকাভুক্তির আবেদনপত্র আগামী ১৭ অক্টোবর ২০২৪ হতে ০৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে প্রশাসন বিভাগ, বিটিআরসি, প্লট # ই/৫-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাক, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ হতে নগদ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা (অফেরত যোগ্য) মূল্যে ক্রয় করতে হবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগৃহীত আবেদনপত্র সমূহ আগামী ০৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ বেলা ২:০০ ঘটিকার মধ্যে প্রশাসন বিভাগ (কক্ষ নং-৪৩৪), বিটিআরসি, প্লট # ই/৫-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাক, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ জমা দিতে হবে। তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ যথাযথ অনুসরণ করা হবে। কর্তৃপক্ষ যে কোন শর্ত পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন করতে পারবে এবং কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

(লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান)
পরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি।
ফোনঃ ০২-২২২২১৭১১২
ইমেইল: diradmin@btrc.gov.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Superintending Engineer, RHD
Sylhet Road Circle, Sylhet.
Phone: 0299-6631506
E-mail : sesyl@rhd.gov.bd

Memo No. 35.01.9100.010.07.5/764.24-3467 Dated : 21-10-2024

Corrigendum Notice-01

Tender ID : **1022239**
Tender Package No an Description : 01/OTM/e-GP/SRC/PMP-Road/2024-2025.
Periodic Maintenance Programme for Protection of Pavement and Road Embankment providing Concrete Slope Protection with Geotextile, Construction of Toe wall, Earthwork etc. at Chatak Surma Bridge Approach Road at Ch. 09+500 to 10+750 of Gobindagonj-Chhatak- Dowarabazar Road (Z-2802) under Sunamganj Road Division of Sylhet Road Circle during the year 2024-2025.

This is to notify all concern that, the following amendments has been made to the Invitation of Tender Ref. No. 35.01.9100.010.07.5/764.24-3267; Dated: 01-10-2024.

SL No	Name of Criteria	TDS Clauses References	Published as	To be replaced with
1	ITT Clause (19.2) The figures for each of the partners of a JVCA shall be added together to determine the Tenderer's compliance with the minimum qualifying criteria; however, for a JVCA to qualify, lead partner and its other partners must meet the criteria stated in the TDS. Failure to comply with these requirements will result in rejection of the JVCA Tender. The minimum qualification requirements of Leading Partner and other Partner(s) of a JVCA shall be as follows :	ITT-15.1(a) Requirements for other Partner(s) of JVCA	Same as for Leading Partner	Minimum requirement not applicable
		ITT-15.1(b) Requirements for other Partner(s) of JVCA	successful completion of similar type of Flexible pavement for an amount of minimum Tk. One point two five (1.25) Crore in a single contract over a period of 10(Ten) years.	Minimum requirement not applicable

All other terms & conditions will remain unchanged. This corrigendum notice will be treated as a part & parcel of the tender document.

(Ahsan Uddin Ahmed)
ID No-601944
Superintending Engineer, RHD (C.C.)
Sylhet Road Circle, Sylhet.

এই ভঙ্গুর সময়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় বিচারককে শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ সরকারের জন্য ঠিক হবে না

পাকিস্তানের পার্লামেন্টে সাংবিধানিক সংশোধনী পাসের ঘটনায় দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

অনিয়ন্ত্রিত বাজার

আর কত দাম বাড়লে সরকার সক্রিয় হবে

দায়িত্ব নেওয়ার আড়াই মাসের মাথায় যে বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, তা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া দাম। প্রতি সপ্তাহেই পণ্যের দাম বাড়লেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, বাজারে এক সপ্তাহে চারটি পণ্যের দাম বেড়েছে—চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও পেঁয়াজ। আগেই এসব পণ্যের দাম বেশি ছিল। অনেক শোরগোলের পর ডিমের দাম কিছুটা কমেছে; কিন্তু আগের অবস্থায় আসেনি। কোনো পণ্যের শুল্ক বাড়ালে দামও হু হু করে বেড়ে যায়। কিন্তু চিনি ও চালের শুল্ক-কর কমালেও বাজারে তার প্রভাব নেই। ভোক্তাকে আগের চেয়ে বেশি দামেই কিনতে হচ্ছে।

চাল, ভোজ্যতেল ও পেঁয়াজের মতো পণ্যের দাম বাড়লে বেশি সমস্যায় পড়েন গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষ। গরিবদের ভাতই প্রধান খাদ্য। দাম বাড়ার কারণে অনেকে কম পরিমাণে কিংবা নিম্নমানের খাবার কিনছেন। সবজির দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার অজুহাত দেওয়া হয়। এর চেয়েও উদ্বেগের বিষয় হলো বন্যাদুর্গত এলাকায় কৃষি পুনর্বাসনে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া। এ অবস্থায় আগামী মৌসুমেও সবজির দাম কমবে, এটা আশা করা যায় না। *প্রথম আলোর* সরেজমিন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সবজির ভান্ডার বলে পরিচিত বগুড়ায়ও প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। দুর্যোগের সুযোগে ব্যবসায়ী ও আড়তদারেরা ফাউ মুনাফা কামিয়ে নেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বড় অভিযোগ ছিল সিন্ডিকেট পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে। ওই সরকারের নীতিনির্ধারক ও অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে আঁতাত ছিল, তা-ও মিথ্যা নয়। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই সিন্ডিকেট ভাঙার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এমন প্রমাণ নেই। বাজার ব্যবস্থাপনা চলছে আগের নিয়মেই।

অর্থনীতিবিদেরা নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো সরকার কতটা আমলে নিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে সবার আগে প্রয়োজন চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে বাজার তদারকিও জোরদার করতে হবে, যাতে ব্যবসায়ীরা কারসাজি করতে না পারেন।

বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ কোনো কাজে আসেনি। যেখানে দেশে দৈনিক ডিমের চাহিদা ৪ কোটি, সেখানে সমপরিমাণ ডিম আমদানি করে কীভাবে দাম কমাবে সরকার? আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে যেই সিন্ডিকেট আছে, সেটি ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছেন অনেকেই। বেশির ভাগ খাদ্যপণ্য কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান আমদানি করে থাকে। এটি উন্মুক্ত করে দিলে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আশা করা যায়।

বাজার স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম বা টাস্কফোর্স গঠনও জরুরি বলে মনে করি।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পরিবহনে চাঁদাবাজি কমলেও আড়তদার ও মিলমালিকদের কারসাজি কমেনি। এ বিষয়েও আশা করি সরকার দৃষ্টি দেবে। মুক্তবাজার মানে যা খুশি করা নয়। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও তদারকির মাধ্যমে সব শ্রেণির ব্যবসায়ীকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

অর্থনীতিবিদ সেলিম রায়হানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, উচ্চ মূল্যস্ফীতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অন্তর্বর্তী সরকারের অনেক সংস্কার কর্মসূচিই বাধাগ্রস্ত হবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আন্দোলনে ট্রমা

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যত্নবান হোন

গত জুলাই-আগস্টে দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণ-অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এ অভ্যুত্থানে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও এতে অংশ নেয়। বিপুল রক্তপাতের এ গণ-আন্দোলনে হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও। এ ছাড়া আন্দোলনে অংশ না নিয়েও মানসিকভাবে অনেক শিশুর মধ্যে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে এ আন্দোলন। অনেকের মধ্যে একধরনের ট্রমা দেখা দিয়েছে। ফলে তাদের এখন মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন ও চিকিৎসার বিষয়টিকে শারীরিক চিকিৎসার মতো গুরুত্বসহকারে দেখা হয় না। কিন্তু ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের যে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে।

গত রোববার বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় আলোচনায় উঠে আসে—ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা, নির্যাতন ও মামলা শিক্ষার্থীদের মনের ওপর চাপ তৈরি করেছে। আন্দোলনে জড়িত না হয়েও বিপুলসংখ্যক হতাহতের ঘটনা সম্পর্কে জেনে অনেক শিশুশিক্ষার্থীও মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে। শিশুরা সরাসরি ঘটনাস্থলে থেকে সহিংসতা দেখেছে, কারও কাছ থেকে ভীতিকর অভিজ্ঞতা জেনেছে, গণমাধ্যম থেকে খবর জেনে সেসব চিত্র কল্পনা করেছে, গুরুতর আঘাত ও মৃত্যুর কথা জেনেছে, বন্যায় ঘরবাড়ি, সম্পদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখেছে। ফলে তাদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক, দুঃখবোধ, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, চমকে ওঠা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অসহায়ত্ব বোধ করার মতো আচরণিক প্রকাশ দেখা গেছে।

আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা শিশুদের এই ট্রমা কাটাতে পরিবার ও স্কুলে তাদের প্রতি যত্ন বাড়ানো দরকার বলে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ শিশুর জন্য বেড়ে ওঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সব পর্যায় থেকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। ট্রমা কাটাতে শিশুদের কায়িক পরিশ্রমের খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ। বাসায় খেলাধুলার পাশাপাশি কিংবা বাসার আশপাশে মাঠে-পার্কে শিশুদের নিয়ে যাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে স্কুলের মাঠ বড় সহায়ক হতে পারত; কিন্তু অনেক স্কুলে খেলার মাঠ নেই। এ প্রসঙ্গে উঠে আসে ঢাকা ওয়াসার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নয়টি খেলার মাঠ দখল করে পানির ট্যাংক স্থাপনের প্রকল্পের কথাও। সেসব মাঠ উদ্ধারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আহ্বান করা হয়।

তবে পরিবারে শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশুকে বেশি বেশি সময় দেওয়া, শিশুকে সাংস্কৃতিক বা সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা, স্কুলগুলোকে বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরি করা শিশুদের ট্রমা কাটানোর কার্যকর উপায়। প্রয়োজনে নিতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শও।

চিঠিপত্র

ভোগান্তি

স্নাতকোত্তর একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিচিন্তার ওপর নির্ভর করে গন্তব্য বিভিন্ন পথে হতে পারে যেমন অনেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিদেশে পাড়ি জমান, কেউ অন্যত্র মাস্টার্সের জন্য নিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যান আবার কেউবা সংসারের হাল ধরার জন্য চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়েন। ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও এসব কর্মসাধনে প্রত্যেকের জন্য যে সাধারণ বিষয়টির সম্মুখীন হতে হয়, তা হচ্ছে প্রভিশনাল সার্টিফিকেট (সাময়িক সনদ) উত্তোলন। কিন্তু এই প্রভিশনাল সার্টিফিকেট উত্তোলনে কতটা বেগ পেতে হয়, একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সম্প্রতি তা প্রত্যক্ষ করেছি। টানা ৬ ঘণ্টা প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ৮টি ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের ৯-১০টি স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়েছে। কখনো কখনো এমন হয় যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিতে এই সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় আরও দীর্ঘতর হয়, এমনকি তিন দিনের বেশি সময় লাগে। যেসব কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়, আবেদনপত্রের জন্য তার বর্ণনার ঘাটতি, প্রশাসন এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট সম্মানিত শিক্ষকদের সময়নিষ্ঠার অভাব এবং সেকেলে দাপ্তরিক পদ্ধতি একজন শিক্ষার্থীর ওপর নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা উন্নত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মরিয়ম মিতা
শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

রাজনীতি

শেখ মুজিবুর রহমানকে কীভাবে গ্রহণ করব

মারুফ মল্লিক

শেখ মুজিবুর রহমানকে ইতিহাস তার নিজস্ব নিক্তিকে বিবেচনা করবে। এখানে বাড়িয়ে বলার সুযোগ কম। কমিয়ে বলারও সুযোগ কম।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনিবার্য চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তবে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অতিকথন ও অতিচর্বণের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অবস্থান হারিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবের বিশাল বিশাল ভাস্কর্য টেনেহিঁচড়ে ভাঙা হয়েছে। এই ভাঙচুরে নেতৃত্ব দিয়েছেন নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। অথচ এই প্রজন্মের মনে ও মননে শেখ মুজিবের স্থায়ী ভাবমূর্তি স্থাপনের কী মরিয়া চেষ্টাই-না আওয়ামী লীগ করেছে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, এই নতুন প্রজন্মের হাতেই শেখ মুজিবের ভাস্কর্যের ও তাঁর নিজ হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগের করুণ পতন হয়েছে। দলটির বিরুদ্ধে এখন গণহত্যার অভিযোগ। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে বিচার করলে এই দল ও দলের অনেক শীর্ষ নেতারই দণ্ড হতে পারে গণহত্যার দায়ে।

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দিবস বাতিল হয়েছে। সেই সূত্র ধরে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আবার আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে ৭ মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে বাতিল করার পর আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা আড়ালে-আবডালে থেকেই সরকারের কঠোর সমালোচনা করছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ঘিরে অজস্র কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। এর সব কটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। যেমন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠনের দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেনি। কারণ, সম্ভবত এই যে ওই দিন শেখ মুজিবুর রহমান সশরীর উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি তখন পাকিস্তানের জেলে।

৭ মার্চের ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। সন্দেহ নেই, ওই দিনের ভাষণ ও জনসভা আমাদের মহান স্বাধীনতাসংগ্রামের এক মাইলফলক। কিন্তু ওই ভাষণের পরদিনই স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল—এমনটা বলা যাবে না। ৭ মার্চ অনেকগুলো ধারাবাহিক ঘটনার একটা। ৭ মার্চের পরও আলোচনার টেবিলে কথা হয়েছে। আলাপ হয়েছে। তাই ৭ মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে বাতিল করায় এক পক্ষ যেমন অখুশি হয়েছে, তেমনি আরেক পক্ষ মনে করছে, বাতিল করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এবার মূল আলাপে আসা যাক। শেখ হাসিনার শাসনের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনের যথেষ্ট মিল আছে। তাই শেখ হাসিনার অপশাসন দিয়ে শেখ মুজিবকে মূল্যায়ন না করার কোনো সুযোগ নেই। দুটি কারণ নিয়ে আপাতত বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমত, শেখ হাসিনার শাসনামলে মুজিববন্দনা হয়েছে অতিমাত্রায়। সেই সময় দেশের সর্বত্র শেখ মুজিবুর রহমানের একধরনের জবরদস্তিমূলক উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে। মুজিববন্দনা ছিল না, এমন জায়গা পাওয়াই ছিল দুষ্কর।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। ছবি : প্রথম আলো

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় চাপ দিয়ে করা হয়েছে 'মুজিব কর্নার'। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে শেখ মুজিবের ওপর নিবন্ধ ও প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল মাত্রাতিরিক্ত। জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কারণে নতুন প্রজন্ম শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেনি, বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার জায়গাটি নষ্ট হয়েছে। এ কারণেই হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মুজিববাদ বাস্তবায়ন বা আওয়ামীকরণের প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরি।

আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে, শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসন শেখ মুজিবের শাসনেরই ধারাবাহিকতা। শেখ হাসিনার শাসনামল পুরোপুরি না হলেও বেশির ভাগই শেখ মুজিবের শাসনের প্রতিচ্ছবি। দুই আমলেই দেশের নির্বাচনব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসন। শুধু জাতীয় নির্বাচন নয়, ডাকসুর নির্বাচনেও সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিজেদের মতো করে বিজয়ী নির্ধারণ করে ফলাফল ঘোষণা করেছিল। শেখ হাসিনার আমলেও দেশে নির্বাচন বলতে কিছু ছিল না। জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বাদেও শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই একই কায়দায় ডাকসুর নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ আছে।

এ তো গেল নির্বাচনী ব্যবস্থা; দুই আমলের শাসনব্যবস্থাতেও খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করলেও সাড়ে তিন বছরের মাথায় শেখ মুজিব দেশে বাকশাল কায়েম করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এটা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী উদ্যোগ ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মেনে নিয়ে শাসনক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে অর্পণ করেনি বলেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। এই ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্যই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাসংগ্রামে সবাই অংশ নিয়েছিল গুটিকয় স্বাধীনতাবিরোধী ছাড়া। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর রক্ষীবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ও একদলীয় বাকশাল কায়েম করায় মানুষ ক্ষুব্ধ ও আশাহত হয়েছিল। বলা যায়, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষীবাহিনীর হাতে পড়েছিল দেশের মানুষ। শেখ মুজিবের শাসনামলে লাগামহীন দুর্নীতির তথ্য আমরা জানতে পারি। মূলত দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বাজারে পর্যাপ্ত পণ্য ছিল; কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সিন্ডিকেটের কারণে, সরবরাহব্যবস্থায় অনিয়মের কারণে।

শেখ হাসিনার আমলে দুর্ভিক্ষ হয়নি ১৯৭৪ সালের মতো। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য ছিল লাগামহীন। এবারও নানা সিন্ডিকেটের কথা শোনা যায়। আর দুর্নীতির কথা এখানে নতুন করে বলার কিছু নেই। শেখ হাসিনার পিয়নও নাকি দুর্নীতি করে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

শাসনব্যবস্থায় শেখ হাসিনা একটু সরে এসেছিলেন শেখ মুজিবের পদ্ধতি থেকে। যুগ বদলেছে। তাই তিনি গত শতকের ষাট বা সত্তরের দশকের ফ্যাসিস্টদের মতো একদলীয় শাসনের পথে যাননি; চালু করেননি একদলীয় শাসন। তবে বিরোধী রাজনীতির জন্য তিনি কোনো জায়গা রাখেননি। তোষামোদকারীদের বিরোধী দলের আসনে বসিয়ে সব নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। আর শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনা—দুজনের আমলেই বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন একইতালে হয়েছে। তাই শেখ হাসিনার শাসন দিয়ে শেখ মুজিবকে বিবেচনা না করার প্রস্তাবটি ঠিক খাপ খায় না। বরং বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশে এক ভয়ংকর অগণতান্ত্রিক ভয়ের শাসনের সূচনা করেছিলেন, যা স্বাধীনতার পরপরই শাসনব্যবস্থায় একটি স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছিল। রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। সামরিক শাসন এসেছে। রাজনীতিতে অবিশ্বাস ও শত্রুতার পরিবেশ আমাদের এখনো পিছিয়ে রাখছে। অবিশ্বাস ও শত্রুতার সেই ক্ষত এখনো সারিয়ে উঠতে পারিনি। এ কারণেই শেখ মুজিব সবার নেতা হতে পারেননি। তিনি কেবল আওয়ামী লীগের নেতা হয়েছেন। শেখ হাসিনা সেই ভয়ের শাসনকেই ফিরিয়ে এনেছিলেন ভিন্নরূপে।

রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের পথচলা সরলরেখার মতো ছিল না। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। সবাইকে সংগঠিত করেছেন; নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর অনুপস্থিতিতেই জীবন বাজি রেখে সবাই লড়াই করেছিলেন একাত্তরে। আবার স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই তিনি এক অজনপ্রিয় শাসকে পরিণত হন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তাই খণ্ডিতভাবে কোনো এক কাল বা সময়ের জন্য বিবেচনা করা যাবে না। মুদ্রার এক পিঠে আছে স্বাধীনতার যুদ্ধ, অপর পিঠে আছে একদলীয় শাসন। তাই তাঁকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। মুদ্রার দুই পিঠই উল্টেপাল্টে দেখতে হবে। স্বাধীনতাসংগ্রামে তাঁর অবিসংবাদিত এক ভূমিকা আছে। আবার স্বাধীনতার পরপরই একদলীয় শাসনের এক কালো অধ্যায়ও আছে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে।

● **ড. মারুফ মল্লিক** রাজনৈতিক বিশ্লেষক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

কমলা হ্যারিস কেন স্বাধীনতার পক্ষের প্রার্থী

জোসেফ ই স্টিগলিৎস

কমলা হ্যারিস তাঁর নির্বাচনী প্রচারের মূল বিষয় হিসেবে নাগরিক স্বাধীনতাকে বারবার সামনে আনছেন। তাঁর ওয়েবসাইটে 'আমাদের মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে সুরক্ষিত করুন' শিরোনামে বলা হয়েছে, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিস আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যে সংগ্রাম করছেন, সেটি আমাদের স্বাধীনতারও লড়াই। এই নির্বাচনে অনেক মৌলিক স্বাধীনতা হুমকির মুখে রয়েছে। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনার নিজের শরীর সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা হুমকিতে আছে; যার প্রতি আপনি ভালোবাসা প্রকাশ করতে চান, তাকে গর্বের সঙ্গে ভালোবাসতে পারার স্বাধীনতা হুমকিতে আছে; এবং যে স্বাধীনতা অন্য সব স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, সেই ভোট দেওয়ার স্বাধীনতাও হুমকিতে আছে।'

এটি স্বাগত জানানোর মতো একটি বার্তা। আমেরিকান প্রগতিশীলরা মনে করছেন, স্বাধীনতার এজেন্ডাকে অতি উদারবাদী ও ডানপন্থীদের খপ্পর থেকে পুনরুদ্ধার করার এখনই সময়। বিশেষ করে যখন ডানপন্থীরা আমেরিকান মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর প্রতিনিধিত্ব করছেন, সে মুহূর্তে স্বাধীনতার এজেন্ডা পুনরুদ্ধারই নজর দেওয়ার প্রধান বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ডানপন্থীরা নিজেদের অতিরক্ষণশীল ধ্যানধারণাকে জাতীয় পতাকায় আড়াল করার চেষ্টা করলেও প্রগতিশীলরা আমেরিকার প্রকৃত স্বাধীনতার এজেন্ডাকে সামনে নিয়ে আসছেন। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসব বিষয় স্পষ্ট হবে।

প্রথমত, নাগরিক স্বাধীনতার একটি মৌলিক অংশ হলো নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করার স্বাধীনতা। যারা দিন এনে দিন খায় কিংবা অনাহারের মুখোমুখি হয়, বাস্তবে আসলে তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই; তারা মূলত টিকে থাকার জন্য যা করতে হয়, তা-ই করে।

দ্বিতীয়ত, যেকোনো সমাজে পারস্পরিক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু মানুষের স্বাধীনতা অন্যদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে। অক্সফোর্ডের দার্শনিক আইজাইয়া বার্লিনের মতে, 'নেকড়েদের স্বাধীনতা অনেক সময় ভেড়ার জন্য মৃত্যু নিয়ে আসে।' সরকার যদি হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকের আর্থিক উদারীকরণ, তথা ব্যাংকারদের স্বাধীনতা আমেরিকান অর্থনীতির মৃত্যু ঘটিয়ে দিতে পারত। তবে সেই সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে করদাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছিল। এতে করদাতা এবং অনেক শ্রমিক ও বাড়ির মালিকদের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়ত, কিছুটা বাধ্যবাধকতা সবার জন্য স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারে। যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করি, তখন আমরা এমন কিছু করতে পারি, যা একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে কেউ যাতে কোনো রকম পয়সা খরচ না করেই সরকারি সুবিধা হাতিয়ে নিতে না পারে, সে জন্য কিছু বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজন হতে পারে।

চতুর্থত, নব্য উদার অর্থনীতি আজকের দিনে করপোরেশনগুলোকে অন্যদের শোষণ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। এটি সামগ্রিক সমৃদ্ধি আনতে পারেনি। সবাই ভোগ করতে পারে, এমন সমৃদ্ধি এই অর্থনীতি আনতে পারেনি। রোনাল্ড রিগ্যান ও মার্গারেট থ্যাচারের সময়ে নিওলিবারেলিজম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি অনেক আগেই অর্থনীতিবিদেরা অনুমান করেছিলেন। এর চেয়ে বড় কথা, নব্য উদারবাদ বা নিওলিবারেলিজম টেকসই নয়। এর কারণ, এটি ব্যক্তিগত স্বার্থকে উৎসাহিত করে এবং বাজারের এমন আচরণকে প্রভাবিত করে, যা অর্থনীতির কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। অর্থনীতি বিশ্বাসের ওপর চলে। চলতি বছর অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া ড্যারন আসেমোগলু, সিন জনসন ও জেমস এ রবিনসন প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, যখন লোভী ব্যক্তিরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো আদর্শ ভঙ্গ করে এবং অতিমাত্রায় অসততা প্রদর্শন করে, তখন ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোও কাজ করে না।

পঞ্চমত, মিল্টন ফ্রিডম্যান ও ফ্রিডরিখ হায়েকের মতো অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, অবাধ বাজার রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় নয়; এমনকি তা সহায়কও নয়। যেসব দেশে সরকার দারিদ্র্য, অসমতা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি মোকাবিলায় যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়নি, সে দেশগুলোতেই কর্তৃত্ববাদী জনতুষ্টিবাদের উত্থান সবচেয়ে বেশি হয়েছে।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। ছবি : এএফপি

কমলা হ্যারিস ও ট্রাম্পের মধ্যে মূল স্বাধীনতার বিষয়ে (যেমন একজন নারীর নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার) তীব্র বৈপরীত্য রয়েছে। এই নির্বাচনের প্রতিটি বড় ইস্যুতে হ্যারিস আমেরিকানদের স্বাধীনতা প্রসারিত করবেন, আর ট্রাম্প তা সংকুচিত করবেন। হ্যারিসের এজেন্ডার কেন্দ্রে আছে সাধারণ আমেরিকানদের সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ট্রাম্পের শাসনামলের পরীক্ষিত ব্যর্থ 'ট্রিকল-ডাউন' অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়ার বিষয় নেই।

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ধনী এবং বৃহৎ করপোরেশনগুলোর জন্য কর হ্রাস কয়েক বছরের মধ্যে দেশের ঋণে আনুমানিক ৭ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন যোগ করবে এবং এই বোঝা আমেরিকানদের সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করবে। মহামারি এবং তার পরের সময়ে বিশ্বব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতির উল্লম্ফন ঘটেছিল, তা যদিও এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে, তবে আমেরিকানরা ওষুধ এবং আবাসনের মূল্য নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রয়ে গেছেন।

কমলা হ্যারিস মূল্যবৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে তাঁর প্রস্তাবকে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি ফেডারেল সরকারের দাম নির্ধারণ করার পক্ষে নন এবং অনেক অঙ্গরাজ্যে ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধি-বিরোধী আইন রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে হারিকেন ও বন্যার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে শোষণ করার সুযোগ থেকে বিরত রাখে। তবে মহামারি দেখিয়েছে, এ ধরনের নীতি আরও জোরদার ও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

ট্রাম্প চীন থেকে আসা পণ্যের ওপর শুল্ক ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি করা হলে চীন থেকে আমদানি করা পোশাক, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। যেহেতু সাধারণ মার্কিন নাগরিকেরা এসব পণ্য কেনেন, সেহেতু এই বর্ধিত দামের চাপ তাঁদের ওপর পড়বে। প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্প যে অর্থনৈতিক এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের আমেরিকানদের ওপর একটি বিশাল প্রতিক্রিয়াশীল করের মতো চেপে বসবে। ভোক্তা হিসেবে তাঁদের স্বাধীনতা হ্রাস পাবে, কেননা তাঁরা ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে যে অর্থ দরকার, তাঁরা তা পাবেন না।

হ্যারিস যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন, তা আবাসনের (বাড়ি ও ফ্ল্যাট) সরবরাহ বাড়াতে এবং তার খরচ কমাতে সাহায্য করবে। এটি প্রথমবারের মতো যাঁরা বাড়ি কিনছেন, তাঁদের সামর্থ্য বাড়াবে। ট্রাম্প এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীরব রয়েছেন। সর্বশেষ কথা হলো, হ্যারিসের এজেন্ডায় সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাপনের স্বাধীনতা দেওয়ার বাস্তব পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

● **জোসেফ ই স্টিগলিৎস** অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী লেখক, বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

শিশুর অধিকার

'সবার জন্য শিক্ষা' কি শুধু আপ্তবাক্য হয়েই থাকবে

তারিক মনজুর

১৩ বছর বয়সী একটি মেয়েশিশু। সামনের চারটি দাঁত ভেঙে গেছে। হাত ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছ্যাঁকার ক্ষত। কোনো কোনো ক্ষত দগদগে ঘায়ের রূপ নিয়েছে। বুক, পিঠসহ সারা শরীরে নতুন-পুরোনো মারের দাগ। সম্প্রতি *প্রথম আলোর* অনলাইনে এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানীর একটি আবাসিক এলাকায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত মেয়েটি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। রীতিমতো চমকে ওঠার মতো খবর। কিন্তু এই নগরের মানুষদের এ রকম সংবাদ এখন আর চমকে দেয় না।

দরিদ্র শিশুরা বাসাবাড়িতে কাজ করবে, কারণে-অকারণে মার খাবে, তাদেরকে তাদের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না—এসব ব্যাপার হয়তো স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে সবাই। নইলে এ রকম ঘটনা প্রায় নিয়মিতভাবেই ঘটবে কেন। কিংবা কেনই-বা এসব ঘটনার প্রতিবাদ, প্রতিকার হয় না। যে ঘটনায় আমাদের ফুঁসে ওঠার কথা, ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানোর কথা, সে ঘটনায় আমরা নীরব, নির্বিকার। আমরা ধরেই নিয়েছি, গরিবঘরের শিশুদের এটাই নিয়তি। যে বয়সে তাদের স্কুলে থাকার কথা, সে বয়সে তারা ঘরে-বাইরে শারীরিক শ্রমের কাজ করছে, নির্যাতিত হচ্ছে।

২০১০ সালের সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, 'একটা জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন।' এই শিক্ষানীতি যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁরা উপলব্ধি করেছেন দেশের সব শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী, কোন কৌশলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে, এগুলো নিয়েও কথা আছে শিক্ষানীতিতে। কিন্তু যে শিক্ষা দারিদ্র্যকে দূর করবে, সেই দারিদ্র্যকে পাশ কাটিয়ে স্কুল-উপযোগী শিশুকে কীভাবে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার কোনো দিকনির্দেশনা সেখানে নেই। দরিদ্রঘরের শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের মধ্যেও ফাঁক দেখা যায়।

দারিদ্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকার যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে উপবৃত্তি একটি। সরকারি হিসাবে, প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি। এর মধ্যে প্রাক্-প্রাথমিকের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে ৭৫ টাকা এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া শিক্ষার্থীকে মাসে ১৫০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। এরপরও শিক্ষার্থী কেন ঝরে পড়ে, সেটি না বোঝার কোনো কারণ নেই। এই টাকা শিক্ষার্থীকে কোনো ধরনের আর্থিক সুরক্ষা দিতে পারে না। বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবই দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা খরচ মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে তা সামাল দেওয়া অসম্ভবপ্রায়।

> শিশুকে সব ধরনের শ্রম ও নির্যাতন থেকে বের করে আনার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। একই সঙ্গে তার জন্য আনন্দময় বিদ্যালয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

'স্কুল ফিডিং' কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার ৯৩টি উপজেলার ১৫ হাজার ৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে ৭৫ গ্রাম ওজনের বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ক্ষুধার 'গভীর কূপে' এটি এক টুকরা পাথরের বেশি নয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যকে তাদের স্বাভাবিক নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়ও ঠিক পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রেই নিরীক্ষামূলক। সব দরিদ্র শিশুর জন্য সেসব পরিকল্পনা হয় না কিংবা সব শিশুর জন্য তা সুফলও বয়ে আনে না। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা দেখে স্রেফ হতাশ হতে হয়।

একসময় প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের একটি ছড়া নিয়ে বিজ্ঞ মহলে আপত্তি উঠেছিল। ছড়াটিতে এমন দুটি লাইন ছিল : 'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,/ শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।' প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, রাখালেরও কি শিক্ষার অধিকার নেই? সে কেন সাতসকালে গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাবে। আগে গ্রামগুলোতে সাধারণত কিশোর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী ছেলেরা গরু রাখার ও গৃহকর্মের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা 'রাখাল' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই রাখালদেরও জন্ম দরিদ্রঘরে, তবে তাঁরা শিশু নন। তবু 'সবার জন্য শিক্ষা'র অধিকারকে স্বীকার করে পাঠ্যবই থেকে ছড়াটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিকভাবেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শিশুকে শ্রমে নিযুক্ত করার পেছনে রাষ্ট্র দায় এড়াতে পারে না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়ে শিশুদের শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ার এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্যাতিত হওয়ার ব্যাপার ঘটছে। দরিদ্র মা-বাবা একরকম বাধ্য হয়েই তাঁদের আদরের সন্তানকে কাজে নিয়োগ করেন। এর মানে এই নয়, সন্তানকে তাঁরা 'বিক্রি' করে দেন। শিশুকে সব ধরনের শ্রম ও নির্যাতন থেকে বের করে আনার জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। একই সঙ্গে তার জন্য আনন্দময় বিদ্যালয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

● **তারিক মনজুর** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ভারসাম্য দাম

ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে যখন এমন দামে কোনো দ্রব্য কেনাবেচা হয়, যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান, তাকে বলা হয় ভারসাম্য দাম।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইংরেজি

Experience 8

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Answer to the question no A

গতকালের পর বাকি অংশ

iv. In her poem, 'Hope is the Thing with Feathers,' she compares hope to a bird. In the poem, hope is always present in the soul, perched and singing. It can be found in the darkest times and through many different storms. Although hope fights for us, it never asks anything in return.

v. Hope is a feeling, something that can't be touched, so she has to use something tangible to apply to a wider audience. Everyone knows what a bird is and what it does. Birds sing and fly, they perch, nest, and move constantly. By comparing hope to a bird, Dickinson is showing how fleeting hope can be.

vi. Even though hope is compared to something that has feathers, Dickinson doesn't specifically say that it's a bird. While she uses the words "little bird" this is a reference to a storm hurting a bird.

vii. Here's your answer: Hope has such a strong grasping power that it never asks anything in return. It's like a bird: entirely free to fly up in the air, reach new heights. Hope is simply being free, always expecting good things to happen.

viii. The speaker defines "Hope" as a feathered creature that dwells inside the human spirit. This feathery thing sings a wordless tune, not stopping under any circumstances. It's tune sounds best when heard in fierce winds. Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing.

ix. Hope, in Dickinson's view, is inherently positive, a gentle yet powerful force that never demands anything in return. This portrayal of hope can encourage us to look at our own lives and recognize the significance of maintaining hope even when confronted with life's storms.

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : সেন রাজত্বের ভাঙন ঘটায় কে?
উত্তর : বখতিয়ার খলজি।
প্রশ্ন : বাংলার কোন অঞ্চলে সেন রাজবংশের উত্থান ঘটে?
উত্তর : রাঢ় ও গৌড়।
প্রশ্ন : সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল?
উত্তর : দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট।
প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজি কোন জাতির লোক ছিলেন?
উত্তর : তুর্কি আফগান।
প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজির জন্মস্থান কোথায়?
উত্তর : আফগানিস্তানের গরমসিতে।
প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজি কতজন সৈন্য নিয়ে নদীয়া দখল করেন?
উত্তর : মাত্র ১৭ জন।
প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন?
উত্তর : লখনৌতিতে।
প্রশ্ন : বখতিয়ার খলজি কোন অভিযানকালে মারা যান?
উত্তর : তিব্বত অভিযানে।
প্রশ্ন : গিয়াসউদ্দিন খলজি কত বছর লক্ষ্মৌ শাসন করেন?
উত্তর : প্রায় ১৫ বছর।
প্রশ্ন : ইওজ খলজি কার কাছে পরাজিত হন?
উত্তর : নাসিরউদ্দীন।
প্রশ্ন : লক্ষ্মৌর বিদ্রোহী শাসকগণ বাংলার কয়টি অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন?
উত্তর : দুটি।
প্রশ্ন : স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
প্রশ্ন : সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ দখল করেন কত সালে?
উত্তর : ১৩৫২ সালে।
প্রশ্ন : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর বিরুদ্ধে দিল্লির কোন সুলতান অভিযান পরিচালনা করেন?
উত্তর : সুলতান ফিরোজ শাহ।
প্রশ্ন : শাহ-ই বাঙ্গালাহ কার উপাধি?
উত্তর : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
প্রশ্ন : সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ কোন ভাষায় কাব্য রচনা করতেন?
উত্তর : ফার্সি।
প্রশ্ন : বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন কে?
উত্তর : শাহ মুহম্মদ সগীর।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, অধ্যায় ১

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১২. অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালাতে হবে কীভাবে?
ক. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে
খ. ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে
গ. নিজের খেয়ালখুশিমতো
ঘ. নিজেদের প্রত্যাশিত ফলাফলের জন্য

১৩. নিজেরা নিজেদের কাজের বিচার-বিশ্লেষণকে কী বলে?
ক. পরের মতের গুরুত্ব
খ. আত্মমূল্যায়ন
গ. অবমূল্যায়ন
ঘ. স্বীকৃতি প্রদান

১৪. আমাদের কাজের মূল্যায়ন দরকার কেন?
ক. স্বীকৃতির জন্য
খ. লাভবান হওয়ার জন্য
গ. প্রচারের জন্য
ঘ. সঠিক পথে এগোনোর জন্য

১৫. কোনো বন্ধু অনুসন্ধানে অংশ না নিলে আমরা কী করব?
ক. প্রতিবাদ করব খ. নিন্দা জানাব
গ. উৎসাহ দেব
ঘ. দল থেকে বহিষ্কার করব

১৬. আমাদের বন্ধুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখব?
ক. কঠোর খ. ইতিবাচক
গ. বিচারবাদী ঘ. নেতিবাচক

১৭. সব অনুসন্ধান সব মুহূর্তে করা সম্ভব নয়, কারণ—
i. নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে
ii. দূরত্ব বেশি হতে পারে
iii. খরচের ব্যাপার থাকে
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. পর্যবেক্ষণের তথ্য সংরক্ষণ করা যায়—
i. লিখে ii. ছক করে
iii. যাচাই করে
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১ : ১২. ক ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. খ ১৭. ঘ ১৮. ঘ।

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে কী বলে?
উত্তর : বিজ্ঞান।
প্রশ্ন : বিজ্ঞানের তথ্যকে কীভাবে যাচাই-বাছাই করা যায়?
উত্তর : যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে।
প্রশ্ন : আমরা চারপাশের নানা প্রশ্নের উত্তর কীভাবে পাই?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।
প্রশ্ন : যেকোনো বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'গবেষণা' বা 'অনুসন্ধান' করতে হলে প্রথম ধাপ কী হতে পারে?
উত্তর : অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৬

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

6. Fill in the blanks of the passage with appropriate words from the blank.

found, to, before, in, of

Jami was born (a) ___ a poor family. In course (b) ___ time he became rich. He wanted to celebrate his birthday. Unfortunately he fell sick (c) ___ the day. He thought he would not be able to celebrate the day. But he came (d) ___ soon. So he arranged the party and invited all his friends (e) ___ it.

Answers: a. to, b. of, c. in, d. of, e. to.

7. Replace the underlined part of each sentence with a single word.

[Example: Questions-He welcomes me with a smile. Ans: He welcomes me smilingly]

a. It is certain that he will pass.
b. He is a child having no parents.
c. The boy behaves in a polite way.
d. My father is an expert in engineering.
e. The man is without eyesight.

Answers:
a. He will certainly pass.
b. He is an orphan.
c. The boy behaves politely.
d. My father is an engineer.
e. The man is blind.

8. Fill in the gaps with appropriate words.

Collect, Leave, Dirty, Take out, Rubbish, Sometimes, Smell, Wake up, Bin, Mind

a. ___ = to be annoyed or worried by something.
b. ___ = not always.
c. ___ = to bring together.
d. ___ = not clean.
e. ___ = to remove something.
f. ___ = to notice something using nose.
g. ___ = a container for waste.
h. ___ = to get up.
i. ___ = waste.
j. ___ = to go away.

Answers: a. Mind, b. Sometimes, c. Collect, d. Dirty, e. Take out, f. Smell, g. Bin, h. Wake up, i. Rubbish, j. Leave

9. Fill in the blanks with correct form of verbs provided in the brackets.

a. He would ___ in the examination. (pass)
b. I got the letter ___. (write)
c. It is long since I ___ the job. (leave)
d. The man ___ in the hospital is a doctor. (work)
e. My teacher said that Dhaka ___ on the Buriganga. (stand)

Answers: a. pass, b. written, c. left, d. working, e. stands.

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

রসায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৬৮. কোন ধরনের আইসোটোপের সংখ্যা বেশি?
ক. সুস্থিত খ. অস্থিত
গ. নিষ্ক্রিয় ঘ. তেজস্ক্রিয়

৬৯. স্থায়ী কণিকা একত্র হয়ে কোনটি গঠিত হয়?
ক. মৌলিক কণিকা খ. পরমাণু
গ. অণু ঘ. আয়ন

৭০. ইলেকট্রনের ৫ম শেলে উপস্তর সংখ্যা কয়টি?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৭১. নিউক্লিয়াসের ব্যাস কত?
ক. 10^{3}cm খ. 10^{10}cm
গ. 10^{-10}cm ঘ. 10^{-15}m

৭২. হাইড্রোজেনের আইসোটোপ—
i. H এ ইলেকট্রন ১টি, প্রোটন ১টি
ii. D এ নিউট্রন ১টি, ইলেকট্রন ১টি
iii. T এ ইলেকট্রন ১টি, নিউট্রন ২টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৩. কেমোথেরাপিতে কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়?
ক. মৌলিক খ. যৌগিক
গ. তেজস্ক্রিয় ঘ. নিউক্লিয়

৭৪. রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কোন ফসফেট?
ক. ^{23}Pu খ. ^{32}P
গ. ^{99}Tc ঘ. ^{50}Co

৭৫. থাইরয়েড গ্রন্থির কোষকলা বৃদ্ধি প্রতিহত করে কোনটি?
ক. ^{137}Cs খ. ^{131}1
গ. ^{192}Ir ঘ. ^{125}I

৭৬. পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা হয় কোনটি দ্বারা?
ক. ^{12}C খ. ^{13}C
গ. ^{14}C ঘ. ^{16}C

৭৭. Co ব্যবহৃত হয়—
i. ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে
ii. খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে
iii. হার্টে পেসমেকার বসাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭৮. দ্বিতীয় প্রধান শক্তিস্তরকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক. M খ. N
গ. K ঘ. L

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩ : ৬৮. খ ৬৯. খ ৭০. ঘ ৭১. ঘ ৭২. গ ৭৩. গ ৭৪. খ ৭৫. খ ৭৬. গ ৭৭. ক ৭৮. ঘ

হিসাববিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

১০. যেসব আর্থিক ঘটনা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে, তাকে কী বলে?
ক. দৃশ্যমান ঘটনা
খ. অদৃশ্যমান ঘটনা
গ. ঐতিহাসিক ঘটনা
ঘ. স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনা

১১. ঘটনা লেনদেন হতে হলে কী দ্বারা পরিমাপযোগ্য?
ক. চেক দ্বারা
খ. অর্থের অঙ্ক
গ. বিনিময় বিল
ঘ. প্রদেয় বিল

১২. কোনটি অদৃশ্যমান লেনদেনের উদাহরণ?
ক. সাধারণ সঞ্চিতি
খ. বাট্টা সঞ্চিতি
গ. কুঋণ
ঘ. অবচয়

১৩. একটি লেনদেন কমপক্ষে কয়টি হিসাব খাতকে প্রভাবিত করে?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

১৪. 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র' কিসের বৈশিষ্ট্য?
ক. লেনদেনের
খ. জাবেদার
গ. খতিয়ানের
ঘ. হিসাবের

১৫. লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য কতটি?
ক. ৫টি খ. ৭টি
গ. ৯টি ঘ. ১১টি

১৬. লেনদেনের দ্বৈত সত্তা বলতে কী বোঝায়?
ক. দুটি ডেবিট ও ক্রেডিট
খ. দুবার হিসাব লিখন
গ. দুটি পক্ষ বা দুটি খাত
ঘ. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি

১৭. পূর্বে ঘটে যাওয়া আর্থিক ঘটনাকে কী বলে?
ক. ঐতিহাসিক ঘটনা
খ. ভবিষ্যৎ ঘটনা
গ. অদৃশ্যমান ঘটনা
ঘ. দৃশ্যমান ঘটনা

১৮. লেনদেন হতে পারে—
i. দৃশ্যমান
ii. অদৃশ্যমান
iii. ঐতিহাসিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. লেনদেন বলতে বোঝায়—
i. অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য ঘটনা
ii. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে এমন ঘটনা
iii. দুটি পক্ষ আছে এমন ঘটনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী মালিকানাস্বত্বকে প্রভাবিত করার উপাদান কয়টি?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

২১. মালিকানাস্বত্বকে প্রভাবিত করার উপাদান নিচের কোনটি?
ক. নগদান হিসাব
খ. উত্তোলন হিসাব
গ. ব্যাংক হিসাব
ঘ. পাওনাদার হিসাব

২২. কোনটি সঠিক হিসাব সমীকরণ?
ক. L=A+E খ. A=L+E
গ. A=A+L ঘ. A+L+ E=0

২৩. ব্যবসায়ের সম্পদের ওপর তৃতীয় পক্ষের দাবি কী?
ক. দায় খ. সম্পদ
গ. আয় ঘ. মালিকানাস্বত্ব

২৪. মালিকানাস্বত্বের বর্ধিত রূপ কোনটি?
ক. C+R-Ex-D
খ. C-R+Ex-D
গ. C+R+Ex-D
ঘ. C+R+ Ex+D

২৫. মোট দায় বা মালিকানাস্বত্ব হ্রাস পাবে কখন?
ক. মোট সম্পদ বাড়লে
খ. মোট সম্পদ কমলে
গ. মালিকানাস্বত্ব বাড়লে
ঘ. মালিকানাস্বত্ব কমলে

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ২ : ১০. গ ১১. খ ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. ক ১৫. খ ১৬. গ ১৭. ক ১৮. ঘ ১৯. ঘ ২০. খ ২১. খ ২২. খ ২৩. ক ২৪. ক ২৫. খ

কৃষিশিক্ষা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

৮১. বাদাম চাষের জন্য উপযোগী কোন প্রকৃতির মাটি?
ক. কংকরযুক্ত খ. দোআঁশ
গ. বেলে ঘ. এঁটেল

৮২. বাংলাদেশের কোন জেলায় গমের চাষ ভালো হয়?
ক. যশোর খ. নোয়াখালী
গ. ফেনী ঘ. দিনাজপুর

৮৩. ডাল ফসল কোন মাটিতে ভালো হয়?
ক. অম্লীয় মাটি
খ. বেলে দোআঁশ মাটি
গ. ক্ষারীয় চুনযুক্ত মাটি
ঘ. এঁটেল মাটি

৮৪. কোন ধরনের মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী?
ক. নদীবাহিত গভীর পলিমাটি
খ. অম্লীয় মাটি
গ. এঁটেল মাটি
ঘ. ক্ষারীয় চুনযুক্ত মাটি

৮৫. অতিরিক্ত পানি কোন ফসলের জন্য ক্ষতিকর?
ক. পাট খ. গম
গ. ডাল ঘ. ধান

৮৬. মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে কতটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?
ক. ১০টি খ. ২০টি
গ. ৩০টি ঘ. ৪০টি

৮৭. ফসল উৎপাদনের জন্য আদর্শ মাটি কোনটি?
ক. বেলে খ. কাদাময়
গ. এঁটেল ঘ. দোআঁশ

৮৮. রোপা আমন কোন ঋতুর ফসল?
ক. বোরো খ. আউশ
গ. খরিপ-১ ঘ. খরিপ-২

৮৯. বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের মাটি কী ধরনের?
ক. বেলে খ. বেলে দোআঁশ
গ. দোআঁশ ঘ. কর্দম

৯০. পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চলের মাটির ধরন কী রকম?
ক. দোআঁশ খ. বেলে
গ. এঁটেল ঘ. এঁটেল দোআঁশ

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ১ : ৮১. গ ৮২. ঘ ৮৩. গ ৮৪. ক ৮৫. গ ৮৬. গ ৮৭. ঘ ৮৮. ঘ ৮৯. গ ৯০. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজনেস অ্যানালিটিকস অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

■ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিনে বিজনেস অ্যানালিটিকস অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে ১ম ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভর্তির যোগ্যতা

৩/৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি। আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠানে দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা।
আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ : ২৮ অক্টোবর ২০২৪।
নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০২৪।
লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার তারিখ : ১ নভেম্বর ২০২৪।
ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ৪ নভেম্বর।
ক্লাস শুরুর তারিখ : ৮ নভেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স প্রোগ্রাম

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবলিটি স্টাডিজে (আইডিএমভিএস) ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যোগ্যতা : যেকোনো বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি। কমপক্ষে সিজিপিএ ২.৫০ (৪ এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় শ্রেণির সমান।

আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর।
লিখিত পরীক্ষার তারিখ : ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ শুক্রবার, সকাল ১০টা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https//du.ac.bd/body/IDMVS

আগামীকাল থাকবে

■ **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ইংরেজি
■ **ষষ্ঠ শ্রেণি :** বিজ্ঞান
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** হিসাববিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, কৃষিশিক্ষা
■ **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** সাধারণ জ্ঞান
■ **আজ জাতিসংঘ দিবস**

১৯% অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ দেবে লাফার্জহোলসিম | শেয়ারধারীদের জন্য ১৯ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে বহুজাতিক লাফার্জহোলসিম সিমেন্ট। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

হাইডেলবার্গ সিমেন্টের মুনাফা কমে গেছে

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে মুনাফা কমেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হাইডেলবার্গ সিমেন্টের। গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর—এই ৯ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস কমে দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৩১ পয়সায়। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৮ টাকা ৯৪ পয়সা। চলতি বছরের ৯ মাসের মধ্যে সর্বশেষ জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানি লোকসান করেছে। এই তিন মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ১৪ পয়সা। যেখানে গত বছরের একই প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি ৪৮ পয়সা মুনাফা করেছিল। মুনাফা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে কোম্পানিটি জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর কোম্পানিটির বিক্রি কমেছে। পাশাপাশি কমেছে টনপ্রতি দামও। এদিকে মুনাফা কমার খবরে গতকাল শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম প্রায় ১০ টাকা বা ৪ শতাংশ কমেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিনিয়োগ শিক্ষা প্রসারে কাজ করবে জিপি

দেশজুড়ে বিনিয়োগ শিক্ষা প্রসারে গ্রামীণফোনের (জিপি) সহায়তা চেয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গতকাল মঙ্গলবার গ্রামীণফোনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ এ সহায়তা চান। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা অটো রিসব্যাক, বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগের প্রধান চৌধুরী তাজরিন ইসরাত। বিএসইসির পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির কমিশনার ফারজানা লালারুখ। সভায় বিএসইসির পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল কোম্পানি গ্রামীণফোনের দেশজুড়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে একসঙ্গে কাজ করবে বিএসইসি ও গ্রামীণফোন।
বিজ্ঞপ্তি

ইইউতেও বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমছে

চলতি বছরের প্রথম আট মাস জানুয়ারি-আগস্টে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশ ১ হাজার ২৯১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের ১ হাজার ৩৩৮ কোটি ডলারের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ কম। ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, এ বছরের প্রথম আট মাসে ইইউর কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ হাজার ৯৩২ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ কম। ইইউতে তৈরি পোশাক রপ্তানির শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটি গত জানুয়ারি-আগস্ট আট মাসে ইইউতে ১ হাজার ৫৬২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ১০ শতাংশ কম।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আবার বাড়ছে নীতি সুদ, ঋণের সুদও ঊর্ধ্বমুখী

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ

নতুন এই নীতি সুদহার কার্যকর হবে ২৭ অক্টোবর থেকে। এর আগে সর্বশেষ গত ২৪ সেপ্টেম্বর নীতি সুদহার বাড়ানো হয়েছিল।

- রেপো সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ শতাংশ।
- কমেছে সাপ্তাহিক রেপো নিলামের সংখ্যা। আগামী মাস থেকে সপ্তাহে এক দিন নিলাম।
- সেপ্টেম্বরে ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে আবারও বড় ব্যবধানে নীতি সুদহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে ওভারনাইট রেপো সুদহার ১০ শতাংশে উন্নীত হবে। তাতে বাড়বে ঋণসহ সব ধরনের ব্যাংকিং পণ্যের সুদের হার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে গতকাল দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, নীতি সুদহার বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত ২৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। মুদ্রানীতিতে সংকোচনমূলক পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি সুদহার বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে সর্বশেষ গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক ওভারনাইটে রেপো নীতি সুদহার ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করেছিল। এখন তা আরও বাড়ানো হলো।

রেপো হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর টাকা ধার নেওয়ার একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো তাদের জরুরি প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে। রেপো সুদহার বেড়ে যাওয়ার মানে হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর টাকা ধারের সুদ বেড়ে যাওয়া। সাধারণত নীতি সুদহার বাড়লে ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য পণ্যের সুদের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার বাড়িয়ে বাজারে অর্থ সরবরাহের লাগাম টানা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, নীতি সুদহার বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার লক্ষ্যে সুদহার করিডরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটির (এসএলএফ) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুদহার ১১ শতাংশ থেকে ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে সাড়ে ১১ শতাংশ এবং নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) ৫০ ভিত্তি পয়েন্ট বাড়িয়ে সাড়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছে।

নীতি সুদহার বাড়তে থাকায় ব্যাংকের ঋণের সুদহারও এখন ঊর্ধ্বমুখী। গত সেপ্টেম্বর শেষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদহার বেড়ে ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, ঋণের সুদহার বাড়তে থাকায় বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাড়ছে ব্যবসার খরচও। এ কারণে ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় ঋণের সুদ কমানোর দাবি জানিয়েছেন। তবে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে অনড় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'নীতি সুদহার বাড়ানোর ফলে ব্যাংকঋণের সুদও বাড়বে। পাশাপাশি ব্যাংক খাতে তারল্য সরবরাহেও টান পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে ঋণের উচ্চ সুদ বিদ্যমান থাকলে তাতে ঋণখেলাপি বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া পণ্য আমদানির খরচও বাড়বে। তাই যত দ্রুত সম্ভব আমাদের উচিত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি থেকে বের হয়ে ব্যাংকঋণের সুদহার কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া। তা না হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।'

সর্বশেষ দফায় নীতি সুদহার বাড়িয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, ২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত মুদ্রানীতি কমিটির পঞ্চম সভায় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংকোচনমূলক নীতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, সর্বশেষ গত মাসে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে থাকলেও তা আগের মাসের তুলনায় কিছুটা কমেছে। সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ।

এদিকে চলতি মাসে বাজারে ডিম, চাল, পেঁয়াজসহ প্রায় প্রতিটি পণ্যের দাম বেড়েছে। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে সরকার কিছু পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। তাতে ডিমের মতো পণ্যের দাম কিছুটা কমে। তবে বাজারে নতুন করে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও পেঁয়াজের। পণ্যগুলোর দাম কমাতে সরকার শুল্ক-করে ছাড় দিলেও এর সুফল এখনো বাজারে পড়েনি।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রেপোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা ধার করার সুযোগ আরও সীমিত করা হয়েছে। গত সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী মাস থেকে সপ্তাহে এক দিন রেপো নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে সপ্তাহে দুই দিন রেপো নিলামের মাধ্যমে টাকা ধারের সুবিধা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সোমবার ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের কাছে পাঠানো এ-সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, আগামী মাস থেকে প্রতি মঙ্গলবার ৭, ১৪ ও ২৮ দিন মেয়াদি রেপো নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। তবে মঙ্গলবার ছুটি থাকলে পরবর্তী কর্মদিবসে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, নগদ জমা সংরক্ষণের (সিআরআর) সুবিধার্থে রিজার্ভ মেইনটেন্যান্স পিরিয়ডের (আরএমপি) দিনে ওভারনাইট বা এক দিনের রেপো নিলামের সুবিধা থাকবে। এ ছাড়া দৈনিক ভিত্তিতে প্রচলিত নীতি সুদহার করিডরের ঊর্ধ্বসীমা স্ট্যান্ডিং লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) ও করিডরের নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

ব্যাংকিং খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, ব্যাংক খাতে বর্তমানে তারল্য নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা নেই। তাই রেপো নিলাম সপ্তাহে এক দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নূরুল আমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, ১০-১২টি ব্যাংকের তারল্যঘাটতি থাকলেও সার্বিকভাবে ব্যাংক খাতে তারল্য আছে। তাই ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকনির্ভরতা কমলে সেটা ভালো হবে।

তেজপাতা চাতালে তেজপাতা শুকাতে দিয়েছেন শাহ আলী। গ্রাম থেকে ১৫-২০ টাকা কেজি কিনে আনা কাঁচা তেজপাতা শুকিয়ে বিক্রি করেন তিনি। শুকানোর পর বিক্রি করেন ৬০-৭০ টাকা কেজি। গতকাল রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

রাজস্ব ঘাটতি ২৫৫৯৭ কোটি টাকা

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে শুল্ক-কর আদায়ে গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের রাজস্ব আদায়ে গত জুলাই ও আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাস জুলাই-সেপ্টেম্বরে সার্বিকভাবে শুল্ক ও কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি এনবিআর।

জুলাই মাসের শুরু থেকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশজুড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন হয়। তখন প্রায় সবকিছু বন্ধ ছিল বললেই চলে। সাধারণ ছুটির পাশাপাশি কারফিউও ছিল বেশ কয়েক দিন। এসবের প্রভাব পড়েছে শুল্ক-কর আদায়ে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার পরিবর্তনের পরও আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। যে কারণে কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় করা যায়নি বলে জানান এনবিআরের শুল্ক ও কর বিভাগের কর্মকর্তারা।

এনবিআরের হিসাব অনুসারে, গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৯৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭০ হাজার ৯০৩ কোটি টাকা। এ সময়ে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়েও কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। গতবার জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে সব মিলিয়ে ৭৪ হাজার ৪৮৮ কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায় হয়েছিল। এর চেয়ে ৪ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে এবার, অর্থাৎ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

তিন মাসের শুল্ক-কর আদায়

মাস	লক্ষ্য	আদায়
জুলাই	২৫,৫৬৯	২০,২৬৯
আগস্ট	৩১,৬০৭	২১,৬২৯
সেপ্টেম্বর	৩৯,৩২৪	২৯,০০২
মোট	৯৬,৫০০	৭০,৯০৩

হিসাব কোটি টাকায় সূত্র : এনবিআর

তিন মাসজুড়েই মন্দা

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পুরো প্রথম প্রান্তিকেই (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রাজস্ব আদায়ে মন্দাভাব চলছে। কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি কর ও শুল্ক কর্মকর্তারা।

জুলাই মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ২৫ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে ২০ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা। অর্থবছরের প্রথম মাসেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি।

পরের মাস আগস্টেও একই অবস্থা দেখা গেছে। ওই মাসে ৩১ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২১ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। ওই মাসে রাজস্ব আয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হয়।

সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩৯ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। আদায় হয়েছে ২৯ হাজার ২ কোটি টাকা। এই মাসেও রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

সব খাতেই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ও আয়কর—এই তিন খাতের কোনোটিতেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তিন খাতেই আগের বছরের চেয়ে রাজস্ব আদায় কমেছে, অর্থাৎ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয়েছে আয়কর খাতে। তিন মাসে ঘাটতি হয় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকার মতো। এই খাতে আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৩৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এ সময়ে আদায় হয়েছে ২৩ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ কোটি টাকা কম।

আমদানি খাতে তিন মাসে ২৮ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে আদায় হয়েছে ২২ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা। এই খাতে ঘাটতি হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে দেড় হাজার কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে ভ্যাট বা মূসক আদায়ে ঘাটতি হয়েছে ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ভ্যাট আদায় হয়েছে ২৫ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা। এ সময়ে এই খাতের লক্ষ্য ছিল ৩৪ হাজার ১৮১ কোটি টাকা। আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে তিন হাজার কোটি টাকার মতো কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের জন্য সব মিলিয়ে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার শুল্ক ও কর, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এনবিআর কর্মকর্তারা মনে করেন, বছরের শেষের দিকে কর আদায়ে গতি বাড়বে।

বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ জন্য বহুজাতিক সংস্থাটির আরোপিত নানা ধরনের শর্ত মানতে হচ্ছে। রাজস্ব খাতও বাদ যায়নি এই শর্ত থেকে। সে অনুযায়ী, এই খাতে বড় দুটি শর্ত হলো প্রতিবছর জিডিপির দেড় শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে ও ২০২৭ সালের মধ্যে সব ধরনের করছাড় তুলে দিতে হবে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর কৌশল ঠিক করতে হবে।

এমটিবির ২৫ বছর উদ্‌যাপন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর উদ্‌যাপন শুরু করেছে বেসরকারি খাতের মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক বা এমটিবি। ব্যাংকটি জানিয়েছে, সপ্তাহজুড়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে রাজধানীর এমটিবি সেন্টার, এমটিবি টাওয়ারসহ দেশের সব শাখা ও উপশাখায়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সকালে রাজধানীর বাংলামোটরের এমটিবি টাওয়ারের স্যামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। এ সময় ব্যাংকের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের এমডি সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সাফল্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের পারস্পরিক বিশ্বাস। গত ২৫ বছরে ১৩ লাখের বেশি গ্রাহকের সঙ্গে গড়ে ওঠা দৃঢ় সম্পর্ক সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে দেশজুড়ে এমটিবির ১২০টি শাখা, ৪১টি উপশাখা, ১৮২টি এজেন্ট ব্যাংকিং সেন্টার, ৮টি এয়ার লাউঞ্জ এবং ৪টি ফরেন এক্সচেঞ্জ বুথ রয়েছে।

আরও যাঁদের অনলাইন রিটার্ন জমা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চার সিটি করপোরেশনে অবস্থিত আয়কর সার্কেলের অধিভুক্ত সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকার, মোবাইল প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ছয়টি বড় কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এক আদেশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ কথা জানিয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, আয়কর আইনের ক্ষমতাবলে চার ধরনের ব্যক্তি করদাতাদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর দাখিল বাধ্যতামূলক করল। তালিকার প্রথমে রয়েছেন ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের আয়কর সার্কেলের অধিক্ষেত্রভুক্ত সব সরকারি কর্মচারী। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তৃতীয়ত, দেশের সব মোবাইল টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও অনলাইনে রিটার্ন দিতে হবে।

এ ছাড়া ছয়টি বড় বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। কোম্পানিগুলো হলো ইউনিলিভার বাংলাদেশ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি, ম্যারিকো বাংলাদেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ, বাটা শু কোম্পানি (বাংলাদেশ) এবং নেস্‌লে বাংলাদেশ।

পেঁয়াজ রোপণ খেতে কৃষকেরা দলবেঁধে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ রোপণে ব্যস্ত। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার চর টেপুরাকান্দি এলাকায়। ছবি : আলীমুজ্জামান

নতুন করে আরও ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত

এর আগে গত ৮ অক্টোবর সরকার ৭ প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সরকার নতুন করে ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছে ১২ প্রতিষ্ঠানকে। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই ডিম আমদানির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে গত ৮ অক্টোবর ৭ প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৪ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। সে হিসাবে দুই সপ্তাহে ১৯ প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৮ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অনুমতি বলবৎ থাকবে।

সরকার ডিম আমদানির অনুমতি দিলেও এ ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে। প্রথম শর্তটি হলো এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু-মুক্ত দেশগুলো থেকে ডিম আমদানি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ডিমের প্রতিটি চালানের জন্য রপ্তানিকারক দেশের সরকার নির্ধারিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বার্ড ফ্লু ভাইরাস ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ামুক্ত থাকার সনদ দাখিল করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রতিটি চালানের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। চতুর্থত, অনুমতি পেলে সাত দিন পরপর এ-সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

কয়েক দিন আগে বাজারে প্রতি ডজন ডিমের দাম বেড়ে ১৯০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। তখন সরবরাহে ঘাটতির কারণে ডিম পাওয়া যাচ্ছিল না। আমদানির অনুমতি দেওয়ায় ডিমের দাম কমে আগের জায়গায় আসে। প্রতি ডজন ডিম এখন ১৫৫-১৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

যদিও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্প্রতি ডিমের 'যৌক্তিক দাম' নির্ধারণ করে দেয়। অধিদপ্তর জানায়, প্রতিটি ডিমের দাম হবে উৎপাদন পর্যায়ে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১১ টাকা ০১ পয়সা ও খুচরা পর্যায়ে ১১ টাকা ৮৭ পয়সা। আর ডজন হবে ১৪২ টাকা ৪৪ পয়সা।

অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ডিম আমদানিতে সাময়িকভাবে শুল্ক-কর প্রত্যাহারের সুপারিশ করে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। এরপর ১৭ অক্টোবর ডিম আমদানিতে করছাড় ঘোষণা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ডিম আমদানিতে শুল্কহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ শুল্ক-সুবিধা থাকবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগে অনুমতি পাওয়া সাত প্রতিষ্ঠানের ডিম আমদানির প্রক্রিয়া এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

আগের দফায় অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান হিমালয়ের স্বত্বাধিকারী রমজান আলী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্রথমে পূজার ছুটি ও পরে টার্মিনাল উদ্বোধন—দুই কারণেই বেনাপোল দিয়ে ডিম আমদানি করা যায়নি। আগামী সপ্তাহে ডিম বাংলাদেশে ঢুকবে। আমরা ডিম আমদানি করছি ভারতের হায়দরাবাদ থেকে।'

তালিকাভুক্তি নিয়ে আলোচনা

চট্টগ্রামের তিন উদ্যোক্তার সঙ্গে বিএসইসির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে ভালো কোম্পানি আনতে চট্টগ্রামভিত্তিক তিনটি শিল্প গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শিল্প গ্রুপ তিনটি হচ্ছে পিএইচপি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বিএসআরএম গ্রুপ ও প্যাসিফিক জিনস গ্রুপ। গত সোমবার চট্টগ্রামের র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পিএইচপি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলীহোসাইন আকবরআলী, প্যাসিফিক জিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীরসহ কয়েকজন শিল্পোদ্যোক্তা এই বৈঠকে অংশ নেন। বিএসইসির পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। এ সময় বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী, আলী আকবর, ফারজানা লালারুখসহ সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিএসইসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৈঠকের বিষয়ে জানানো হয়।

আলোচনাকালে পিএইচপি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সুফি মিজানুর রহমান বলেন, সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে এ কাজ করছে পিএইচপি গ্রুপ।

বৈঠকে বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলীহোসাইন আকবরআলী বলেন, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি কোম্পানি স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুশাসনও নিশ্চিত করে। এ সময় তিনি তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তাদের শেয়ার ডি-ম্যাট ফরমে রাখার ক্ষেত্রে অনিয়ম রোধে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্যাসিফিক জিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর বলেন, তৈরি পোশাক খাতের কোম্পানিগুলোর ব্যবসা পরিচালনায় বড় অঙ্কের চলতি মূলধন লাগে। কিন্তু পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিমালায় পুঁজির ব্যবহার নিয়ে কিছু জটিলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার আনা হলে তৈরি পোশাক খাতের কোম্পানির জন্য পুঁজিবাজার থেকে অর্থায়নের সুযোগ বাড়বে।

বৈঠকে বিএসইসির পক্ষ থেকে বলা হয়, ভালো মৌলভিত্তি ও প্রতিষ্ঠিত শিল্প গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করতে বিএসইসি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে বিএসইসি। সংস্থাটির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, 'দীর্ঘকাল যেসব কোম্পানি সাফল্য ও সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করছে এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে, শেয়ারবাজারেও তাদের অংশগ্রহণ আমাদের কাম্য।'

সাবেক প্রেসিডেন্টের কারাদণ্ড

দুর্নীতির মামলায় পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো টলেডোকে ২০ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত। এএফপি, লামা

সংক্ষেপে

যুক্তরাষ্ট্র

গুলিতে নিহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলে একটি বাড়ির কাছে নির্বিচার গুলির ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত সোমবার এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন এ কথা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে কিং কাউন্টির শেরিফ দপ্তর জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন শিশু রয়েছে। ওই বাড়িতে থাকা এক কিশোরীও গুলিতে আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের শেরিফ দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নিয়েছেন শেরিফ দপ্তরের ডেপুটিরা। নির্বিচার গুলির ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই একই পরিবারের সদস্য কি না, সেটি তাৎক্ষণিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি। হামলার কারণ উদ্‌ঘাটনে কাজ চলছে বলেও জানিয়েছে শেরিফ বিভাগ।
রয়টার্স

সুদান

বিমান হামলায় নিহত ৩১

সুদানের মধ্যাঞ্চলীয় শহর ওয়াদ মাদানির একটি মসজিদে বিমান হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির একটি দাতব্য সংস্থা ওয়াদ মাদানি রেজিস্ট্যান্স কমিটির বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, গত রোববার আল-জাজিরা রাজ্যের রাজধানী ওয়াদ মাদানির একটি মসজিদে বিমান হামলা চালায় সামরিক বাহিনী। নিহত ব্যক্তিদের অর্ধেকের বেশির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী ও দেশটির আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে। দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলা এ যুদ্ধে হাজারো মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।
এএফপি, *কাসালা*

তেল আবিবে জরুরি অবস্থা

হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

তেল আবিব ও হাইফায় প্রথমবারের মতো মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কথা জানিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।

আল-জাজিরা

ইসরায়েলের তেল আবিব শহরের উপকণ্ঠে সামরিক গোয়েন্দা ইউনিটের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ। গতকাল মঙ্গলবার এ হামলার পর তেল আবিবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয় বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরের কার্যক্রম।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলের উপকণ্ঠে গ্লিলত সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট ৮২০০-এর ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। এর আগে তেল আবিবের উপকণ্ঠে নিরিত এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে তারা।

তেল আবিব ও হাইফায় প্রথমবারের মতো মধ্যম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কথাও জানিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। দাবি করা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হাইফা শহরের 'স্টেলা ম্যারিস নৌঘাঁটিতে' এ হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে হামলার পরপরই তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সাইরেন বাজতে শোনা যায়। এ সময় শহরটির বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ ওঠানামা সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে হামলায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

এ ছাড়া তেল আবিবের কাছে সিজারিয়া এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একটি ছবি টেলিগ্রামে পোস্ট করেছে হিজবুল্লাহ। যদিও এর বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। সিজারিয়ায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবন রয়েছে।

এর আগে গত শনিবার সিজারিয়ায় নেতানিয়াহুর বাসভবনে আঘাত হানে হিজবুল্লাহর একটি ড্রোন। ওই সময় নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সেখানে ছিলেন না। এ ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।

ইসরায়েলি বিমান হামলার পর ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে জীবিতদের উদ্ধারে মরিয়া চেষ্টা। গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতের উপকণ্ঠ জানাহতে। ছবি : এএফপি

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থল অভিযানের পাশাপাশি লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। ২৪ ঘণ্টায় হিজবুল্লাহর ৩০০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর কথা গত সোমবার জানিয়েছিল ইসরায়েলি বাহিনী।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে দেশটির সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতাল চত্বরে সোমবার ইসরায়েলের বিমান হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২৪ জন।

এ ছাড়া পূর্বাঞ্চলীয় শহর বালবেকে ইসরায়েলের হামলায় ছয়জন নিহত হন। ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চার উদ্ধারকর্মীও নিহত হয়েছেন।

এদিকে গাজা ও লেবাননে যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা জোরদারে আবারও মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। গতকাল তিনি ইসরায়েলে পৌঁছান।

উত্তর গাজায় লাশের গন্ধ

ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার জাবালিয়া, বেইত হানুন ও বেইত লাহিয়া শহর অবরুদ্ধ করে দুই সপ্তাহের বেশি সময় স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতেও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে রাস্তাঘাট ও বিধ্বস্ত ভবনের নিচে পড়ে থাকা লাশ পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও কর্মসংস্থানবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর প্রধান ফিলিপ্পে লাজ্জারিনি বলেছেন, রাস্তাঘাট ও ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে লাশ পড়ে থাকায় সর্বত্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। লাশ উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা প্রদানের সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৪৮ ঘণ্টায় গাজায় আরও ১১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪৮৭ জন। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় ৪২ হাজার ৭১৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

মিত্রদের একজোট করছেন পুতিন

ব্রিকস সম্মেলন শুরু

এএফপি, *মস্কো*

রাশিয়ার পশ্চিমের নগর কাজানে গতকাল মঙ্গলবার নৈশভোজের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ব্রিকস সম্মেলন। তিন দিনের এই সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ বিশ্বের বেশ কয়েকজন নেতা রাশিয়ায় গেছেন। ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর এই প্রথম রাশিয়ায় এত বৃহৎ কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রায় আড়াই বছর আগে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। ইউক্রেনে আক্রমণের জেরে পশ্চিমা বিশ্ব নানা অর্থনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাশিয়াকে বাকি বিশ্ব থেকে 'বিচ্ছিন্ন' করে ফেলতে চেয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজন করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেখাতে চেয়েছেন পশ্চিমাদের সেই চেষ্টা কতটা ব্যর্থ হয়েছে। এবারের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও ভারত মিলে ১৫ বছর আগে ব্রিকস জোট গঠন করে। পরের বছর যোগ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্ত হয়।

প্রতিটি ভোটের জন্য ছুটতে হচ্ছে কমলা ও ট্রাম্পকে

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

- ট্রাম্পের বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আক্রমণ করছেন কমলা। গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে জোর।
- ট্রাম্পের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিষয়টিকে প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দোদুল্যমান সাতটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটি ভোটকেই মূল্যবান মনে করা হচ্ছে। তাই প্রতিটি ভোটের জন্যই ছুটছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল মঙ্গলবার লাতিন ভোটারদের কাছে টানতে তাঁদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্প। অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা গতকাল সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন।

এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দোদুল্যমান ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাঁরা যেদিকে ঝুঁকবেন, হোয়াইট হাউসের পাল্লা তাঁর দিকে ভারী হবে। তাই এই ভোটারদের কাছে টানতে কমলা ও ট্রাম্পের প্রচারশিবির থেকে কোটি কোটি ডলার অর্থ খরচ করা হচ্ছে। তবে নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে বিভিন্ন জরিপে দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের বিষয়টিই দেখানো হচ্ছে।

নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন, ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাস গড়বে। যুক্তরাষ্ট্রে হয় প্রথমবার কোনো নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন অথবা কোনো ফৌজদারি মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হবেন।

এর মধ্যেই গত রোববার ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন কমলা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বয়স ৭৮ বছর। কমলার পক্ষ থেকে ট্রাম্পের বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার তিনি এনবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকার দেন। এ ছাড়া নির্বাচনে তাঁর পক্ষে কথা বলতে মাঠে নেমেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি কমলার হয়ে উইসকনসিন ও মিশিগানে প্রচার চালাবেন। এদিকে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে অভিবাসনবিরোধী আক্রমণ জোরদার করা হয়েছে। তিনি ফ্লোরিডায় লাতিন ভোটারদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। এরপর তিনি নর্থ ক্যারোলাইনায় প্রচার চালাবেন। ট্রাম্পের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিষয়টিকে প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে বিভিন্ন প্রচারে ট্রাম্প নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর বাইরেও নানা মন্তব্য করেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশটির কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পুরোদমে চলছে আগাম ভোট গ্রহণ। সর্বশেষ আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে ফ্লোরিডা ও উইসকনসিনে। ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়াসহ ৪৭টি অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোটের প্রস্তুতি চলছে। গত সোমবার ফ্লোরিডায় আগাম ভোট শুরু হয়, উইসকনসিনে শুরু হয়েছে গতকাল। আগাম ভোট গ্রহণ মূলত নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে শুরু হয়। চলে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

গত সপ্তাহে জর্জিয়ায় আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সেখানে এবার রেকর্ডসংখ্যক ভোটার ব্যালট সংগ্রহ করেন। অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে শুধু আলাবামা, মিসিসিপি ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে আগাম ভোট হয় না। ডাকযোগে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও এসব অঙ্গরাজ্যে কড়াকড়ি রয়েছে।

ইলেকশন প্রজেক্ট নামের একটি স্বতন্ত্র সংস্থা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত ডাকযোগে বা সরাসরি প্রায় দেড় কোটি ভোটার ভোট দিয়ে ফেলেছেন। ২০২০ সালে যে পরিমাণ ভোট পড়েছিল, এ ভোট প্রায় তার ১০ শতাংশ।

অনশন প্রত্যাহার কলকাতার শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের

রয়টার্স, *কলকাতা*

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতার শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা ১৭ দিন পর আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন দাবিতে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন।

ভুক্তভোগী ওই চিকিৎসকের মা-বার অনুরোধে অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। অবশ্য সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ আরও বাড়ানো এবং চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বিচার দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন তাঁরা। যৌন নিপীড়ন সামলানো নিয়ে চাপের মুখে রয়েছে রাজ্য সরকার। গত সোমবার আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের বেশির দাবিই মেনে নিতে রাজি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক নারী চিকিৎসকের মরদেহ পাওয়া যায়। তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘটনায় পুলিশের এক স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের মুখপাত্র দেবাশীষ হালদার বলেন, অনশনরত চিকিৎসকদের শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি রাজ্যের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ভুক্তভোগী চিকিৎসকের মা-বাবা। কারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছেন।

অনশনরত কয়েকজনের মারাত্মক পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

সংবিধান সংশোধনীর প্রতিবাদে বিক্ষোভের হুমকি পিটিআইয়ের

জিও নিউজ, *পেশোয়ার*

আলী আমিন গান্দারপুর

পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভের হুমকি দিয়েছে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই-ইনসাফ (পিটিআই)। দলটির নেতা ও খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুর গতকাল মঙ্গলবার এ হুমকি দেন। তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। তবে বিক্ষোভের কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি তিনি।

পেশোয়ারে সাংবাদিকদের গান্দারপুর বলেন, বিচার বিভাগ সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে সাংবিধানে যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তা মেনে নেবে না পিটিআই।

গান্দারপুর আরও বলেন, 'সংবিধানের এই সংশোধনী স্বাধীন বিচার বিভাগের ওপর আঘাত। আমরা সংবিধানের এই অবৈধ সংশোধনীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব।' পিটিআই নেতা অভিযোগ করেন, এই সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমান শাসকেরা অনুকূল রায়ের জন্য তাঁদের পছন্দের বিচারক নিয়োগ করবেন।

গত রোববার গভীর রাতে পার্লামেন্টের অধিবেশনে বিচারিক সংস্কারসংক্রান্ত সাংবিধানিক সংশোধনী পাস হয়। এই সংশোধনীর অধীনে এখন একটি সংসদীয় কমিটি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করবে। তাঁর মেয়াদকাল হবে তিন বছর।

পার্লামেন্টে সংশোধনী পাসের ক্ষেত্রে ২২৪ ভোট দরকার ছিল। ভোট পড়ে ২২৫টি। কিছু বিদ্রোহী সদস্য ভোট দিলেও দল হিসেবে পিটিআই ভোট বর্জন করে।

পার্লামেন্টে এ সংশোধনী পাসের পর প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এতে সম্মতি দেওয়ায় এটি এখন আইনে রূপ নিয়েছে।

ভালো থাক শীতে ত্বক | শীতে ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের আগে ত্বকের মরা কোষ পরিষ্কার করে নিতে হবে। এতে ত্বক কোমল থাকবে।

শ্যারেন্টিং করে শিশুর যে ক্ষতি ডেকে আনছেন

সন্তানকে অনলাইনের কনটেন্ট বানানোর ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে।
মডেল : নিশাত ও আরাশ, ছবি : সুমন ইউসুফ

মৃণাল সাহা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের সন্তানদের জীবন ভাগাভাগি করে নেওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু সন্তান যখন আপনার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বড় একটা অংশ হয়ে পড়ে, তখন তা অজান্তেই ডেকে আনতে পারে বিপদ। সন্তানের ছবি বা ভিডিওকে কনটেন্ট বানিয়ে আপনি আসলে শ্যারেন্টিং করছেন।

'শ্যারেন্টিং' মূলত একটি সন্ধি শব্দ। 'শেয়ারিং' ও 'প্যারেন্টিং'—এই শব্দ দুটির মিশ্রণে তৈরি হয়েছে 'শ্যারেন্টিং'। এটি অতিরিক্ত ডিজিটাল শেয়ারিংয়েরই আরেক রূপ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় বেশির ভাগ মানুষই অতি তৎপর। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিয়মিতই ভাগাভাগি করতে থাকেন নিজেদের ছবি, প্রতিদিনকার ঘটনাবলি। কিন্তু এটাই যখন নিজেদের ছাড়িয়ে সন্তানদের গণ্ডিতে প্রবেশ করে; সন্তানের ছবি ও দৈনন্দিন ঘটনায় ছেয়ে যায় টাইমলাইন, তখনই সেটা শ্যারেন্টিং।

কীভাবে শুরু হয়

ভেবে দেখুন তো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত এক বছরে কতজনের সন্তান জন্মের সংবাদ পেয়েছেন? পরে তাঁদের প্রোফাইল থেকে না চাইতেও কনটেন্ট আকারে নিয়মিত সামনে আসছে সন্তানের আপডেট, কী খাচ্ছে, কী করছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে নাকি হাঁটতে পারছে, এমন সব তথ্য। সেই কনটেন্ট দেখে আপনি হয়তো খুশিই হচ্ছেন। যে অভিভাবক শিশুর ছবি-ভিডিও পোস্ট করছেন, তাঁদের মাথাতেও হয়তো একই ভাবনা—আনন্দ। এভাবেই শ্যারেন্টিংয়ের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে মা-বাবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পুরোটাই দখল করে নেয় সন্তানেরা। তারাই হয়ে ওঠে মূল কনটেন্ট। তাদের স্কুলজীবন, প্রতিদিনের কার্যকলাপ, মজার ঘটনা, দুঃখের ঘটনা; একে একে সবই ঠাঁই পায় ফেসবুকের পাতায়। অনেকে আবার স্মৃতি হিসেবে নিয়মিত ছবি, গল্প শেয়ার করে রাখেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই করে তোলেন ব্যক্তিগত ডিজিটাল আর্কাইভ। সঙ্গে ডেকে আনেন সন্তানের বিপদ।

কী বিপদ

শ্যারেন্টিংয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার জন্য সন্তানকে ইন্টারনেট সেনসেশন হওয়ার প্রয়োজন নেই। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। মা-বাবার ভালো লাগা, পছন্দ-অপছন্দ অজান্তেই আপন করে নেয় তারা। বাবা-মায়ের কল্যাণে তাদের জীবনের প্রতিটি তথ্য এখন সবার জন্য উন্মুক্ত। ইন্টারনেটের বন্ধুরাই যখন প্রথমবারের মতো সামনে আসে, তখন মনের অজান্তেই আপনার সন্তানের একটা ইমেজ তৈরি করে তারা। সেই ইমেজ ধরে রাখতে না পেরে শিশু নিজেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এ ছাড়া প্রত্যাশার একটা আলাদা চাপ তৈরি হয় শিশুদের মনে। পাশাপাশি রয়েছে নেতিবাচক পোস্ট। সন্তানদের পরীক্ষার ফলাফল, তাদের নিয়ে করা হাসি-ঠাট্টা কিংবা মজার ঘটনাও অনেকে ইন্টারনেটে শেয়ার করেন। আপাতদৃষ্টে ঘটনাটা মজার মনে হলেও সন্তানের জন্য হয়তো তা মজার নয়। মা-বাবা থেকে শুরু করে ইন্টারনেটের হাজারো মানুষের হাসি-ঠাট্টা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে শিশুর মানসিকতায়। শিশুর বেড়ে ওঠার বয়সে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে এই হাসি-ঠাট্টা।

সন্তানের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা জরুরি

ডা. মো. জোবায়ের মিয়া
সহকারী অধ্যাপক, মনোরোগ বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব শিশুর উপস্থিতি বেশি, তাদের বেড়ে ওঠায় কোনো না কোনোভাবে সেটা প্রভাব ফেলবে। মোটাদাগে দুটি বিষয়ের কথা বলা যায়, এক. শিশুর আচরণগত সমস্যা তৈরি হবে, দুই. শিশুর নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখা দেবে।

প্রথম বিষয়টা বিশদে করা যাক। যেসব শিশুর ছবি বা ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে, একটা সময় পর তাদের মধ্যে একধরনের নার্সিসিজম তৈরি হবে। ধীরে ধীরে শিশু নিজেও ফোনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। চাইলেও সেই আসক্তি ছাড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে। শিশুর মধ্যে যেকোনো বিষয়ে মনোযোগের অভাব দেখা দেবে। অন্যের প্রতি মমত্ববোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই ধরনের অভ্যাস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই শিশুরা শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতেই ভালোবাসে।

একই সঙ্গে শিশুর নিরাপত্তা সারাক্ষণ হুমকির মুখে থাকবে। যেহেতু শিশুর নানা ধরনের ভিডিও, ছবি অনলাইনে ঘুরে বেড়াবে, তাই চাইলেই শিশুকে জিম্মি করে ফেলা সহজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে শিশু বুলিংয়ের শিকার হতে পারে, যা তার শৈশবকে আরও বিষিয়ে তুলবে। অনেক সময় মা-বাবা সেটা বুঝতেও পারবেন না। তবে শিশুর বেড়ে ওঠা আর স্বাভাবিক থাকবে না।

তাই বাবা-মায়েরা যদি প্রফেশনাল ব্লগার বা কনটেন্ট ক্রিয়েটরও হয়ে থাকেন, সন্তানকে মডেল বানানোর বদলে অ্যানিমেশন ব্যবহার করতে পারেন। শিশুকে এসব উদ্দেশ্যে ক্যামেরার মুখোমুখি না করাই ভালো।

বেশি বেশি ছবি-ভিডিও-তথ্য সন্তানের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎকে শঙ্কার মধ্যে ফেলতে পারে। একটা সময় ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে মা-বাবার কাছ থেকে তথ্য লুকানোর চেষ্টা করে সন্তান। তাই নিজের অজান্তেই সন্তানের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে পারেন আপনি।

অন্য বিপদ

শ্যারেন্টিং যে শুধু সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, তা-ই নয়। বরং সন্তানের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ে। ইন্টারনেটে কোনো তথ্য দেওয়া মানেই পৃথিবীর সবার জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়া। ফেসবুকে যখন সন্তানের স্কুলের ফলাফল নিয়ে আহ্লাদ করছেন, তখন আপনার অজান্তেই কেউ না কেউ আপনার সন্তানের স্কুলের সব তথ্য জেনে যাচ্ছে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আনন্দ করার ছবি যখন ইন্টারনেটে দিচ্ছেন, তখন তা দেখতে পারছেন যে কেউ। ডিজিটাল যুগে সব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত। চাইলেই বিকৃত মানসিকতার যে কেউ তা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন। এতে শুধু নিজের সন্তান নয়, তার বন্ধুবান্ধবকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছেন।

তাহলে কি একেবারেই শেয়ার করা যাবে না

যথেষ্ট গোপনীয়তা বজায় রেখে শেয়ার করা যেতেই পারে। অনেকেই এখন নিজেদের সন্তানের মুখ ঢেকে রেখে ছবি পোস্ট করেন। কেউ আবার সন্তানের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রেখে গল্প করেন। স্কুলের ফলাফল বললেও স্কুলের নাম গোপন রাখেন, ছবি দেওয়ার আগেই যথেষ্ট দেখভাল করে নেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য বেহাত না হয়ে যায়।

অনেক মা-বাবা শ্যারেন্টিং শুরু করেন মনের অজান্তেই। শুরুটা হয়তো হয় সন্তানের দু-একটা ছবি পোস্ট করে। আস্তে আস্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজুড়ে থাকে শুধু সন্তানের গল্প আর ছবি। শ্যারেন্টিং প্রতিরোধ করার জন্য তাই নিজেদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সন্তানের দেখভাল করার সময় যেমন নিজেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন, তেমন ইন্টারনেট দুনিয়ায় তাকে হাজির করার আগেও প্রশ্ন করুন।

আপনার সন্তানের কোন তথ্য মানুষের জানার প্রয়োজন আছে আর কোনটার নেই, সেটি পার্থক্য করতে শিখুন। কোন ছবিটা স্মৃতি আর কোন ছবিটা সবাইকে দেখানোর জন্য, সেই পার্থক্য বুঝতে শুরু করুন। যাদের সঙ্গে তথ্যগুলো শেয়ার করছেন, তারা কতটা কাছের? তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করেন তো? আজ থেকে কয়েক বছর পর যখন আপনার সন্তান ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, তখন এই ছবিগুলো তাকে বিব্রত করবে না তো? সন্তানের কোনো তথ্য বা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার আগে নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করুন।

ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি আর অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা জুটিকেই দেখুন না। দুই দুনিয়ার সেরা দুই তারকা, ব্যক্তিগত জীবনে দুই সন্তানের মা-বাবা। অথচ তাঁদের সন্তানের কোনো স্পষ্ট ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেই। পাপারাজ্জিরা শত চেষ্টা করেও দু-একটা অস্পষ্ট ছবি ছাড়া কিছু বের করতে পারেননি। তাঁদের নাম বাদে কোনো তথ্যই ইন্টারনেটে উন্মুক্ত নয়। সেলিব্রিটি হয়েও নিজেদের সন্তানের গোপনীয়তা ধরে রেখেছেন তাঁরা। ডিজিটাল যুগে এসেও যদি সময়ের সেরা দুই তারকা নিজেদের সন্তানের গোপনীয়তা ধরে রাখতে পারেন, তবে আপনি কেন পারবেন না?

কথাগুলো শুধু মা-বাবাই নয়, বরং তাঁদের বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কেউ যদি প্রয়োজনের বাইরে সন্তানের অতিরিক্ত ছবি কিংবা তথ্য শেয়ার করেন, তাঁকে সতর্ক করুন। ডিজিটাল যুগে এসে সতর্কতাই পারে শ্যারেন্টিংকে রুখে দিতে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও পড়তে পারে এই ওভারশেয়ারিংয়ের প্রভাব। আপনার সন্তানের একটা ভালো মুহূর্তও অন্যকে কষ্ট দিতে পারে, করে তুলতে পারে প্রতিহিংসাপরায়ণ।

এই ওভারশেয়ারিংয়ের কারণে নষ্ট হতে পারে সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার স্বাভাবিক সম্পর্ক। অনেক সময় ভিডিওতে সন্তান বিরক্ত হচ্ছে, সেটাও আপনি আপলোড দিলেন, এতে তার মানসিক কষ্টটা আরও বাড়বে।

এই ওভারশেয়ারিং যে সব সময় সন্তানকে কনটেন্ট বানানোর চিন্তা থেকে আসে, তা নয়। বরং মা-বাবা নিজের অজান্তেই অনেক সময় শিশুদের এসব তথ্য অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেটা করার আগে তাই অবশ্যই পরের সময়টার কথা ভাবতে হবে।

আপনার প্রশ্ন চিকিৎসকের পরামর্শ

● আমি ২৯ বছর বয়সী একজন অবিবাহিত যুবক। নিয়মিত সকালে ও রাতে খাবার খাই, কিন্তু দুপুরে নিয়মিত খাওয়া হয় না। আমার শরীর গরমকালে প্রচুর ঘামে, তাই অনেক পানি খাই। শীতকাল এলেই হাত, পা, বগল ঘামে। বগল ঘামলে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগে, যে কারণে কোনো কাজ করতে ভালো লাগে না। খুবই অস্বস্তি হয়, কী করব?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

পরামর্শ : শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকতে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাবার খাওয়া এবং সেটা সঠিক সময়ে খাওয়া প্রয়োজন। দুপুরের খাবার বাদ দেওয়া উচিত নয়, এতে কর্মস্পৃহা কমে যেতে পারে। শরীরের চাহিদামাফিক পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আর গরমে শরীরে ঘাম হওয়াটা স্বাভাবিক। এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। প্রতিদিন গোসল করুন, আরামদায়ক সুতির কাপড় পরুন, রোদ এড়িয়ে চলুন। ঘাম হলে তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলুন, ঠান্ডা লাগবে না। তবে, আপনার সমস্যাটি থাইরয়েডের কারণে হচ্ছে কি না, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করলে ভালো থাকবেন।

পরামর্শ দিয়েছেন—
ডা. মারুফা মোস্তারী
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, হরমোন ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

অধুনা
প্রথম আলো
প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন
২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : adhuna@prothomalo.com,
খামের ওপর ও ই-মেইলের subject—এ লিখুন 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা'। প্রশ্ন পাঠাতে পারেন অধুনার ফেসবুক পেজেও।
ঠিকানা : fb.com/Adhuna.PA

মনের বাক্স

মা, তোমাকে খুব ভালোবাসি

কথাটা তোমাকে হয়তো কখনো সেভাবে ঘটা করে বলা হয়নি। সব কথা হয়তো বলার প্রয়োজনও পড়ে না। তবে আজ তোমার জন্য মনের গভীরের ভালোবাসাটুকুর কথা জানাতে ইচ্ছে হলো। সেটা তোমার বিশেষ দিনকে আরও একটুখানি বিশেষ করার উদ্দেশ্যে। ২২ সেপ্টেম্বর ছিল তোমার জন্মদিন। ভালো থেকো, আম্মু। তোমাকে ছাড়া একটি মুহূর্ত কাটানোর কথা ভাবতে চাই না। তুমি আছ বলেই পৃথিবী সুন্দর। আমার শেষনিশ্বাস পর্যন্ত তোমার কোলে সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে থাকতে চাই। তোমার জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ো, মা।

ফওজিয়া বুবলি
খুলনা

প্রথম তোমাকে চিনেছি, তারপর ফুলটা

বকুল, তোমাকে যখন থেকে এ নামে ডাকি, তখন থেকেই আমার পৃথিবী বকুলময়। আমি প্রথম তোমাকে চিনেছি, তারপরে বকুল ফুল। তুমিই আমার বকুল ফুল। যতবার আমাকে কল দাও, মুঠোফোনের পর্দায় বকুল ফুল নামটাই ভেসে ওঠে। আমি তোমার সুবাস পাই। যত দিন পৃথিবীর বুকে আমার অস্তিত্ব থাকবে, আমার হৃদয়ে সবচেয়ে আদুরে জায়গায় থাকবে এই নাম। আর মুঠোফোনে? সেটা তো কবেই আলাদা করা হয়ে গেছে। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর হৃদয়ভরা উষ্ণতা তোমার জন্য, প্রিয়তমা।

সঞ্জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য
বনশ্রী, ঢাকা

আপনি দারুণ এক কম্বিনেশন

ধন্যবাদ আমার এত ভালো বন্ধু হওয়ার জন্য। আমার কাছে আপনি বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, যত্ন আর দায়িত্বশীলতার দারুণ এক কম্বিনেশন। প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল একসঙ্গে পথচলার। দুজনের স্বপ্নের ভাগাভাগি আর কতশত ভালোবাসা, রাগ, অভিমানী স্মৃতি। আপনার সবচেয়ে ভালো যে বিষয়টা, সেটা হলো কখনো আপনাকে আমার ব্যাপারে উদাসীন হতে দেখিনি। আপনি যেমন আমাকে কুইন বলে ডাকেন, ঠিক রাখেনও তেমনি করে। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। আমি বাবার কাছে যেমন প্রিন্সেস, তেমনি আপনার কাছেও কুইনের মতোই সম্মান, ভালোবাসা আর যত্ন পাই। সারা দিন ক্লাস, টিউশনি নানান ব্যস্ততার পর যখন আপনার সঙ্গে কথা বলি, সব ক্লান্তি যেন ছুটে পালায়। ধন্যবাদ আমায় এত ভালোবাসার জন্য, এত খেয়াল রাখার জন্য। আপনার ভালোবাসার কৃতজ্ঞতায় আমি আমৃত্যু আপনাকে ভালোবেসে যাব। ভালো থাকুক আমার ভালোবাসা। আর খুব তাড়াতাড়ি দেখা হোক।

তামান্না আক্তার
শিক্ষার্থী, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মেট্রোরেলে তোমার অপেক্ষায়

কোনো এক ঝড়বাদলের দুপুরে মেট্রোরেলের কামরায় তোমায় প্রথম দেখেছিলাম। শাহবাগ স্টেশনে বাঁ পাশ দিয়ে উঠে আগারগাঁও স্টেশনে ডান দিক দিয়ে নেমে গেলে। সে কী মায়া তোমার চেহারায়! মুগ্ধতা ছড়ানো চাহনি। প্রথম দেখাতেই যে কেউ প্রেমে পড়তে বাধ্য। তোমার রূপের ভরেই কি না জানি না, ঠিক সেদিনই কিছুক্ষণ পরে খামারবাড়িতে মেট্রোরেলের প্রায় ১৫০ কেজি ওজনের স্প্রিংটা খুলে পড়ল। তোমার আগমনে চারপাশের ঘামের গন্ধভরা কামরাটা হঠাৎ অদ্ভুত এক সুবাসে ভরে গেল। শাহবাগ টু আগারগাঁও—এই কয়েক মিনিটেই আমার মনের মধ্যে রচিত হলো প্রেমের এক সুবিশাল মহাকাব্য।

মহাকাব্যটাকে পূর্ণতা দিতে একই সময়ে নিয়মিত মেট্রোরেলে শাহবাগ থেকে উঠি কিন্তু তোমাকে খুঁজে পাই না। তোমাকে খোঁজার জন্য আমি শেওড়াপাড়ার বদলে এখন আগারগাঁও নেমে পড়ি। ভাবি, হয়তো আগের ট্রেনে এসে এমআরটি পাসের সমস্যার কারণে নিচের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছ, অথবা রিকশাওয়ালার সঙ্গে দরদামের সময়ই দেখত পাব। এক মাস খুঁজেও কোনোভাবে পেলাম না তোমায়।

আমার এ লেখাটা যদি পড়ে থাকো, হে নীল পরি নীলাঞ্জনা প্লিজ আরেকবারের জন্য হলেও মেট্রোরেলের শাহবাগ স্টেশনে এসো। ১১ : ১০-এর ট্রেন, মেয়েদের বগির ঠিক পরের কামরায় আমাকে খুঁজো। পরের এক সপ্তাহ তোমার অপেক্ষায় থাকবে হলুদ পাঞ্জাবিতে আর চশমা পরা ছেলেটা।

ফয়সাল আহমেদ
ঢাকা

● পাঠকের প্রশ্ন : আইন

পাঠকের প্রশ্ন বিভাগে আইনগত সমস্যা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন পাঠকেরা। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার **মিতি সানজানা** নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবার।

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী ৯ মাস ধরে আমার সঙ্গে নেই। কিন্তু ৫ মাস আগে সে আমাকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ১১(গ) ধারায় মামলা দিয়েছে। মামলার বিবরণীতে উল্লেখ করেছে, আমি ৩ লাখ টাকা যৌতুকের জন্য তাকে ঘুষি-লাথি মেরেছি এবং সে তাতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম মেডিকেলে এক দিন সে ভর্তি ছিল এই মারফতে এমসি সংগ্রহ করে। কিন্তু তার মামলার বিবরণীর সঙ্গে মেডিকেল সার্টিফিকেটের (এমসি) মিল নেই। এমসিতে এসেছে তার বাঁ পায়ে মুঠোফোনের চার্জার দিয়ে আঘাতের দুটো দাগ।

অথচ ঘটনার সময় সে আমার বাসাতেই ছিল না। চলতি মাসের শুরুতে আমি এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ২১ দিন পর জামিনে বের হই। শুনানিতে সে আমার ঘর করবে না বলে জানিয়েছে। তখন আদালত আমার কাবিনের টাকার অর্ধেক ৬ লাখ টাকা পরবর্তী তারিখে নিয়ে আদালতে উপস্থিত হতে বলেন। এখন এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ১ লাখ টাকার মতো ব্যবস্থা করা সম্ভব। ৬ লাখ টাকা কোনোভাবেই পরবর্তী তারিখে দেওয়া সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয়?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : আপনার স্ত্রী আপনার নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ১১(গ) ধারায় মামলা দিয়েছেন। আপনি জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি আপনার বাড়িতে ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁর মামলার বিবরণীর সঙ্গে মেডিকেল সার্টিফিকেটের কোনো মিল নেই।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ১৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য আইনানুগ কারণ নেই জেনেও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান, তাহলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন। কেউ যদি কাউকে হয়রানি করতে বা চাপ প্রয়োগ করতে মামলা করেন বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফৌজদারি অপরাধ। এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।' মিথ্যা অভিযোগকারী কিংবা মিথ্যা মামলা দায়েরকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন, আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো মিথ্যা বা হয়রানিমূলক এবং আসামির প্রতি কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে মামলাটি করা হয়েছে, তাহলে এই ধরনের মামলা মিথ্যা মামলা হিসেবে গণ্য হবে। মামলা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারী বা মামলা দায়েরকারীকে দণ্ড দিতে পারেন। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বাদী হয়ে পৃথক মামলা দায়ের করতে পারেন।

মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশও দিতে পারেন। এমনকি আদালত মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারেন।

দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় বলা আছে, মিথ্যা মামলার সাজা হলো দুই বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় ধরনের দণ্ড। যদি মিথ্যা মামলা কোনো মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা সাত বছর বা তার বেশি মেয়াদের কোনো দণ্ডনীয় অপরাধ সম্পর্কে দায়ের করা হয়, তাহলে মিথ্যা মামলা দায়েরকারী বা বাদী সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এর সঙ্গে মিথ্যা মামলা দায়েরকারীকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

এবার দেনমোহর প্রসঙ্গে আসি। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-র ০৫ ধারা অনুসারে বাংলাদেশের যেকোনো মুসলিম নারী তাঁর দেনমোহর দাবি করে সহকারী জজ আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী পারিবারিক আদালতে দেনমোহর আদায়ের মামলা করেছেন কি না, তা আপনার প্রশ্নে স্পষ্ট নয়। দেনমোহর-সংক্রান্ত আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার আছে পারিবারিক আদালতের। পারিবারিক আদালতে দেনমোহর-সংক্রান্ত কোনো আদেশ হলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত ডিক্রিকৃত টাকা দায়িকের (যিনি পরিশোধ করবেন) দরখাস্তের ভিত্তিতে ন্যায়সংগত কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দিতে পারেন, যা ৫২ ডিএলআরের ১৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

যদি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আপনাকে দেনমোহর পরিশোধের আদেশ দিয়ে থাকেন (সম্ভবত মৌখিক), সেখানে আপনি কারণ দেখিয়ে সময় প্রার্থনা করতে পারেন। তবে যদি কোনো লিখিত আদেশ দেন, সে ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। তবে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতেই হবে।

একটি জবস্ প্রিপারেশন এন্ড লার্নিং অ্যাপ

এক অ্যাপেই!

বিসিএস, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক নিবন্ধন, ব্যাংক নিয়োগ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগসহ যেকোনো চাকরির প্রস্তুতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি।

কী কী আছে প্রিয় শিক্ষালয় অ্যাপে...

- এক্সাম কোর্সপ্ল্যান
- মডেল টেস্ট
- কাস্টম এক্সাম
- প্রশ্নব্যাংক সল্যুশন
- লেকচার শীট
- টপিক শীট
- কুইজ খেলুন
- কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স
- জবস্ সার্কুলার
- ব্লগ
- বুকশপ সহ আরও কিছু

অ্যাপ ডাউনলোড করুন

GET IT ON Google Play

প্রিয় শিক্ষালয় অ্যাপ ফ্রি-তে ডাউনলোড করতে প্লে-স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন Priyo Shikkhaloy লিখে

ফ্ল্যাট বিক্রয়

• শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে মালিবাগ, খিলগাঁও মোহাম্মদপুর, বসুন্ধরা ও ধানমন্ডিতে ৩/৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২৬, ০১৭৫৫৫১১০১৯। ডি-৬০২৫৩৫

• ৩০০ পূর্বাচল এক্সপ্রেস ওয়ের প্রথম ১৩০ প্রবেশ পথের সন্নিকটে এল-ব্লক, বসুন্ধরায় এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি- ০১৮১০০০৮০১০। সি-৬০১৬৬৮

• আফতাবনগরে সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ # ০১৬১৬৯৯৯২১০। ডি-৬০২৫৬৭

• যশোর শহরে রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট/দোকান দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ # ০১৭০৮৫২১৩৮৬। ডি-৬০২৫৬৮

• বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ ব.ফু. রেডি ও কনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৬০২৫৮১

পাত্র চাই

• ডাক্তার এএমসি অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন পিতা-মাতাসহ সেটেল্ড সুন্দরী (৫´-৫´´-২৬) অভিজাত এলাকার পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭১৪-২৭০৪৩৯, alammoudud@gmail.com ডি-৬০২৫৬৯

• বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৩´´) পাত্রীর জন্য আর্মি পাত্র চাই। ০১৬১৮-৮৭১০৪৭, ০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০২৫৭০

• সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট ইউএসএ (২৬-৫´-৪´´) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট এমএস বোস্টন (২৭-৫´-৫´´) পাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০২৫৭৬

• মরহুম ব্যবসায়ী বাবার সুন্দরী ধার্মিক কন্যা। পাত্রীর নিজ নামে ব্যবসা (৩৭-৫´-৪´´) বয়স্ক সন্তানসহ পাত্র চলবে। সরাসরি # ০১৭৭৭-৫৯৩৭৭৩। সি-৬০২৫৮৫

ফ্ল্যাট বিক্রয়

• মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। #০১৮১১-৪১২১৪৬। সি-৬০২৫৯০

• সুইমিংপুল, দক্ষিণমুখী পার্ক মসজিদ খেলার মাঠ স্কুল গ্লাসডোর হেভি লিফট জেনারেটর ডিওএইচএস ফ্ল্যাট/ডুপ্লেক্স। #০১৭৩৬-৫৫৪২৮৫, ০১৮২৯-৪৩১০৩৯। সি-৬০২৫৯১

• মগবাজার ওয়্যারলেস সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে উত্তর-পূর্ব কর্নার প্লটে ১৪৫০ বর্গফুটের রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫। সি-৬০২৫৬৪

হারিয়েছে

• আমার সরদার প্রপার্টিজ প্রাঃ লিঃ নামে পাওয়ারকৃত সম্পত্তি 'কাফরুল মৌজার' মূল বায়া সাব-কবলা দলিল নং ৮৯০৯ ও ৩৫৮৪, ১৬/০৮/২০১০ ও ১৮/০৪/২০১১ মূল দলিল হারিয়েছে। পল্লবী থানা জিডি নং-১৮৪৩, কোন সহৃদয়বান পেয়ে থাকেন, উক্ত ঠিকানায় ১৫ দিনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। বাসা-১২০৯, রোড-১০, এভি ১০, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬, অথবা পল্লবী থানা। ০১৭১৫৪০১২৫২। সি-৬০২৫৬২

পাত্র-পাত্রী চাই

• দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিংএর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯, ০১৬১৭-০১৪১৪০। ডি-৬০২৫৭২

• ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস # ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০২৫৯৮

জমি বিক্রয়

• পূর্বাচল সেক্টর-৫, দক্ষিণমুখী প্রবাসী কোটায় ১০ কাঠা জমি বিক্রয়। নো মিডিয়া! যোগাযোগ-০১৩২১২১২৯৯১। ডি-৬০২৫৯৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

• আগারগাঁও (শের-ই বাংলানগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখি নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মোবু-৬০২৬২৬

• বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মোবু-৬০২৬২৭

• মোহাম্মাদপুর রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মদিয়া হাউজিং লি:, নবোদয় হাউজিং লিঃ ও আদাবরে ১৪৭৫-১৮২০ব:ফু: দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১১। মোবু-৬০২৬২৮

• শ্যামলী রিং রোড সংলগ্ন মোহাম্মাদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ বঃফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১০, ০১৮১০০৩২৫১৫। মোবু-৬০২৬২৯

হিন্দু পাত্রী চাই

• এমবিবিএস (গভ.মে.ক), বিসিএস, এমআরসিপি (৫´-৮´´+২৯) সুদর্শন পাত্রের- এমবিবিএস পাত্রী প্রয়োজন। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১, # ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪ www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০২৫৫৩

গাড়ি বিক্রয়

• টয়োটা প্রাডো মডেল-২০০২, রেজি:-২০১৭, সিরিয়াল-১৫, সিসি-২৭০০, ডিজেল চালিত, পেপারস আপটুডেট, মূল্য-১৬,৫০,০০০/-। # ০১৭৩৪-৩১২৯০৫। ডি-৬০২৫৮০

ভাড়া হবে

• **ওয়্যারহাউস:** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যারহাউস ভাড়া হবে। যোগাযোগ # ০১৭১১-৫২০১৭৪। ডি-৬০২৫৭৪

প্লট বিক্রয়

• ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় আকর্ষণীয় লোকেশনে এক বিঘার আবাসিক কর্নার প্লট। সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশ। যোগাযোগ # ০১৯৭১৮২৬৬৭৬। ডি-৬০২৫২০

• ভবিষ্যৎ পূর্বাচল সিটি করপোরেশন আওতাধীন আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি প্রকল্প ১ ও ২ সংলগ্ন ভরাটকৃত প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। # ০১৩২২-৯৩৯৪২১। ডি-৬০২৫৭৭

• **ঢাকা-আরিচা (আমিনবাজার) মহাসড়ক টু মাওয়া বাইপাস রোডে কিস্তি সুবিধাসহ প্লট বুকিং চলছে। # ০১৭০০-৭৬৯৮০২, ০১৭০০-৭৬৯৮০৩।** সি-৬০২৫৮৭

• রাজউক পূর্বাচল উপশহরে ০৩ নং সেক্টর এ ১০ কাঠা, ২৫ নং সেক্টর এ ৭.৫ কাঠা ও ০৭, ১১নং সেক্টর এ ৫ কাঠা এ্যালোটি প্লট বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন # ০১৭৭৮০৫৪৪৯৯ (মালিক নিজ)। সি-৬০২৫৮৮

• বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে স্পোর্টস কমপ্লেক্স সংলগ্ন "এন" ব্লকে ১৬ কাঠা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন # ০১৭২৫-৯১৩৮৯৫ (মালিক নিজ)। সি-৬০২৫৮৯

• পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৩২৯৬৯৩০৪৫। সি-৬০২৫৮২

• ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৯৩৯২৪২। সি-৬০২৫৮৩

• পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৭৬২৩৯৬৪। সিবু-৬০২৫৯২

• বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৫ কাঠার ও পি-ব্লকে ৩ কাঠার বাউন্ডারিকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ # ০১৬৩৩৫৩০২৩১। সি-৬০২৫৯৬

• বসুন্ধরা আ/এ, জি-ব্লকে ৪ কাঠা, ৮০´ কর্নার, এন-ব্লকে ৩ কাঠা, ইউনাইটেড সিটির, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির সাথে ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয়। #০১৭১১-৯৯৩৮৩০। ডি-৬০২৬০৪

পাত্রী চাই

• বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (৩১-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৬১৮-৮৭১০৪৬, ০১৭২৯-২৬১৮৭৬। ডি-৬০২৫৭১

• এমবিবিএস এফসিপিএস পার্ট-১ ইংল্যান্ডের সিটিজেন লন্ডনে সরকারি চাকরিরত জন্ম-৯৫ উচ্চতা-৫´-৮´´, সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৩৬৮৬২৩১৪। monjur404@gmail.com সি-৬০২৫৯৫

• আর্মির মেজর। এসএসসি এইচএসসি ক্যাডেট কলেজ। বিএসসি বিইউপি। (২৮-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ # +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭। ডি-৬০২৫৯৭

• অভিজাত এলাকায় বিশিষ্ট শিল্পপতির পুত্র, ও লেভেল এ লেভেল, বিএসসি ঢাবি, এমএস আমেরিকা, নিজেদের গ্রুপের ডাইরেক্টর (২৯-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩১। ডি-৬০২৬০১

• বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডার (৪১তম) পোস্টিং ঢাকা-অনার্স মাস্টার্স ঢাবি, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (৩০-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী- ০১৭০৬৩১৯৩৩২। ডি-৬০২৬০২

• ইংল্যান্ডে সুনামধন্য কোম্পানির সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ও লেভেল এ লেভেল স্কলাস্টিকা, বিএসসি এমএসসি ইংল্যান্ড (৩০-৫´-১০´´) পাত্রের দেশে/ইংল্যান্ডে বসবাসরত পাত্রী। ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০২৬০৩

• জাপান পিএইচডি (২৮-৫´-৯´´) কানাডা পিএইচডি (৩০-৫´-৯´´) ইউকে ডাক্তার (৩৭-৫´-৮´´) আমেরিকা ডাক্তার (৩৫-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০২৬২৪

বিবিধ বিক্রয়

• **জমির শেয়ার:** উত্তরা ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে ২০৫০ স্কয়ারফুট ফ্লাটের জমির শেয়ার ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪। ডি-৬০২৬১৯

• **দোকান:** ধানমন্ডির প্লাজা এ.আর মার্কেটের ৩ তলায় ২১০ বর্গফুটের লিফট ও সিঁড়ির সামনে একটি চলতি দোকান জরুরি বিক্রয়। # ০১৮২০-১৬৫৫১৫। মহাবু-৬০২৫৫৩

• **হোটেল শেয়ার:** কক্সবাজার হিমছড়িতে রেডি ৪ তারকা মানের 'বে-হিলস' হোটেলের ক্রয়কৃত কিছু শেয়ার জরুরি ভিত্তিতে আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয় হইবে। মোবাইল # ০১৭১৫৬২৮৭১২। ডি-৬০২৫৬৫

সংশোধনী

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জয়পুরহাট এর গত ১৭/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখের ৩৫৭৪ নং স্মারকে খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে (৮) বিশ্বাসপাড়া এবং (৯) তাজুরমোড় বিক্রয় কেন্দ্র যুক্ত করা হলো। বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
জয়পুরহাট।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

বসুন্ধরায় প্রায় রেডি দক্ষিণমুখী ২৪৪০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়।

ASSORT
www.assorthousing.com
01711535262
01768634414
01729596322

Officer, Dean's Office (School of Health & Life Sciences)

Last date of application: 21 November, 2024

Number of position: 01
Academic qualifications: Master's degree with at least 2nd class/CGPA 3 out of 4 from any reputed university.
Age: Not exceeding 35 years.
Experience: 5 years of job experience in relevant field.

For more information please visit: **jobs.northsouth.edu**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
ই-মেইল: mitford@hospi.dghs.gov.bd

স্মারক নং পরি/মিহাঃ/এমএসআর দরপত্র/সংশোধনী/২৪-২৫/২৪/৩৩৮০৫ — তারিখঃ ২১/১০/২০২৪ ইং

দরপত্র সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকার এমএসআর মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে গত ২৭/০৯/২০২৪ ইং তারিখ "The Financial Express" এবং ২৮/০৯/২০২৪ তারিখে "দৈনিক প্রথম আলো" পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং ১৭/১০/২০২৪ ইং তারিখ প্রি-টেন্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে দরপত্র দলিলের কিছু কিছু জায়গায় সংশোধনী আনা হয়েছে। এমএসআর দরপত্রে বিভিন্ন গ্রুপের সংশোধনী ডকুমেন্ট ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অত্র হাসপাতালের অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে এবং দরপত্র বাক্সে দরপত্র ২৭/১০/২০২৪ ইং তারিখের পরিবর্তে ০২/১১/২০২৪ ইং তারিখ গ্রহন করা হবে মর্মে সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

(ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ মাজহারুল ইসলাম খান)
পরিচালক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা
ফোনঃ ৫৭৩১৭৪৬৬।

রাউজান পৌরসভা কার্যালয়
রাউজান, চট্টগ্রাম

স্মারক নং- রাউঃ/পৌরঃ/প্রশাঃ/২০২৪/৮৩৮ — তারিখ- ২০/১০/২০২৪

গহিরা পৌর বাজার ভাড়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রানিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে নব নির্মিত "গহিরা পৌর কাঁচা বাজার" রাউজান পৌরসভা কর্তৃক **পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা'২০০৩** অনুযায়ী ভাড়া প্রদান করা হবে। এমতাবস্থায় নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে আগ্রহী সকলের কাছে পৌরসভা নির্ধারিত আবেদন ফর্মের মাধ্যমে মুখবন্ধ খামে দরখাস্ত আহব্বান করা যাচ্ছে।

ভাড়ার পরিমানঃ

ক্রমিক নং	দোকানের বিবরণ	সাইজ	সালামীর পরিমাণ	ভাড়ার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ওপেন শেড-(দোকান নং- ১ হতে ২৮)= মোট ২৮টি	১০ ফিট × ৮ ফিট	১০০০০০.০০	২০০০.০০	শাক-সবজি, মাছ, শুটকি, ফলমূল ইত্যাদি।
০২	বন্ধ শেড- (দোকান নং- ৩১ হতে ৪৫)= মোট ১৫টি	১০ ফিট × ১২ ফিট	২০০০০০.০০	৩০০০.০০	মাংসের দোকান, মুদি দোকান ইত্যাদি।

- আবেদন শুরুর তারিখ- ২২/১০/২০২৪
- আবেদন শেষের তারিখ- ০৭/১১/২০২৪
- আবেদন ফর্ম ১০০০.০০ টাকার বিনিময়ে পৌর নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে সংগ্রহ করা যাবে।

শর্তাবলীঃ

১। ৮৫% (শতকরা পঁচাশি ভাগ) দোকান সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্যে বরাদ্দ করা হবে এবং ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) দোকান আইন অনুযায়ী প্রশাসক কর্তৃক বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান গহিরা কাঁচাবাজারের দোকানদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২। উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে উক্ত দোকানের জন্য ধার্যকৃত সালামির টাকার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অর্থ প্রশাসক, রাউজান পৌরসভার অনুকূলে যেকোন তফসিলী ব্যাংক থেকে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে দরখাস্তের সাথে দাখিল করতে হবে এবং অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এককালীন পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং জমাকৃত সালামির ১০% ভাগ পৌরসভা বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৩। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটি আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দোকান বরাদ্দ পাবার যোগ্য আবেদনকারিদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হবে। উক্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হবে। লটারির স্থান এবং সময় যথাসময়ে পৌরসভার নোটিশবোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে।
৪। সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যদি কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তবে উক্ত দোকান তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট আবেদনকারীগণের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে।
৫। বরাদ্দ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সালামীর সম্পূর্ণ টাকা জমা প্রদান করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তির শর্তাবলী **পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা'২০০৩ দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।**
৬। অত্র দোকান বরাদ্দের সকল আবেদনপত্র গ্রহণ/ বাতিল এবং দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। রাউজান পৌরসভা কর্তৃপক্ষ দোকান ভাড়া/বরাদ্দ সংক্রান্ত সকল সত্ব সংরক্ষণ করে।

(মোঃ রিদুয়ানুল ইসলাম)
প্রশাসক
রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম
raozanpourashava@gmail.com

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
Bangladesh Agricultural Research Institute
সংগ্রহ ও ভান্ডার শাখা
গাজীপুর-১৭০১।

কৃষিই সমৃদ্ধি

Phone :49270140
Email: dd.procure@bari.gov.bd
younusali.bari@gmail.com

Invitation for Tenders
Tender No-02

1.	Ministry	:	Ministry of Agriculture
2.	Agency	:	Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)
3.	Procurement Entity	:	Director General
4.	Procuring Entry Code	:	N/A
5.	Procuring Entry District	:	Gazipur
6.	Invitation for	:	Supplying of Vehicle (Microbus 02 Nos.) without Driver on Hire (Monthly basis) by Outsourcing Method
7.	Invitation Ref. No.	:	12.21.0000.007.08.162.24.1303
8.	Date	:	17/10/2024
	Key Information		
9.	Procurement Method	:	Open Tendering Method (OTM)
	Funding Information		
10.	Budget and Source of Fund	:	Government of Bangladesh (GOB) Revenue
11.	Development Partner (if applicable)	:	N/A
	Particular Information		
12.	Project/Program Code (if applicable)	:	N/A
13.	Project/Program Name (if applicable)	:	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh (PARTNER, P176374)- BARI Part
14.	Tender Package No.	:	SD-04
15.	Tender Package Name	:	Supplying of Vehicle (Microbus 02 Nos.) on Hire (Monthly basis) by Outsourcing Method
16.	Tender Publication & Schedule Selling Date	:	17/10/24 & From 20/10/2024 to 05.11.2024
17.	Tender Last Selling Date	:	05/11/2024 at 4:00 PM
18.	Tender Closing date & Time	:	06/11/2024 Time: 11:55 AM
19.	Tender Opening date & Time	:	07/11/2024 Time: 11:00 AM
20.	Name and address of Office (s)		
	-Selling Tender Document (Principal)	:	Office of the Deputy Director (Accounts & Finance), BARI, Gazipur.
	-Selling Tender Document (Others)	:	Divisional Commissioner Office, Commissioner Bhaban, Shegunbagicha, Dhaka & Planning & Evaluation Wing, BARI, Gazipur.
	-Receiving Tender Document	:	Divisional Commissioner Office, Commissioner Bhaban, Shegunbagicah, Dhaka. Planning & Evaluation Wing, BARI, Gazipur. & Office of the Deputy Director (P&S), BARI, Gazipur.
	-Opening Tender Document	:	Office of the Deputy Director (P&S), BARI, Gazipur.
21.	Eligibility of Tenderer	:	i. Tenderers shall have the legal capacity to enter into the contract under the applicable law. ii. Tenderers shall be enrolled in the relevant Professional or trade organizations registered in Bangladesh iii. Tenderers shall have fulfilled its obligations to pay texes under the provisions of laws and regulations of Bangladesh
22.	Brief Description of Services	:	Supplying of Vehicle (Microbus 02 Nos.) on Hire (Monthly basis) for Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh (PARTNER, P176374)- BARI Part.
23.	Price of Tender Document (TK)	:	**Tender Security (Tk.)**
	1000/- (One Thousand)	:	50,000/- (Fifty Thousand) In the form of Pay Order/Bank Draft in favor of Director General, BARI, Gazipur From any Schedule Bank of Bangladesh.
24.	Brief Description of Related Services	:	N/A
25.	Name of official inviting tender	:	Md. Younus Ali
26.	Designation of official inviting tender	:	Deputy Director (P&S) (Additional Charge)
27.	Address of official inviting tender	:	Procurement & Store Section, Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur
28.	Contact details of official inviting tender	:	Phone No-49270140 Email: Younusali.bari@gmail.com
29.	The procuring entity reserves the right to accept or reject all tenders		

17.10.24
(Md. Younus Ali)
Deputy Director (A. C.)
Procurement & Store Section
On behalf of Director General

জেলা জয়পুরহাট যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ ২য় আদালত।

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(১) ধারা
নং-০৮/২০২৩ অর্থ ডিক্রীজারী
মূল মামলা নং ১৪২/২০০০ অর্থঋণ

ডিক্রীদার
ব্যবস্থাপক
রাকাব পাঁচবিবি শাখা, জয়পুরহাট।

বনাম

দেনদার
১ (ক) মোঃ নাজমুল আলম চৌধুরী
১ (খ) মোছাঃ সালমা খাতুন চৌধুরী
১ (গ) মোছাঃ উম্মুল খায়ের ফাতেমা চৌধুরী
১ (ক) ১ (গ) পিতা মৃত ওয়াহেদুল আলম চৌধুরী
১ (খ) স্বামী মৃত ওয়াহেদুল আলম চৌধুরী
সকলের সাং-মালঞ্চা, পোঃ ও থানা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ডিক্রীদার ব্যাংকের ডিক্রীকৃত গত ইং ৩০/০৪/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পাওনা ৩,২৯,৬৩,৮৬৪.৭৫/- (তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিষট্টি হাজার আটশত চৌষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা মাত্র সুদ এবং খরচাসহ আদায়ের নিমিত্তে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ ২য় আদালতের সেরেস্তায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্স এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত শর্তে আগামী ২০/১১/২০২৪ তারিখে বেলা ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিক্রয়ের নিমিত্তে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ঐ দিন বেলা ৪.৩০ ঘটিকায় টেন্ডার দাখিলকারীগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) টেন্ডার বাক্স খোলা হইবে।

নিলামের শর্ত

১। (ক) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০% উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।
১ (খ) দরপত্র সরাসরি দরপত্র বাক্সে কিংবা রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ ২য় আদালত, জয়পুরহাট বরাবর দাখিল করিতে হইবে।
১। (গ) অর্থঋণ আইনের ৩৩(২) ধারার বিধানমতে উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্যে পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে বিজ্ঞ আদালত নিলাম বাতিলসহ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবে।
১। (ঘ) দরপত্রের সম্পত্তির প্রস্তুতকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কম প্রতীয়মান হইলে আদালত দরপত্রটি বাতিল করিতে পারিবেন।

তফসিল সম্পত্তি
জেলা : জয়পুরহাট, উপজেলা : পাঁচবিবি, জে.এল নং-১০৯
তফসিল সম্পত্তির বিবরণ :
জেলা সাবেক বগুড়া হালে জয়পুরহাট, থানা-পাঁচবিবি

মৌজা/জেএল নং	খতিয়ান নং এম আর, আর	দাগ নং	পরিমাণ		মৌজা/জেএল নং	খতিয়ান নং এম আর, আর	দাগ নং	পরিমাণ
বালিঘাটা/১০৯	১৪০	৭৩৯	.৪৪		গাংগরিয়া/১৩৪	৯১	১২৭৬	১.২১
মালঞ্চা	৩	১৫১	.০৪			৯১	১২৮২	০.২৬
	৩	১৫২	.০২			৯১	১৩০৯	১.২৪
	৩	১৫৩	.০২			৯১	১৩২১	.৪৩
	৩	২৩	.০৪			৯১	১৬৫৭	২.৭৬
	৩	৬৪	.২৩			৯১	১২৯৫	০.৬৯
	৩	৬৫	.২৩			৯১	১৪২৫	০.৪৩
	৩	৬৭	.২০			৯১	১৪১৯	০.১২
	৩	৬৮	২.১৫				মোট	৭.১৪ কাত ৩.০৭, ১.১১+৩.০৭=৪.১৮ কাত ১.৩৯
	৩	৬৯	.৬৭		রতনপুর/৩৯	২৯০	৩৭৬	১.৯৩
	৩	৭০	১.৩৫			২৯০	৪০৫	১.৯৩
	৩	৭৮	.৩৩			৪৩২	১৬৫৬	০.৯৬
	৩	১৪০	.২৬				১৯২৩	
	৩	১৪১	.০৭			৬৬	৪৩৫	০.০৬
	৩	১৪২	.১১				মোট	৪.০৮
	৩	১৪৩	.৯৭				সর্বমোট =	৫.৪৭
	৩	১৪৪	.০৪		সর্বমোট = ৫.৪৭ (পাঁচ একর সাত চল্লিশ শতক জমি মাত্র)			
	৩	৬৬	.৯২					
	৩	১৫০	.৮৫					
	৩	৬৮	.১৫					
	৩	৩৩৯						
	৩	৩৪০	.০৬					
	৩	মোট	৮.৭১ কাত ১.১১					

আদালতের আদেশক্রমে
সেরেস্তাদার
অর্থঋণ ২য় আদালত
জয়পুরহাট।

লেডি গাগার নতুন গান

২৫ অক্টোবর সপ্তম স্টুডিও অ্যালবামের প্রথম গান 'ডিজিজ' প্রকাশ করবেন মার্কিন সংগীত তারকা লেডি গাগা। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

অন্যের সুরে

মূলত নিজের সুরেই গান করেন আরফিন রুমি। প্রথমবার অন্যের সুরে একটা নাটকের জন্য গান গাইলেন এই সংগীতশিল্পী। 'প্রাণসখিয়া' শিরোনামের গানে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন পল্লবী রায়। গানটি লিখেছেন ওয়াসিক সৈকত, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন নাভেদ পারভেজ। মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের *সন্ধিক্ষণ* নাটকের জন্য গানটি তৈরি হয়েছে। অন্যের সুরে নাটকের গান গাওয়া প্রসঙ্গে রুমি বলেন, 'মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের নাটক বলেই এই কাজ করতে রাজি হওয়া। আমার ওপর তাঁর অধিকার আছে। গলা অনুযায়ী তিনি গানটিতে আমাকে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অন্য রকম।' **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

আরফিন রুমি। ছবি : শিল্পীর সৌজন্যে

নোলানের ছবিতে টম

ক্রিস্টোফার নোলানের পরবর্তী সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন টম হল্যান্ড। আগামী বছরের শুরুতে সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নেবেন স্পাইডারম্যান তারকা। ইউনিভার্সাল পিকচারের এই সিনেমা ২০২৬ সালের ১৭ জুলাই মুক্তি পাবে। *ভ্যারাইটি* সূত্রে আরও জানা গেছে, এখনো সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখছেন নোলান। হল্যান্ডের কাস্টিংয়ের ব্যাপারে ইউনিভার্সাল পিকচার্স অবশ্য এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। **বিনোদন ডেস্ক**

টম হল্যান্ড। ছবি : আইএমডিবি

লিসার এশিয়া ট্যুর

এশিয়া ট্যুরে নভেম্বরে পাঁচ কনসার্টে গাইবেন ব্ল্যাকপিংক তারকা লিসা। এর মধ্যে ১১ নভেম্বর সিঙ্গাপুর, ১৩ নভেম্বর ব্যাংকক, ১৫ নভেম্বর জাকার্তা, ১৭ নভেম্বর কাওশিউং ও ১৯ নভেম্বর হংকংয়ে গাওয়ার কথা রয়েছে লিসার। **বিনোদন ডেস্ক**

লিসা। ছবি : শিল্পীর ইনস্টাগ্রাম

কনসার্টে বিশৃঙ্খলায় কারা

ব্যান্ড সংগীত

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

'হঠাৎ করে ২০-৩০ জনের দল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। কনসার্টটি বাতিল হলে গেল। আমরা পারফর্ম করতে পারলাম না,' ফেসবুকে লিখেছেন নেমেসিসের ভোকালিস্ট জোহাদ রেজা চৌধুরী।

১৮ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'গণজোয়ার' কনসার্টে নেমেসিস, অ্যাভয়েড রাফা, ক্রিপটিক ফেইট, কনক্লুশন ও বে অব বেঙ্গলের গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, টিকিট শো ছিল। তবে একদল কিশোর টিকিট ছাড়াই কনসার্টে ঢুকতে চায়, নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দিলে গেট ভেঙে ফেলে তারা।

এর আগে বাকি তিন ব্যান্ড গাইলেও নেমেসিস ও অ্যাভয়েড রাফা মঞ্চে ওঠার আগেই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কনসার্ট বাতিল হয়েছে। গেট ভেঙে কনসার্টে ঢুকে পড়ার কয়েকটি ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

২৮ সেপ্টেম্বর 'লেজেন্ডস অব দ্য ডিকেড' কনসার্টেও টিকিট ছাড়াই অনেকে ঢুকে পড়েন। বিশৃঙ্খলার কারণে ঘণ্টাখানেকের মতো গান বন্ধ থাকে। এই সপ্তাহে নিরাপত্তার শঙ্কায় 'ঢাকা রেট্রো' কনসার্ট স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান ব্লু ব্রিক কমিউনিকেশন।

কবে থেকে শুরু

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বছর তিন হয় কনসার্টে টিকিট ছাড়া ঢুকে পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। বছর পাঁচেক হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে কনসার্ট। এর আগে কনসার্টে সাধারণ মানুষ খুব একটা আসতেন না, মূলত ব্যান্ড সংগীতের অনুরাগীরাই থাকতেন।

এই বছরের মে মাসে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার এক্সপো জোনে 'রক অ্যান্ড রিদম ৪.০: রেজারেকশন অব ব্ল্যাক', গত বছরের আগস্টে 'দ্য স্কুল অব রক-ভলিউম ১' কনসার্টেও গেট ভেঙে ঢুকে পড়েছিল অনেকে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, তবে এর বিরুদ্ধে কখনোই কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে দিন দিন গেট ভেঙে ঢুকে পড়ার প্রবণতা বেড়েছে। ইদানীং তা আরও বেড়েছে।

এরা কারা

জোহাদ ফেসবুকে লিখেছেন, বিগত বেশ কয়েকটি কনসার্টে এই একটি জিনিসই হচ্ছে। এরা কারা? এরা কি আসলেই গান শুনতে আসে নাকি খুবই পূর্বপরিকল্পনা করে শো পণ্ড করতে কর্মকাণ্ড চালায়?

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া 'গণজোয়ার' কনসার্টের গেট ভাঙার ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অভিযুক্তদের বেশির ভাগই কিশোর-তরুণ। ১৯ অক্টোবর শেরেবাংলা নগর থানায় ২০ বছর বয়সী একজনসহ অজ্ঞাতনামা ৩০-৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন 'গণজোয়ার' কনসার্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠান ম্যাভিক্স গ্লোবালের প্রতিষ্ঠাতা ফারহান ফুয়াদ। এতে আয়োজকদের মারধর,

১৮ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'গণজোয়ার' কনসার্টে গাইছে কনক্লুশন। ছবি : ফেসবুক থেকে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কনসার্টের মধ্যে মূল ফটকের সামনে বিশৃঙ্খলা। ছবি : আয়োজকের সৌজন্যে

ভাঙচুর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তোলা হয়েছে।

মামলাটি তদন্ত করছেন শেরেবাংলা নগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) সামিউল হক। তিনি গতকাল *প্রথম আলো*কে জানান, ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজ যাচাই করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হবে। অ্যাভয়েড রাফার ভোকালিস্ট রাফা গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্রতিটি কনসার্টেই কমন কয়েকটা ছেলেকে দেখা যায়। এটা মজা থেকে করে নাকি ওদের কেউ করতে বলে, এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না। সেটা বের করা দরকার। এটা একধরনের সংগঠিত অপরাধ।'

সংকট কতটা

অ্যালবামের যুগ ফুরিয়েছে। ইউটিউব ও স্পটিফাই থেকেও খুব একটা উপার্জন নেই। ফলে ব্যান্ডের উপার্জনের জন্য কনসার্টকেই ভরসা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

নেমেসিসের ভোকালিস্ট জোহাদ রেজা চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি চাকরি করি না। আমার উপার্জন মিউজিক ও লাইভ শো। লাইভ শো বন্ধ হলে আমি সমস্যায় পড়ব। আরও অনেকেই সমস্যায় পড়বেন।'

- বছর তিন হয় কনসার্টে টিকিট ছাড়া ঢুকে পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
- ১৯ অক্টোবর শেরেবাংলা নগর থানায় ৩০-৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে 'গণজোয়ার' কনসার্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠান ম্যাভিক্স গ্লোবাল।

সুরাহা কোন পথে

'তারা ভাঙচুর করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে ওরা পেয়ে বসছে,' বলছিলেন জোহাদ রেজা চৌধুরী। 'সামনে কী হবে জানি না, তবে এটা জানি যে খুব তাড়াতাড়ি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। আজ কনসার্টে হামলা দিচ্ছে, কাল যেকোনো আয়োজনে হামলা দিতে পারে। বাংলাদেশের জনগণ গানপাগল, আমরা এটা খুব ভালো করে জানি, এই দেশে গান কখনো থামবে না।'

বিশ্লেষকেরা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পুলিশি কার্যক্রমে খানিকটা ভাটা পড়েছে। কনসার্টে শৃঙ্খলা ফেরাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের বিকল্প নেই।

আসিফের সিনেমায় ঐশী

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন আসিফ ইসলাম। ছবির নাম *যাত্রী*। ছবিতে নায়িকা হচ্ছেন ২০২০ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জান্নাতুল ঐশী। গতকাল মঙ্গলবার খবরটি জানিয়েছেন আসিফ ইসলাম ও ঐশী। ঐশী ছাড়া আপাতত অন্য কোনো শিল্পীর ব্যাপারে কিছু জানাতে চাইছেন না পরিচালক। জানা গেছে, শহরকেন্দ্রিক একটা গল্প নিয়ে হবে *যাত্রী*।

দীর্ঘদিন পর নতুন চলচ্চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আনন্দিত জান্নাতুল ঐশী। তাঁর অভিনীত সর্বশেষ ছবি *নূর*। ২০২১ সালের নভেম্বরে শেষবারের মতো ছবিটির শুটিং হয়। এই ছবিতে তাঁর নায়ক আরিফিন শুভ। ছবিটির মুক্তির ব্যাপারে এখনো কিছুই জানা যায়নি। নতুন ছবি প্রসঙ্গে বললেন, 'মাস ছয়েক আগে আসিফ ভাইয়ের প্রথম কথা হয়। গল্পটা শুনে ভালো লাগে। এরপর আর কোনো কথাবার্তা হয়নি। ভেবেছি, আমাকে হয়তো আর নেবেনই না। পরে দেখি, তিনি মস্কো উৎসব নিয়ে ব্যস্ত। কদিন আগে আবার যোগাযোগ করলেন।'

আসিফ ইসলাম বললেন, 'ভালোবাসার গল্প। এই ধারার ছবি আগে আমি বানাইনি। অনেক আগে গল্পটা লিখেছিলাম কিন্তু বানানো হয়নি। ভালোর জন্যই হয়তো হয়নি। রেখে দিয়েছিলাম। গল্পটার মূল জায়গাটা হচ্ছে এর বলার ধরন। ভালোবাসার গল্প আমরা অনেকেই দেখি, এটার ক্ষেত্রে একই গল্প দুই প্রেক্ষাপটে বলার চেষ্টা করব।' আসিফ জানালেন, *যাত্রী* পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এর মাধ্যমে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চান। পুরো ছবির শুটিং ঢাকায় হবে। এই শীতের মৌসুমে কাজটা করব। কারণ, গল্পে শীতের মৌসুমটা দরকার।'

আসিফ ইসলাম প্রথম যৌথভাবে বানিয়েছিলেন *পাঠশালা*। এরপর এককভাবে বানিয়েছেন *নির্বাণ*। এই সিনেমায় এক কারখানার তিন কর্মীর যাপিত জীবন তুলে এনেছেন আসিফ। সিনেমাটি ৪৬তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পায়। *যাত্রী* হবে তাঁর তৃতীয় চলচ্চিত্র।

আসিফ ইসলাম। নির্মাতার সৌজন্যে

জান্নাতুল ঐশী। ছবি : শিল্পীর সৌজন্যে

তারপর শ্রেয়া গাইলেন

সংগীত

বিনোদন ডেস্ক

কনসার্টে শেষ গান হিসেবে সাধারণত 'মেরে ঢোলনা' গেয়ে শোনান শ্রেয়া ঘোষাল। বছরের পর বছর এভাবেই নিজের পরিবেশনা শেষ করেন শ্রেয়া। কিন্তু ১৯ অক্টোবর রাতে কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দেখা গেল একদম ভিন্ন চিত্র। শেষ গানে করলেন আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ।

শেষ গান শুরুর আগে দর্শকের উদ্দেশে শ্রেয়া বলেন, 'আমি একটি কিছু তৈরি করে নিয়ে এসেছি, একটা গান। আমি চাই আপনারা শুনুন। আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, গানটা শোনা শেষ হলে আপনারা কেউ হাততালি দেবেন না। শুধু শুনুন। আরেকটা কথা, প্রয়োজনে আরেকবার গানটা বাজাবেন, কিন্তু হাততালি না। আমার অন্তরের কিছু শব্দ দিয়ে এই গানটা বানানো। আর আমি, এটা উৎসর্গ করলাম এই শহর এবং সবার উদ্দেশে।' তারপর শ্রেয়া ঘোষাল গাইলেন 'যত সন্ধ্যার যাওয়া মানা, যত রাত্রির অভিসন্ধি।' সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন শিল্পীর প্রতিবাদ একদম অন্য রকম। গান শেষ হলে নিঃশব্দে স্টেজ ছাড়েন শ্রেয়া ঘোষাল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে ভাইরাল গায়িকার এই পারফরম্যান্স। ফেসবুকে ভিডিও শেয়ার করে শোভন মণ্ডল লিখেছেন, 'এমন প্রতিবাদের নজির আগে কখনো দেখেনি শহর কলকাতা।' সন্দীপ দাশ নামের আরেকজন লিখেছেন, 'কলকাতায় প্রতিবাদের সুর তীব্রতর হতে দেখলাম আজ। জয় হোক শ্রেয়া আর শ্রেয়ার সুরসাধনা।'

হিন্দুস্তান টাইমস সূত্রে জানা গেছে, কলকাতায় শ্রেয়া ঘোষালের এই কনসার্ট করার কথা ছিল গত ১৪ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সেই সময় তিনি ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'কলকাতার বুকে যে বর্বর এবং পাশবিক ঘটনা ঘটেছে, সেটার জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত। মেয়েটার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, যে বর্বরতার শিকার সে হয়েছে, আমি একজন নারী হয়ে সেটার কথা ভাবলেই যেন শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যথিত হৃদয় এবং অত্যন্ত মনঃকষ্ট নিয়ে জানাচ্ছি যে আমি এবং ইশক এফএম আমাদের কনসার্ট শ্রেয়া ঘোষাল লাইভ, অল হার্টস ট্যুর ইশক এফএম গ্র্যান্ড কনসার্ট পিছিয়ে দিচ্ছি। এটা অক্টোবর মাসে হবে।'

সেই প্রতিবাদী স্ট্যাটাসের ধারাবাহিকতাই যেন ১৯ অক্টোবরের শেষ গান।

শ্রেয়া ঘোষাল। ছবি : শিল্পীর ফেসবুক থেকে

মণিহারে এবার সিনেপ্লেক্সও

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক হাজারের বেশি আসনের প্রেক্ষাগৃহ যশোরের মণিহার। তাতে এবার চালু হচ্ছে সিনেপ্লেক্স। প্রেক্ষাগৃহটির ঠিক ওপরতলায় ৬৬ আসনের এই সিনেপ্লেক্স চালু হচ্ছে আগামী ১ নভেম্বর, জানালেন মণিহারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউল ইসলাম।

জিয়াউল ইসলাম বলেন, ১৯৮৩ সালে সোহেল রানা-সুচরিতা অভিনীত ও দেওয়ান নজরুল পরিচালিত *জনি* সিনেমা দিয়ে যাত্রা শুরু করে দেশের সর্ববৃহৎ সিনেমা হল মণিহার। যাত্রার শুরু থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত ১ হাজার ৪৩০ আসনের মণিহারে দিনে চারটি শোতেই নামত দর্শকঢল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের পর দর্শক-খরার কারণে প্রদর্শন ব্যবসায় শুরু হয় মন্দা। গত দুই দশকের মধ্যে *মনপুরা*, *শিকারী*, *নবাব*, *আয়নাবাজি*, *ভাইজান এলো রে*, *হাওয়া*, *পরাণ*, *প্রিয়তমা*, *রাজকুমার*, *তুফান*—এসব ছবি দারুণ ব্যবসা করেছে। এসব ছবি উপভোগ করতে দর্শকের উপচে পড়া ভিড় ছিল।

মণিহার কর্তৃপক্ষ বরাবরই সুন্দর পরিবেশে দর্শকদের ছবি উপভোগ করার আয়োজনে অঙ্গীকারবদ্ধ, জানালেন জিয়াউল ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমানে ভালো পরিবেশসহ নানা সুবিধার জন্য সিনেপ্লেক্সের দর্শকপ্রিয়তা বেড়েছে। মানুষেরও ভালো সিনেমা দেখার চাহিদা রয়েছে। মণিহার সিনেপ্লেক্সেও বৃহত্তর যশোরের সিনেমাপ্রেমী মানুষ পরিবারসহ বিনোদনের নতুন জায়গা খুঁজে পেতে পারেন।

মণিহার সিনেপ্লেক্সের কাজ প্রায় শেষ জানিয়ে বলেন, সময়ের চাহিদায় নিজ উদ্যোগেই এটি করছেন তাঁরা। আগামী দিনে অন্যান্য তলায়ও সিনেপ্লেক্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। জিয়াউল ইসলাম বলেন, উন্নত বসার ব্যবস্থা, এসি, মনোরম লাইটিংসহ ডলবি সাউন্ড সিস্টেমের কাজ শেষ হয়েছে। ১ নভেম্বর *ভুলভুলাইয়া ৩* মুক্তি পাবে, এরপর শাকিব খানের *দরদ*-এর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

মণিহার সিনেমা হল ভবন। ছবি : ফেসবুক পেজ

৬৬ আসনের এই সিনেপ্লেক্স চালু হচ্ছে ১ নভেম্বর।

> আমাকে সব সময়ই পাওয়া যাবে। **শুধু** একটা ফোনের অপেক্ষায় আছি।

ডেভিড ওয়ার্নার
অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে **প্রস্তু**ত অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার

কলসিন্দুরের দুই আলোকিত মুখ মারিয়া মান্দা ও সানজিদা আক্তার। ভারতের বিপক্ষে কঠিন লড়াইয়ের আগে অনুশীলনে একটু নির্ভারই লাগল তাঁদের। কাল কাঠমান্ডুর আর্মি হেডকোয়ার্টার্স মাঠে। ছবি : বাফুফে

তবু জয়েই চোখ সাবিনাদের

সামনে আজ ভারত

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে আজ ড্র হলেও চলে। তবু ভারতকে হারাতেই আজ মাঠে নামবেন বাংলাদেশের মেয়েরা।

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

বাংলাদেশের মেয়েরা অনুশীলন শেষ করার আগেই কাঠমান্ডুর আর্মি হেডকোয়ার্টার্স মাঠে এসে গেছে ভারত। তড়িঘড়ি মাঠ খালি করে বাসে উঠে পড়েন সাবিনা খাতুনেরা। হালকা রোদের মিষ্টি বিকেলে একই মাঠে দুই প্রতিবেশী শেষবারের মতো নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে দশরথ রঙ্গশালায় আজ সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় শুরু লড়াইয়ের জন্য।

কিন্তু বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কেউ যাতে ভারতের মেয়েদের অনুশীলনে উঁকিঝুঁকিও মারতে না পারেন, তার জন্য ভারতীয় মিডিয়া ম্যানেজারের সে কী তৎপরতা! একরকম তাড়া খেয়েই তাই দ্রুত মাঠ ছাড়তে হলো। ভারত অবশ্য বরাবরই এমন। অনুশীলন দেখতে দেবে না এক মিনিটও। রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করে গেল দলটা।

সর্বশেষ ২০২২ সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপটা তাদের খারাপ কেটেছিল। টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা নেপালের কাছে হেরে ষষ্ঠ সাফের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়। তবে এবার পাকিস্তানকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে অভিযান শুরু করা ভারত এক জয়েই উঠে গেছে শেষ চারে।

‘এ’ গ্রুপ থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে আজ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ড্র হলেই চলবে। এমনকি দুই গোলে হারলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তিন গোলের ব্যবধানে হেরে বসলেই বিপদ। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল, গোল গড়ও তখন সমান হয়ে যাবে। এমন হলে বেশি গোল করা দলটির ভাগ্য খুলবে। এ ম্যাচে তাই বাংলাদেশকে অনেক সমীকরণ মাথায় নিয়ে খেলতে হবে।

দুই দলের ১১ লড়াইয়ে বাংলাদেশের জয় মাত্র একটি। হার ৯টি ও ড্র একটি। ৪৩ গোল খেয়ে বাংলাদেশ করেছে ৭ গোল। তবু কাঠমান্ডুতে ভারতের মেয়েদের বিপক্ষে সর্বশেষ সাক্ষাতে ৩-০ গোলে পাওয়া জয়টাই আজ সাবিনাদের বড় অনুপ্রেরণা। অন্যদিকে সেই হারের প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব ভারত। গতবার কয়েকজন অভিজ্ঞ মুখ ছিলেন না। এবার তাঁরা আটঘাট বেঁধেই কাঠমান্ডু এসেছেন।

মোট ম্যাচ ১১	
বাংলাদেশ জয়ী	১
ড্র	১
ভারত জয়ী	৯

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতীয় মহিলা দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন ৫৮ বছর বয়সী সন্তোষ ক্যাশ্যপ। আজ যেখানে ড্র-ই যথেষ্ট ভারতের; সেখানে মোহনবাগান, আইজল এফসি, মুম্বাই এফসিতে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতের কোচ চোখ রাখছেন জয়ে, ‘আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে পছন্দ করি আমরা, প্রত্যেককে আনন্দ দিতে চেষ্টা করি। আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে যাব মাঠে, সেরাটা দেব। চেষ্টা করব ম্যাচটা জিততে।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলা দেখেছেন ক্যাশ্যপ। ৯০ মিনিটই বাংলাদেশ চাপ তৈরি করে খেলেছে। পোস্টে ও পোস্টের বাইরে শট ১৮টি, পাকিস্তানের মাত্র ৪টি। সেই ম্যাচ দেখে ভারতের কোচ দরাজ প্রশংসা করছেন বাংলাদেশের, বাংলাদেশ খুব জমাট ফুটবল খেলেছে। আক্রমণ ও রক্ষণে নিখুঁত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত ওরা নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি।

যোগ করা সময়ে গোল করে পাকিস্তানের সঙ্গে ড্র করে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা কোচ পিটার বাটলারের দল নির্বাচন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। সিনিয়রদের পছন্দই করেন না কোচ, রাখঢাক না রেখেই *প্রথম আলো*কে বলেছেন মনিকা। অনেকে এতে দলে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব খুঁজে পাচ্ছেন। যদিও জুনিয়রদের সঙ্গে কথা বলে সেটা মনে হয়নি।

তাঁরা বরং চান সিনিয়রদের সুযোগ দিন কোচ। নবাগত মিডফিল্ডার মুনকি আক্তারের কথায় সেটা স্পষ্ট, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে কোচ যে দলটা নামিয়েছেন, তা থেকে কয়েকটা বদল হতে পারে। সিনিয়র আপুরা আছে।’ তা সিনিয়রদের কি দলে রাখছেন কোচ? মুনকির ধারণা, ‘মনে হয়, আজকে অনুশীলনে তো সেটা বোঝা গেছে।’ সঙ্গে যোগ করেছেন, ‘আমরা ছোট, হুট করে নামিয়ে দিলে তেমন খেলতে পারব না। হয়তো খেলব তবে ওদের মতো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারব না।’ ডিফেন্ডার কোহাতি কিসকুর কথায়ও একই আভাস, ‘আপুরা খেলবে (ভারতের বিপক্ষে)।’

বাটলার কাল খেলোয়াড়দের ভাগ করে ম্যাচ খেলালেন। তবে চোট-সতর্কতায় বিশ্রামে ছিলেন পাকিস্তান ম্যাচের গোলদাতা শাসসুন্নাহার জুনিয়র। তিনি আজ খেলবেন কি না, সেটা একটু ধাঁধাই হয়ে থাকল। তবে যে-ই খেলুন, বাংলাদেশের চোখ জয়েই।

স্বপ্ন দেখলে নিজ দায়িত্বে দেখুন

মিরপুর টেস্ট

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৩০৮ রানে। প্রথম ইনিংসে ২০২ রান পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ১০১ রানে।

উৎপল শুভ্র, *ঢাকা*

কাইল ভেরেইনা কেপটাউনের যে ওয়েইনবার্গ বয়েজ স্কুলের ছাত্র, সেই স্কুল বিখ্যাত অনেক ক্রীড়াবিদের জন্মভূমি। বিখ্যাত মানে কেমন বিখ্যাত, তা বোঝাতে একটা নামই যথেষ্ট—জ্যাক ক্যালিস। যে ক্যালিস সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারের তর্কে স্যার গ্যারি সোবার্সকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। ক্যালিসের স্কুলমেটকে অবশ্য ক্রিকেটের চেয়ে হকিই বেশি টানত। হকি খেলোয়াড়ই হতে চেয়েছিলেন। একটা দুর্ঘটনা বদলে দেয় ভেরেইনার জীবনের গতিপথ।

১৬ বছর বয়সে হকি মাঠেই হাত ভেঙে যায় ভেরেইনার। এমন ভাঙাই ভাঙে যে তা ঠিক করতে হাতে চারটি ধাতব পাত বসাতে হয়। এরপরই হকি থেকে মন উঠে যায়। ধ্যানজ্ঞান করে নেন ক্রিকেটকে। কী বলবেন—হকির ক্ষতি, ক্রিকেটের লাভ? বলতেই পারেন।

ম্যাচ রিপোর্টের শুরুতেই জীবনীর ঢংয়ে কাইল ভেরেইনার গল্প ফেঁদে বসার কারণ আপনার অনুমান করে ফেলার কথা। সেই অনুমান সত্যি হওয়া না-হওয়া অবশ্য আপনি বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা মিরপুর টেস্টের খবর রাখছেন কি না, এর ওপর নির্ভরশীল। টেস্ট ক্রিকেটে কখনো কখনো এমন দিন আসে, যেদিন বলার মতো তেমন কিছুই ঘটে না। না দারুণ কোনো ব্যাটিং পারফরম্যান্স, না দুর্দান্ত কোনো বোলিং স্পেল অথবা কোনো বিতর্ক। ঢিমেতালে খেলা চলে, দিন শেষে মনে রাখার মতো তেমন কিছুই থাকে না। মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনটিও প্রায় এ রকমই।

‘প্রায়’ শব্দটা রাখতে হচ্ছে এই কাইল ভেরেইনার জন্যই। ম্যাড়মেড়ে এই দিনেও যে ভেরেইনাকে মনে রাখতে হচ্ছে। যে দিনটির দিকে ফিরে তাকালে চোখে ভাসছে একের পর এক সুইপ করে যাওয়ার দৃশ্য। সেই সুইপ করে করেই উপমহাদেশে প্রথম ইনিংসেই সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন ভেরেইনা। ১১৪ রানের সব তো আর সুইপে করা সম্ভব নয়। তবে অর্ধেকেরও বেশি, ৫৯ রানই সুইপে। ৮ চারের ৭টিই, ২ ছক্কার ১টিও। বছর দু-এক আগে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরিটি বড় ভূমিকা রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ জয়ে। রানও সেখানে ২২ বেশি, তার ওপর ছিলেন অপরাজিত। তারপরও ভেরেইনা নির্দ্বিধায় মিরপুরের ১১৪-কে এগিয়ে রাখছেন অচেনা বিরূপ পরিবেশের কারণে। তার চেয়েও বড় কারণ সম্ভবত বোলিং আক্রমণ। এক চিমটি পেসের মিশেলে যা স্পিন, স্পিন, আরও স্পিন। এত স্পিন এর আগে কোনো দিন খেলেছেন বলে মনে হয় না।

> প্রথম ইনিংসে ২৯১ রানে পিছিয়ে থাকা দলকেও জিততে দেখেছে টেস্ট ক্রিকেট। তাহলে ২০২ রানে পিছিয়ে থেকে কেন জেতা যাবে না? এমন প্রশ্ন তুললে বুঝতে হবে, আপনি খুব স্বপ্নবিলাসী মানুষ।

স্পিন জয় করে ভেরেইনার সেঞ্চুরিই বাংলাদেশকে ঠেলে দিয়েছে গভীর খাদের কিনারে। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ২০২ রানে এগিয়ে যাওয়ার মূল রসদ তো ওই সেঞ্চুরিই। উইয়ান মুল্ডার ও ডেন পিট সঙ্গতের কথাও অবশ্য একটু উল্লেখ করা উচিত। মুল্ডার ৫৪ রান করেছেন, পিট ৩২। তবে আসল কাজটা করেছেন দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ জুটিতে ভেরেইনাকে সঙ্গ দিয়ে। সপ্তম আর নবম উইকেটে ১১৯ আর ৬৬ রানের জুটি দুটিই তো বাংলাদেশকে এত পেছনে ফেলে দেওয়ার মূলে।

কত পেছনে? ফলোঅনের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মতো পেছনে। এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা পরে ব্যাটিং করেছে বলে ফলোঅনের প্রশ্ন উঠছে না। তবে ইনিংস পরাজয় বলে একটা ব্যাপার তো থাকছেই। সে জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে আবারও ব্যাটিং করাতে হবে। সে জন্য যা করতে হবে, কাল দ্বিতীয় সেশনের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে বাংলাদেশ তার ঠিক অর্ধেক পথ পেরিয়েছে। কিন্তু ১০১ রান তুলতে হারাতে হয়েছে ৩ উইকেট। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও সাদমান ও মুমিনুল এক অঙ্কের রানে আউট। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন একটু উন্নতি করেছেন। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৭ রান, এবার ২৩। বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজের বলে অদ্ভুতভাবে ডিফেন্স করতে গিয়ে এলবিডব্লু হওয়ার আগপর্যন্ত খেলছিলেনও বেশ ভালো। দারুণ একটি ছক্কায় ইতিবাচক বার্তাও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মিড অফের ওপর দিয়ে ছক্কাটাও ওই কেশব মহারাজের বলেই।

প্রথম ইনিংসে ২৯১ রানে পিছিয়ে থাকা দলকেও জিততে দেখেছে টেস্ট ক্রিকেট। তাহলে ২০২ রানে পিছিয়ে থেকে কেন জেতা যাবে না? এমন প্রশ্ন তুললে বুঝতে হবে, আপনি খুব স্বপ্নবিলাসী মানুষ। বাস্তবতাকে আপনার থোড়াই কেয়ার। তা বাস্তবতাটা কী? বাস্তবতা হলো, এই টেস্টে বাংলাদেশ পরাজয় এড়াতে পারলে সেটাই হবে প্রায় জয়ের সমান। ইতিহাস যে ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী হতে দিচ্ছে না। এই টেস্টের আগে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ যে ৬৫ বার প্রতিপক্ষের চেয়ে ২০০ বা এর চেয়ে বেশি রানে পিছিয়ে পড়েছে, পরাজয় এড়াতে পেরেছে তার মাত্র চারটিতেই। এর দুটি আবার পুরোপুরিই বৃষ্টির কৃপাধন্য। নিজেদের কৃতিত্বে শুধুই দুবার। বৃষ্টি অবশ্য চোখ রাঙাচ্ছে এখানেও। টেস্টের শেষ তিন দিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে।

তবে সেই আশায় তো বসে থাকলে চলে না। নিজেদের মতো করে পরিকল্পনা করতে হয়। জ্বালিয়ে রাখতে হয় আশার দীপও। দিন শেষে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হয়ে আসা হাসান মাহমুদ যেন সেই চেষ্টাই করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিতে চাওয়ার উচ্চাভিলাষী ইচ্ছার কথা জানিয়ে সে জন্য করণীয়টাও বলে দিলেন—তৃতীয় দিন তিন সেশন ব্যাটিং করা। সেটি অবশ্যই সম্ভব, কারণ ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু নেই বলেই। নইলে হাসান মাহমুদের আগেই তো ভেরেইনা বলে গেছেন, প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিন প্রথম সেশনে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য একটু ভালো থাকলেও দিন যত গড়িয়েছে, ততই তা কঠিন হয়েছে। তৃতীয় দিন আরও কঠিন হবে।

তৃতীয় দিন বাংলাদেশ ব্যাটিং করবে বলে ভেরেইনার কথাটা হয়তো মনস্তাত্ত্বিক খেলার অংশ, হয়তো নয়। মিরপুরে তৃতীয় দিনের উইকেটের তো একটু উল্টোপাল্টা কিছু করারই কথা। সেই উইকেটে রাবাদা-মহারাজ...না, স্বপ্ন দেখলে নিজ দায়িত্বে দেখুন।

বাংলাদেশে তো বটেই; এশিয়ার মাটিতে প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি করেছেন কাইল ভেরেইনা। কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ছবি : শামসুল হক

স্কোরকার্ড

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৪০.১ ওভারে ১০৬

দ. আফ্রিকা ১ম ইনিংস : (*প্রথম দিন শেষে* ৪১ ওভারে ১৪০/৬; ভেরেইনা ১৮*, মুল্ডার ১৭*)

	রান	বল	৪	৬
ভেরেইনা স্টা লিটন ব মিরাজ	১১৪	১৪৪	৮	২
মুল্ডার ক সাদমান ব হাসান	৫৪	১১২	৮	০
মহারাজ ব হাসান	০	১	০	০
পিট এলবিডব্লু ব মিরাজ	৩২	৮৭	২	০
রাবাদা অপরাজিত	২	৫	০	০
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৭, নো ১)	৯			
মোট (৮৮.৪ ওভারে অলআউট)	৩০৮			

উইকেট পতন : ৭-২২৭ (মুল্ডার, ৬৪.৫ ওভার), ৮-২২৭ (মহারাজ, ৬৪.৬), ৯-২৯৩ (পিট, ৮৬.৪), ১০-৩০৮ (ভেরেইনা, ৮৮.৪)।

বোলিং : হাসান ১৯-২-৬৬-৩ (নো ১), মিরাজ ১৫.৪-০-৬৩-২, তাইজুল ৩৬-৩-১২২-৫, নাঈম ১৮-১-৪৯-০।

বাংলাদেশ ২য় ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
মাহমুদুল ব্যাটিং	৩৮	৮০	৫	০
সাদমান ক ডি জর্জি ব রাবাদা	১	৭	০	০
মুমিনুল ক মুল্ডার ব রাবাদা	০	৩	০	০
নাজমুল এলবিডব্লু ব মহারাজ	২৩	৪৯	২	১
মুশফিক ব্যাটিং	৩১	২৬	৩	০
অতিরিক্ত (বা ৪, লেবা ২, নো ২)	৮			
মোট (২৭.১ ওভারে, ৩ উইকেটে)	১০১			

উইকেট পতন : ১-৪ (সাদমান, ২.১ ওভার), ২-৪ (মুমিনুল, ২.৪), ৩-৫৯ (নাজমুল, ১৮.৫)।

বোলিং : রাবাদা ৭-৩-১৭-২, মুল্ডার ৭-১-২৩-০ (নো ২), মহারাজ ৯-০-৩৩-১, পিট ৪.১-০-২৯-০।

মুশফিকের ৬০০০

বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ৬০০০ রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন মুশফিকুর রহিম। টেস্ট ইতিহাসে এই তালিকায় ৩৭ বছর বয়সী মুশফিক ৭৪তম ব্যাটসম্যান, তাঁর লেগেছে ১৭২ ইনিংস। গতকাল মিরপুরে। ছবি : প্রথম আলো

এবার ইংল্যান্ডেও তিন স্পিনার

খেলা ডেস্ক

পাকিস্তানের পথেই হাঁটল ইংল্যান্ড। রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে খেলবে বেন স্টোকসের দল। ম্যাচ শুরুর দুই দিন আগেই গতকাল একাদশ জানিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। মুলতানে খেলা দুই স্পিনার শোয়েব বশির ও জ্যাক লিচের সঙ্গে যোগ হয়েছেন লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট শুরু হবে আগামীকাল। তিন টেস্টের সিরিজে এখন ১-১ সমতা। তিন স্পিনারের পথে না হেঁটে ইংল্যান্ডের উপায় ছিল না। মুলতানে দ্বিতীয় টেস্টে স্পিনে নাজেহাল হয়েই হেরেছেন বেন স্টোকসরা। ওই টেস্টের মতোই রাওয়ালপিন্ডিতেও স্পিনবান্ধব উইকেট বানিয়েছে পিসিবি। তাই পেসার কমিয়ে তিন স্পিনার নিয়ে খেলার এ সিদ্ধান্ত।

ছোট পর্দায় আজ

মিরপুর টেস্ট-৩য় দিন *গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা — সকাল ৯-৪৫ মি.

২য় ওয়ানডে *সনি স্পোর্টস টেন ৫*
শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ — বেলা ৩টা

ইমার্জিং এশিয়া কাপ *স্টার স্পোর্টস ১, পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান ‘এ’-আরব আমিরাত — বেলা ৩টা
ভারত ‘এ’-ওমান — সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

উয়েফা ইউরোপা লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ২*
গালাতাসারাই-এলফসবর্গ — রাত ৮-৩০ মি.

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ *রাত ১০-৪৫ মি.*
ব্রেস্ত-লেভারকুসেন — সনি স্পোর্টস টেন ২
আতালান্তা-সেল্টিক — সনি স্পোর্টস টেন ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ *রাত ১টা*
বার্সেলোনা-বায়ার্ন মিউনিখ — সনি স্পোর্টস টেন ২
লাইপজিগ-লিভারপুল — সনি স্পোর্টস টেন ৫
ম্যানচেস্টার সিটি-স্পার্তা প্রাগ — সনি স্পোর্টস টেন ১

৩৬৯ দিন পর মাঠে নেইমার

খেলা ডেস্ক

আবুধাবির হাজ্জা বিন জায়েদ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে মেয়ে মাভিকে নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন ব্রুনা বিয়ানকার্দি। ছিলেন আরও দুজন পারিবারিক বন্ধু। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আল হিলাল মিডফিল্ডার নাসের আল-দাওসারির বদলি হিসেবে মাঠে নামলেন নেইমার। হাসি ফুটল তাঁর প্রেমিকা বিয়ানকার্দির মুখে। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেইমারের সব ভক্তের মুখগুলোও তখন একই রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কথা। ৩৬৯ দিন পর যে মাঠে ফিরলেন নেইমার!

গত বছর ১৮ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। এসিএল চোটের পাশাপাশি হাঁটুর মিনিসকাসেও আঘাত পেয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর শুরু হয় তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল ‘কাউন্ট ডাউন।’ এক বছরের বেশি সময় পর ঘুচল সেই অপেক্ষা। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল আইনের মাঠে আল হিলালের ৫-৪ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে নেইমারের মাঠে ফেরাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় খবর।

নেইমার নিজেও এই ফেরার দিন গুনেছেন। সেটি বোঝা গেল ম্যাচের পর তাঁর প্রতিক্রিয়ায়, ‘খুবই ভালো লাগছে। আমাদের দলটা সব সময়ই ভালো। খুবই ভালো লাগছে যে আমি মাঠে ফিরেছি। আমি ফিরেছি।’

বেঞ্চ থেকে মাঠে নেমেই গোলের সুযোগ তৈরি করেছিলেন নেইমার। আলেকসান্দার মিত্রোভিচের সঙ্গে পাস আদান-প্রদান করে বক্স থেকে শট নিলেও আল আইন গোলকিপার খালিদ এইসার হাতে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচে যোগ করা ১৬ মিনিটেও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন নেইমার। সেটি কাজে লাগাতে না পারলেও তাঁর মাঠে ফেরাটাই বড় স্বস্তি ভক্তদের জন্য।

গত বছর আগস্টে সৌদি ক্লাবটিতে যোগ দেন তিনি। হাঁটুর চোটে পড়ার আগে ক্লাবটির হয়ে মাত্র ৫টি ম্যাচ খেলেন। তাঁকে সৌদি প্রো লিগে এখনো নিবন্ধিত করতে পারেনি আল হিলাল। জানুয়ারির আগে নিবন্ধিত করার সুযোগ না থাকায় আপাতত সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে নেইমারকে দেখা যাবে না। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে নিবন্ধিত হওয়ায় এই টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন।

আল হিলাল তো বটেই, নেইমারের মাঠে ফেরাটা সবচেয়ে বড় সুখবর আসলে ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য। কনফেডারেশন অব ব্রাজিল ফুটবলের (সিবিএফ) প্রতিক্রিয়ায়ও যেটি স্পষ্ট। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি লিখেছে, ‘৩৬৯ দিন পর নেইমারকে মাঠে ফিরতে দেখে সিবিএফ আনন্দিত। নেইমার ব্রাজিলিয়ান ফুটবল-জাদুর প্রতীক। সিবিএফের পক্ষ থেকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে মাঠে প্রত্যাবর্তনের জন্য অভিনন্দন।’

ঢাকা মহানগর ও রংপুরের জয়

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম রাউন্ডে সবচেয়ে দেরিতে শুরুতে হওয়া ম্যাচটিই শেষ হলো সবার আগে। বগুড়ায় শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় সেশনে মাঠে গড়ানো রংপুর-চট্টগ্রাম ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে গতকাল চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সেশনেই। চট্টগ্রামকে ইনিংস ও ৮১ রানে হারিয়েছে রংপুর। প্রথম রাউন্ডে জিতেছে ঢাকা মহানগরও, বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ড্র হয়েছে অন্য দুটি ম্যাচ।

বাজে আবহাওয়ার কারণে দেরিতে শুরু হওয়া ম্যাচে রংপুর ৯ উইকেটে ২৭৩ রান তুলেই ইনিংস ঘোষণা করেছিল। বগুড়ার ম্যাচটিতে এরপর দাপট দেখিয়েছেন রংপুরের বোলাররা। প্রথম ইনিংসে ১০৩ রানে অলআউট হয়ে ফলোঅন করা চট্টগ্রাম দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে গেছে ৮৯ রানে।

রংপুরের ৬ বোলার ভাগাভাগি করেছেন উইকেটগুলো। দলটির অধিনায়ক মিডিয়াম পেসার আবদুল্লাহ আল মামুন ৮ ওভারে ১০ রান দিয়ে নিয়েছেন সর্বোচ্চ ৩ উইকেট। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন দুই ইনিংসেই ২টি করে উইকেট নেওয়া অভিষিক্ত পেসার চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ান।

সিলেট একাডেমি মাঠে ঢাকা মহানগরকে ৬৩ রানের লক্ষ্য দেয় বরিশাল। লক্ষ্য ছুঁতে ২২ ওভার ও দেড় ঘণ্টার মতো হাতে ছিল মহানগরের। ১৫.৪ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছায় মার্শাল আইয়ুবের দল। ফলোঅন করা বরিশাল দিনটা শুরু করেছিল বিনা উইকেটে ৩২ রান নিয়ে। দলটি দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫১ রানে অলআউট।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৫১৬ রানের লক্ষ্য পাওয়া খুলনা রাজশাহীর বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেট ৩১১ রান তোলার পর ড্র মেনে নেয় দুই দল।

মেঘের প্রতিচ্ছবি কাপ্তাই হ্রদের নীলাভ জলরাশিতে মেঘের প্রতিচ্ছবি অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেছে। গতকাল সকালে রাঙামাটি শহরের আসামবস্তি সেতু এলাকায়। ছবি: সুপ্রিয় চাকমা

খরচে কুলাতে না পেরে ডিম-দুধ বাদ

বাজারদর

নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সন্তানদের পাতে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস তুলে দিতে পারছে না। শিশুরা পুষ্টিবঞ্চিত।

আবৃতি আহমেদ, ঢাকা

ঢাকার কারওয়ান বাজারে সবজি কুড়িয়ে তা বিক্রি করে সংসার চালান শিল্পী নামের এক নারী। কোনো দিন ২০০ টাকা, কোনো দিন ৩০০ টাকা আয় হয়। তা দিয়ে চলে শিল্পীর সংসার। পরিবারে তাঁর মা ও একটি শিশুসন্তান রয়েছে।

শিশুটিকে কী কী খাওয়ান—জানতে চাইলে শিল্পী বলেন, বেশির ভাগ সময় ডাল-ভাত। নিয়মিত ডিম, দুধ ও মাছ খাওয়ান কি না, এ প্রশ্নের জবাবে শিল্পী বলেন, ওগুলোর দাম বেশি। মাঝেমধ্যে একটি-দুটি ডিম কিনে সবাই মিলে খান।

শিল্পী আরও বললেন, নিত্যপণ্যের দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সামান্য আয় দিয়ে বাসাভাড়া দেওয়ার পর চাল, ডাল কিনতেই হিমশিম খেতে হয়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের মতো আমিষজাতীয় খাবার কেনা সম্ভব হয় না।

দেশে নিত্যপণ্যের চড়া দামের কারণে দরিদ্র মানুষেরা সংকটে রয়েছেন। সেসব পরিবারে থাকা শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে পুষ্টি থেকে। অনেক দিন ধরেই মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ ছুঁই ছুঁই। খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। ডিম, ব্রয়লার মুরগি, তরল দুধ, চাষের মাছ—সবকিছুর দামই চড়া। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর প্রাণিজ আমিষের উৎস মূলত ডিম, ব্রয়লার মুরগি ও চাষের মাছ। তারা খরচে কুলাতে না পেরে প্রাণিজ আমিষ বাদ দিয়েছে।

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছে, তা জানতে ঢাকার কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, মহাখালী, পুরান ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও মোহাম্মদপুরের ১৫ জন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁরা মূলত দিনমজুর, রিকশাচালক, ফুল বিক্রেতা, পানি বিক্রেতা, দোকানকর্মী, হকার ও গৃহকর্মের মতো পেশায় নিয়োজিত। ১৫টি পরিবারে শিশুর সংখ্যা ২১।

পরিবারগুলোর উপার্জনকারী সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁদের দৈনিক আয় ৩০০ থেকে ৬৫০ টাকা। আয়ের প্রায় পুরোটাই চলে যায় ঘরভাড়া ও খাবার খরচের পেছনে। খাবার খরচ অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা মূলত প্রাণিজ আমিষ খাওয়া কমিয়েছেন।

৮ অক্টোবর ঢাকার ফার্মগেটে পাওয়া যায় শাহিনুর নামের এক নারীকে। তাঁর স্বামী ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক। স্বামীর কাছ থেকে তিনি বাজার খরচের টাকা নিতে এসেছিলেন। কোলে তাঁর মেয়ে মনি। শাহিনুর জানান, তাঁর চার সন্তান। বড়টির বয়স ১০ বছর, ছোটটির ২২ মাস। স্বামীর আয়ে তাঁদের সংসার চলে। বাসাভাড়া দিতেই চলে যায় আট হাজার টাকা।

কোলের সন্তানটিকে কী খাওয়ান, জানতে চাইলে শাহিনুর বলেন, ডাল, ভাত। মাঝেমধ্যে সুজি আর ছাতু দেন। তিনি বলেন, তাঁর ছোট দুই সন্তানকে আগে সপ্তাহে চার দিন তরল দুধ খাওয়াতেন। খরচে কুলাতে না পেরে এখন সেটা বাদ দিয়েছেন।

ঢাকার তেজগাঁওয়ে নাখালপাড়া এলাকার দুটি বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করেন সাথী বেগম। তাঁর স্বামী ভ্যানচালক। তাঁদের দুই সন্তানের মধ্যে মেয়েটির বয়স ১০ বছর। ছেলের বয়স আড়াই বছর।

সন্তানদের কী খাওয়ান, জানতে চাইলে সাথী বলেন, 'তেমন কিছুই কিনবার পারি না। সবকিছুর দাম বাড়তি। যেসব বাসায় কাম করি, তারা মাঝেসাজে টুকটাক জিনিসপত্র দেয়। পুরান (বাসি) খাবার দেয়। মুরগির পা, গিলা ও কলিজা দেয়। তখন সেগুলা খাই।' তিনি বলেন, 'ছেলেটা সুজি খায়। তাই সুজি কিনি। মেয়েরও তো বাড়ন্ত শরীর। ভালো কিছুই খাওয়াতে পারি না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়তেসে, খাওয়া-খাবার খরচ কিছুই মিলাইতে পারি না।'

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে সংকটে থাকা মানুষের জন্য সরকার ২০২৩ সালে 'ফ্যামিলি কার্ড' ব্যবস্থা চালু করেছিল। ওই কার্ডধারীরা টিসিবির ট্রাক থেকে স্বল্পমূল্যে কিছু নিত্যপণ্য কিনতে পারেন। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ওই বিতরণ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। দরিদ্রদের অনেকেই সেই কার্ড পাননি।

কারওয়ান বাজারে সবজি কুড়িয়ে বিক্রি করা শিল্পী ওই রকম কোনো কার্ডের নাম শোনেননি। তিনি বলেন, 'যা খাই, তা বাজার থেকে কিনে খাই।'

শিশুর জন্য পুষ্টি জরুরি

রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ শামসুন্নাহার নাহিদ প্রথম আলোকে বলেন, বাড়ন্ত শিশুর খাদ্যতালিকায় ডিম, দুধের পাশাপাশি মাছ, মাংস এবং বিভিন্ন শস্যবীজ থাকা চাই। এগুলোর অভাব হলে শিশুকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখায়। তিনি বলেন, শিশুর মস্তিষ্ক গঠনের জন্য ছয় মাস বয়স থেকে প্রতিদিন একটি করে ডিমের কুসুম খাওয়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দরিদ্র পরিবারগুলোর শিশুদের এই সংকট নতুন নয়। ২০২০ সালে করোনা সংক্রমণ সংকট আরও বাড়িয়েছে। তখন মানুষের আয় কমে যায়। অর্থনীতি এখনো ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের পর্যায়ে যেতে পারেনি।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট গত মার্চে জানিয়েছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে ৭০ শতাংশ খানা বা পরিবার তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। মানে হলো, কেউ মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ খাওয়া কমিয়েছে অথবা বাদ দিয়েছে। কেউ ছেড়েছে ফল কেনা।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান প্রথম আলোকে বলেন, মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার আঘাতটি বেশি পড়ে পরিবারের শিশু ও নারী সদস্যের ওপর। দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের কর্মক্ষম সদস্য, অর্থাৎ পুরুষের কাজের ক্ষমতা ঠিক রাখতে তাঁকে বেশি ও ভালো খাবার দেয়। অর্থাৎ সম্পদের বরাদ্দ পুরুষের পেছনে বেশি করা হয়। শিশু ও নারীর ক্ষেত্রে কাটছাঁট করা হয়।

প্রাণিজ আমিষের দাম

তখন | এখন

পণ্য	১ জানুয়ারি ২০২০	২২ অক্টোবর ২০২৪
ডিম (ডজন)	৯৬-১০২	১৪৪-১৫৬
ব্রয়লার মুরগি	১১০-১২০	১৯০-২১০
রুই মাছ	২৫০-৩০০	২৮০-৪০০
গুঁড়া দুধ	৪৯০-৬৪০	৭৪০-৮৪০
তরল দুধ	৭০	৯০

পণ্যের একক কেজি; লিটার ও ডজনে; দাম টাকায়

সূত্র: টিসিবি ও বিভিন্ন চিত্র

দুর্নীতি দমন কমিশন

সালমান, তাঁর স্ত্রী ও ছেলের লেনদেনের তথ্য চেয়ে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এবং তাঁদের ১৭টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য চেয়ে ৬৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল মঙ্গলবার দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে ওই চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশে দুদক বলছে, সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে শেয়ারবাজার থেকে টাকা লোপাট এবং প্রভাব খাটিয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

চিঠিতে সালমান এফ রহমান, তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রুবাবা রহমান, ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান এবং তাঁদের ১৭টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে তথ্য চাওয়া হয়েছে। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে তাঁদের নিজ ও যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, টিপি ও হিসাব খোলার পর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব বিবরণী এবং ঋণসংক্রান্ত তথ্য।

মোজাম্মেল ও নাহিদের দুর্নীতি নিয়ে অনুসন্ধান

সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে গতকাল অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। দুদক সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রী থাকা অবস্থায় মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি-অনিয়ম করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে।

দুদক সূত্র বলছে, মোজাম্মেল হকের গাজীপুরে তিনতলা ও দোতলা দুটি ভবন রয়েছে। তাঁর নামে একাধিক গাড়ি, বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা জমা, ব্যবসায় বিনিয়োগ ও জমি রয়েছে। ক্ষমতায় থাকাকালে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ দেওয়ার মাধ্যমে টাকা অর্জন করেছেন তিনি। এ ছাড়া তাঁর স্ত্রীর নামে অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে।

৯ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

পাবনা-৫ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক খন্দকারের (প্রিন্স) বিদেশযাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া সোনালী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসসহ আটজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালত গতকাল ৯ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার এ আদেশ দেন। আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, গোলাম ফারুক খন্দকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। সাবেক এই সংসদ সদস্য বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন বলে দুদক জানতে পেরেছে। এ অভিযোগের ওপর আদালত শুনানি নিয়ে তাঁর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেন।

এ ছাড়া সোনালী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসসহ আটজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। প্রতিষ্ঠানটির নিষেধাজ্ঞা পাওয়া অন্য কর্মকর্তারা হলেন ফৌজিয়া কামরুন, মোস্তফা কামরুস সোবহান, সাফিয়া সুবহান চৌধুরী, তাসনিয়া কামরুন, ফজলুতুন নেছা, নুর ই হাফজা ও মীর রাশেদ বীন আমান।

দুদকের পক্ষ থেকে আদালতকে জানানো হয়েছে, মোস্তফা গোলাম কুদ্দুসসহ অন্যরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ১৮৭ কোটি ৮৪ লাখ ১৫ হাজার ৯৬৬ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

ফুল

ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ঔষধি বাগানে জেট্রফা মাল্টিফিডা। ছবি : লেখক

দীপ্ত শিখার মতো যে ফুল

মোকারম হোসেন, প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক

এই গাছ দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম কাসাভা আলুর গাছ। পাতার গড়ন প্রায় অভিন্ন বলেই এই ভ্রম। তবে ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দুই গাছের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যার প্রধান বিশেষত্ব ফুলে। গাছটি জেট্রফা নামে পরিচিত হলেও আমাদের দেশে স্বীকৃত কোনো বাংলা নাম নেই। ইংরেজি নাম কোরাল বুশ বা ফ্রেঞ্চ ফিজিক নাট।

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ঔষধি বাগানে দেখা গাছটির সৌন্দর্য আলাদাভাবেই চোখে পড়ে। এ গাছের জন্মস্থান মেক্সিকো বা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ হলেও গাছটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন ও ভারতীয় উপমহাদেশে আলংকারিক উদ্ভিদ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন বাগানে শোভাবর্ধক হিসেবে রোপণ করা হয়।

জেট্রফা গণের এই দৃষ্টিনন্দন উদ্ভিদ (*Jatropha multifida*) মাঝারি আকৃতির গুল্ম বা ছোট ধরনের বৃক্ষও হতে পারে। সাধারণত ২ থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। গাছটি তরুক্ষীর যুক্ত ও রোমশবিহীন। পাতা করতলাকৃতির, গভীরভাবে খণ্ডিত, ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত, নিচের পিঠ সবুজ, ওপরের পিঠ ধূসর সবুজ, উভয় পিঠ রোমশবিহীন। উপপত্র দৃঢ়, বৃন্ত ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা, গোলাকৃতি ও অখণ্ড। পুষ্পবিন্যাস প্রান্তীয়, মঞ্জরিদণ্ড১৩ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা। মঞ্জরিদণ্ডের আগায় লালচে রঙের ফুল দেখতে অনেকটা মুকুট বা অগ্নিশিখার মতো। পুষ্প ঘন সন্নিবিষ্ট, খাটো বৃন্তক। পুংফুলের বৃতি ২ থেকে ৩ মিলিমিটার লম্বা, বৃত্যংশ ৫টি, গোলাকার, মূলীয় অংশে সামান্য যুক্ত, লাল, পাপড়িসংখ্যা ৫ ও পুংকেশর ৮টি, পুংদণ্ডমূলীয় অংশে সামান্য যুক্ত, পরাগধানী বিদারী ও প্রসারিত। স্ত্রী ফুলের বৃতি পুংফুলের বৃতির মতোই, তবে বৃত্যংশ ৬ থেকে ৭ মিলিমিটার লম্বা, লাল, পাপড়ি পুংফুলের পাপড়ির মতো, গর্ভাশয় রোমশবিহীন। গর্ভদণ্ড৩টি, নিচের অর্ধাংশে যুক্ত। পরিচ্ছন্ন পাতা আর ঊর্ধ্বমুখী ফুলের স্নিগ্ধতা গাছটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সাধারণত জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ফুল ও ফলের মৌসুম।

এই গাছ বাহারি ও ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে বিভিন্ন দেশে চাষাবাদ করা হয়। গাছটির ফল, মূল ও বীজ নানান রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার্য। ফল কটু স্বাদযুক্ত, প্লীহা বৃদ্ধি রোগে, অর্শ ও ক্ষত নিরসনে উপকারী, বীজ শক্তিবর্ধক ও খাবার উপযোগী। মূলের ক্বাথ অজীর্ণ ও পেটের শূল বেদনায় ব্যবহার করা হয়। কম্বোডিয়ায় খোসপাঁচড়া, চুলকানি ইত্যাদি চর্মরোগে পাতার লোকজ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে তরুক্ষীর বা দুধকষ দিয়ে ঘায়ের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এ গাছ চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলায় সংখ্যায় বেশি। অন্যান্য স্থানেও অল্পবিস্তর দেখা যায়।

সারদায় প্রশিক্ষণরত ২৫২ এসআইকে অব্যাহতি

রাজশাহী

অব্যাহতি পাওয়া এই কর্মকর্তারা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

সমাপনী কুচকাওয়াজের অনুশীলন প্যারেড মাঠে 'নাশতা না খেয়ে হইচই করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি' তথা শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ২৫২ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার একাডেমির অধ্যক্ষের পক্ষে পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিক) তারেক বিন রশিদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।

অব্যাহতি পাওয়া এই কর্মকর্তারা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ২৫২ এসআইকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয়। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির তৃতীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা বলেন বলে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জানিয়েছে।

ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি প্যারেড মাঠে ১ অক্টোবর সকাল ৭টা ২৫ মিনিট থেকে ৪০তম বিসিএস (পুলিশ) প্রবেশনারস ব্যাচ-২০২৩-এর সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুশীলন প্যারেড কার্যক্রম চলমান ছিল। এ সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা, রাজশাহী কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত মেনু অনুযায়ী প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সব প্রশিক্ষণার্থীর প্যারেড বিরতিতে সকালের নাশতা পরিবেশন করা হয়। কিন্তু আপনি উক্ত সরবরাহকৃত নাশতা না খেয়ে হইচই করে মাঠের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আপনি অন্যান্য প্রশিক্ষণরত ক্যাডেট এসআইদের পরস্পর সংগঠিত করে একাডেমি কর্তৃপক্ষকে হেয়প্রতিপন্ন করে চরম বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে থাকেন। এ ছাড়া আপনি অন্যদের সঙ্গে হইচই করতে করতে নিজের খেয়ালখুশিমতো প্রশিক্ষণ মাঠ থেকে বের হয়ে নিজ ব্যারাকে চলে যান।'

> ২৫২ এসআইকে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে নয়।
>
> **লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী**, অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'ওই অভিযোগের কারণে একাডেমির অধ্যক্ষের পক্ষে পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস) তিন দিনের মধ্যে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেন। আপনি নির্ধারিত তিন দিন সময়ের মধ্যে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। আপনার দাখিলকৃত কৈফিয়তের জবাব পর্যালোচনান্তে সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।'

এর আগে ২০ অক্টোবর পুলিশ একাডেমিতে ৬২ জন সহকারী পুলিশ সুপারের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এ জন্য রাজশাহীতেও এসেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৪০তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। এতে অন্তত ৬২ জন ছাত্রলীগ নেতা নিয়োগ পেয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে অভিযোগ করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। এর পরই এএসপিদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়।

শাহবাগ নয়, সমাবেশ করতে হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর শাহবাগের পরিবর্তে এখন থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ও সমাবেশ করতে হবে। জনভোগান্তি দূর করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির তৃতীয় সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির আহ্বায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানো হয়।

সভায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও সচেষ্ট হওয়া, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রম জোরদার করা, বিভিন্ন অপরাধী ও আন্দোলন-সমাবেশে উসকানিদাতাদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ, বিভিন্ন দাবিদাওয়ার বিষয়ে আন্দোলন-সমাবেশকারীদের রাস্তায় সমাবেশ না করে তাদের দাবিদাওয়া এ-সংক্রান্ত সরকারি কমিটি বা কমিশনের কাছে তুলে ধরা এবং জনভোগান্তি দূর করতে শাহবাগের পরিবর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভা ও সমাবেশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধানদের এ বিষয়ে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানো, জামিনে মুক্তি পাওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা অপরাধে লিপ্ত হলে দ্রুত গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেওয়াসহ আরও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সভায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয়, বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সার্বিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও জঙ্গি প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ, অস্ত্র জমা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনাসহ এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যরা। চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে সর্বশেষ গত শনিবার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের কর্মচারীরা। প্রায় সাত ঘণ্টা তাঁরা সড়কে অবস্থান নেওয়ায় শাহবাগ ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ থাকলে শাহবাগ ও এর আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগে আসার রাস্তা এবং বাংলামোটর থেকে শাহবাগে আসার সড়কে যান চলাচল করতে পারে না।

বিশ্বজুড়ে ৬০০ বাড়ির মালিক সাইফুজ্জামান দম্পতি

আল-জাজিরার অনুসন্ধান

আল-জাজিরার অনুসন্ধান ইউনিটের সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান ও উইল থর্ন এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

- লন্ডনে থাকেন প্রায় ১৬৮ কোটি টাকা মূল্যের বাড়িতে।
- ২০১৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যেই ৩৬০টির বেশি সম্পত্তি ক্রয়।
- দুবাইয়ে এই দম্পতির প্রায় ৩০০টি সম্পত্তি রয়েছে।

আল-জাজিরা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী

বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ১ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলারের (প্রায় ১৬৮ কোটি টাকা) বাড়িতে বসবাস করছেন। যুক্তরাজ্য, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে এই দম্পতির ৬০০টির বেশি বাড়ি রয়েছে।

কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ইনভেস্টিগেশন ইউনিট (আই-ইউনিট) এমন তথ্য জানিয়েছে। আল-জাজিরার অনুসন্ধান ইউনিটের সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান ও উইল থর্ন এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

সম্প্রতি সাইফুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন বাংলাদেশের একটি আদালত।

সাইফুজ্জামান যুক্তরাজ্যে কোটি কোটি ডলার অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লন্ডনের একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের পাশ দিয়ে সাইফুজ্জামানের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য আল-জাজিরার আই-ইউনিটের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। লন্ডনে ৯০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের ছয়টি সম্পত্তির মালিক তিনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও যুক্তরাষ্ট্রে সাইফুজ্জামানের আরও কয়েক শ অ্যাপার্টমেন্ট আছে।

দুবাইয়ে আরও সম্পত্তি

সাইফুজ্জামানের বৈশ্বিক সম্পত্তি সাম্রাজ্য নিয়ে গত সেপ্টেম্বরে 'দ্য মিনিস্টার্স মিলিয়নস' শিরোনামের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে আল-জাজিরা। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাঁর সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

সাবেক এই মন্ত্রী আল-জাজিরার পরিচয় গোপন করা (আন্ডারকভার) সাংবাদিকদের কাছে গর্ব করে বলেছিলেন, যুক্তরাজ্যের লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যেই ৩৬০টির বেশি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন।

২০২৩ সালে নতুন করে ফাঁস হওয়া সম্পত্তির তথ্যে দেখা যায়, সাইফুজ্জামান সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২৫০টির বেশি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের তালিকাভুক্ত মালিক। এই সম্পত্তির মূল্য ১৪ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি।

নথি থেকে জানা যায়, সাইফুজ্জামানের স্ত্রী রুকমিলা জামান দুবাইয়ে ২ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের আরও ৫০টি সম্পত্তির তালিকাভুক্ত মালিক। অর্থ পাচারের অভিযোগে বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে।

গোপনে ধারণ করা ভিডিওতে সাইফুজ্জামান দুবাইয়ের অভিজাত অপেরা এলাকায় একটি পেন্টহাউসের মালিক হওয়ার বিষয়ে গর্ব করেছিলেন। জমির রেকর্ড যাচাই করে আল-জাজিরা নিশ্চিত হয়েছে, তিনি সেখানে একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের তালিকাভুক্ত মালিক, যার দাম ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের বেশি।

নতুন তথ্যে দেখা গেছে, সাবেক এই মন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৩০০টির বেশি উচ্চ মূল্যের অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে প্রায় ১৭ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছেন। আর সামগ্রিকভাবে এই দম্পতি বিশ্বজুড়ে ৬০০টির বেশি সম্পত্তির তালিকাভুক্ত মালিক।

মানি লন্ডারিংয়ের তদন্ত

বাংলাদেশের মুদ্রা আইন অনুযায়ী, দেশটির কোনো নাগরিককে বছরে ১২ হাজার ডলারের বেশি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয় না।

আল-জাজিরার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অফশোর সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করেননি সাইফুজ্জামান। আর তা না করে তিনি বাংলাদেশের কর আইন লঙ্ঘন করেছেন।

বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সাইফুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। যুক্তরাজ্যে কোটি কোটি ডলার পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে তাঁদের বাংলাদেশ ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাইফুজ্জামান আল-জাজিরাকে বলেছেন, বিদেশে সম্পত্তি কেনার জন্য তিনি যে অর্থ ব্যবহার করেছেন, তা বাংলাদেশের বাইরে তাঁর বৈধ ব্যবসা থেকে এসেছে। তিনি অনেক বছর ধরেই এই ব্যবসার মালিক।

পুরোনো কূপ সংস্কার করতে গিয়ে নতুন গ্যাসের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুরে পুরোনো একটি গ্যাসকূপ সংস্কার করতে গিয়ে নতুন করে গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার কথা জানিয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার এসজিএফএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ কূপ থেকে দৈনিক সাত থেকে আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এসজিএফএল সূত্রে জানা গেছে, হরিপুরে অবস্থিত পুরোনো ৭ নম্বর কূপটি ১৪ অক্টোবর সংস্কার করতে গিয়ে ২ হাজার ১০ মিটার গভীরতায় ৬ থেকে ৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে গতকাল একই কূপের আরেকটি স্তরে ১ হাজার ২০০ মিটার গভীরতায় ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিশুপার্ক একসময় ঢাকা শহরে শিশুদের বিনোদনের প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজধানীর শাহবাগের শিশুপার্ক। সংস্কারের নামে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে পার্কটি বন্ধ। এখন নেই চিরচেনা কোলাহল। পার্কজুড়ে সুনসান নীরবতা। গতকাল তোলা ছবি। শুভ্র কান্তি দাশ